ধূয়োধরা।

বই লিখ্‌লেই তার একটা বিজ্ঞাপন দিতে হয়। এটা চির প্রসিদ্ধ প্রথা হয়ে দাঁড়িয়েছে; ফলতঃ এই প্রথাটা ঠিক বিধবার একাদশীর ত... বিধবারা যদি একাদশী না করে তাহলে পাপ হয়, কিন্তু কর্‌লে পু... নাই। সেইরূপ পুস্তকের প্রথমে বিজ্ঞাপন না থাক্‌লে গ্রন্থ খানি অঙ্গ ভঙ্গ হয়, আর যদি বিজ্ঞাপন থাকে তাহলেও গ্রন্থের শালি... বাড়ে না; যাহোক্, আমি চির প্রচলিত প্রথার অনুসারেই—এই ... ধোঁড়ায় বিজ্ঞাপন দিলাম্।

"পুস্তক খানি গ্রন্থ বিশেষের অনুবাদ নহে, ইহা পাঠ করিলে লোকের ...কার হবে, নানা গ্রন্থ হইতে ভাব সঙ্কলন করা গিয়াছে, পাঠকেরা ...হ করিয়া ... করিলে গ্রন্থকারের শ্রম সফল ও যত্ন সার্থক হবে" ...দি পুরাতন বাঁধা গদ বাজালে বিড়ম্বনা মাত্র, ও রকমের অনেক ... অনেক পুস্তকেই দেখা যেতে পারে। তবে এইমাত্র বক্তব্য যে ... এই গ্রন্থ খানি কি জন্য লিখিয়াছি আমোদপ্রিয় পাঠকগণ তা ...লেই টের পেতে পারবেন্ ইতি।

কামিগঞ্জ
৭২ সাল
...থ ৪৯ আষাঢ়।

শ্রীরসিক চূড়ামণি।

...সং ২৮৭৪
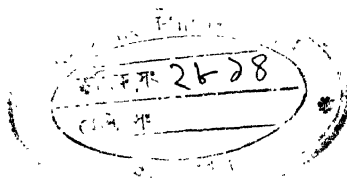
অশুদ্ধ শোধন।

পত্র	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১৬	১৮	পদ্মীপেরে	পদ্মাপেরে
১৬	২০	ভগবতী	বগবতী
১৬	২২	বাড়িতে	বারিতে
২৭	১	গর্ত্তটা	যে গর্ত্তটা
৩৮	২১	বাপেও	একাদশীর বাপেও
৪০	১৯	পড়্ছে	কি বাঘের মন্তোর পড়্ছে
৪৩	১০	তাহা	তারা
৫৫	১৪	উক্‌রেবারাও	উক্‌রোবারাও
৫৯	৪	গ্রন্তের	গ্রন্তের
৬১	১২	তাহাতে	তা হতে
৬১	২০	এসে	এলে

বুড়োবক্কেশ্বরের গল্প।

(রসিক চূড়ামণি)
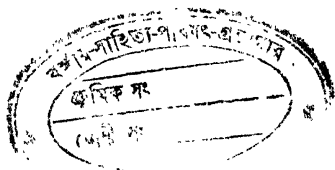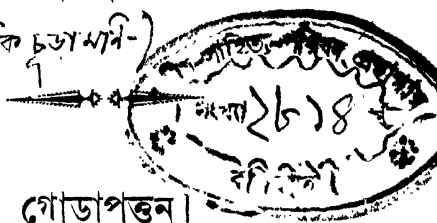
গোড়াপত্তন।

রামনগরের অধিকারী বাড়ী। মহাপ্রভুর দালান্। সম্মুখে নাট-মন্দির্। চতুর্দ্দিগে চক্‌মেলোয়া।

বৈশাখ মাস। বৈকালে পুরাণ পাঠ হয়। আরতির পর সঙ্কীর্ত্তন। বক্কেশ্বর কথক। বক্কেশ্বর নাটমন্দিরে বেদীর উপর ব্যাসাসনে বসে পুথির ডুরি খুল্‌তে খুল্‌তে নাকিস্থুরে "বাগীশাদ্য." আওড়াচ্চেন্। সাম্‌নে কতক-গুলি মোটা চাদর গায়, নাক মুখ দিয়ে লাল পড়্‌ছে, চোকের জলে বুক ভেসে যাচ্চে, পিটে কুঁজ উঠেছে, মুখের ভেতর একটীও দাঁত নাই বলে থুতনি ও নাক একত্র হয়েছে, এক একবার মুখ্ নাড়্‌ছেন, গায়ের চাম্‌ড়াগুলি ঝুল্ ঝুল্ কর্‌ছে, মাথায় চুল নাই, কাণের ভেতর সাদা সাদা লোম, বুড়োরা একাগ্রচিত্তে বসে আছেন। দরজায় কতক-

গুলি উনুপাঁজুরে বরাখুরে ছেলে জমে শোর হাঙ্গামা করে ব্যাড়াচ্চে।

পূর্ব্বদিগের বারাণ্ডায় চিক্ পড়েছে। তার ভিতর মেয়েরা খুদে খুদে ছেলে পিলে নিয়ে পুথি শুন্তে বসেছে। দোলগোবিন্দোর মা কাণে কালা। তিনি কেবল কথক যে ছাগলের মত করে মুখ খানি নাড়েন তাই দেখ্তে এসেছেন। রামির মা কোলের মেয়েটী নিয়ে এসেছে, মেয়েটী এক একবার চীৎকার করে কাঁদ্চে, রামির মা, তাকে শান্ত করবার চেষ্টা পাচ্চে, মেয়েটী কিছুতেই চুপ করে না দেখে শেষকালে তাকে উর্জ্জং বহন্তি দিচ্চে, মেয়েটী মার খেয়ে আরও চীৎকার কর্‌ছে। আর আর মেয়েরা তাতে বিরক্ত হয়ে রামির মাকে উঠিয়ে দিলে।

কথক মহাশয় ক্রমে পঞ্চমে "জীব্‌রে! ওরে কলির জীব! বহু পুঞ্জ পুঞ্জ পুণ্য ফলে এই মানব দেহ পেয়েছ জীব্‌রে! তাতে, ধরামরাণাং ব্রাহ্মণানাং মুখে, যিনি চোব্য, চূষ্য, লেহ্য, পেয় চাতুর্ব্বিধ মিষ্টান্ন ভোজন না করালেন, তেষাং বৃথা জন্ম নরাধমানাং" বলে গলা ছেড়ে দিলেন।

পূর্ব্ব পূর্ব্ব দিন পিঠের বুড়ির কথা, বারোহাত কাঁকুড়ের ত্যার হাত বিচি প্রভৃতি কথাগুলি হয়ে গিয়েছে। আজি হুকুমচাঁদের উপাখ্যান হবে।

বকেশ্বর ব্রাহ্মণেভ্যো নমঃ, কথ্যতে কথ্যতাং বলে পুরাণ আরম্ভ করলেন।

প্রথম বয়ান।

—০০—

হুকুমচাঁদ উবাচ। হুকুমচাঁদ কহিতেছেন।

পাঠকগণ! একবার আমার জীবনচরিতের প্রতি দৃষ্টি-পাত করুন। আমি স্বয়ংই আত্ম জীবন বৃত্তান্ত লিখ্‌ছি। আমি ১৭৩৩ শকে চিন্তানগরে জন্মগ্রহণ করি। চিন্তানগ-রটী বিলক্ষণ গণ্ডগ্রাম, নোদে জেলার সামিল। বল্‌তে কি, আমি জন্মগ্রহণ করাতে গ্রামটীর আরও মান বৃদ্ধি হয়েছে। আমার পিতা এক জন সদ্বংশজাত ভদ্রলোক। তবে কি জানেন এতাদৃশ পুত্ররত্নকে জন্ম দিয়েছেন বলেই যে কিছু কেউ বিবেচনা কর্‌তে পারেন। আমার বয়স বড় জেয়াদা নয়। ১৭৩৩ শকে জন্ম হলেও এক্ষণে আমি উনপঞ্চাশ ও বাহাত্তরের মধ্যে আছি।

আমারত জন্ম হলো। জন্ম মাত্রেই আমি গাধার ডাক ডেকে উঠ্‌লেম। এতাদৃশ লোক পৃথিবীতে অবতীর্ণ হলেন তাই জান্তে পেরেই পাতালের বাসুকির মাথা কেঁপে উঠ্‌লো। অম্‌নি, ঘনঘন ভূমিকম্প হতে লাগ্‌লো। আবার কতকগুলি উল্‌কাপাতও হলো। চিন্তানগরে একটী ধনীলোক ছিলেন। তিনি গ্রামস্থ সকলকেই কষ্ট

দিতেন। আমার জন্ম হলে তাঁর পুত্রের মস্তকে বজ্রাঘাত হলো।

এই সকল শুভ লক্ষণ দেখে গ্রহাচার্য্য ও গ্রামের ভদ্র ভদ্র লোকেরা আমাকে ক্ষণজন্মা বলে কতই প্রশংসা কর্‌তে লাগ্‌লো। এক জন গৃহাচার্য্য এসে আমার কুষ্টি প্রস্তুত কর্‌লেন। গণনায় মেষ কি বৃষ রাশ্‌ স্থির হয়েছিলো কুষ্টি খানি হারিয়ে যাওয়াতে তা ঠিক্‌ পাবার জো নাই, যা হোক্‌ নষ্ট কুষ্টি উদ্ধারের মতে বৃষরাশ্‌ই স্থির হয়ে ছিলো। রাশ্‌ অনুসারে আমার নাম রাখ্‌তে দৈবজ্ঞ ভায়ার কাল্‌ ঘাম ছুটে ছিলো। তিনি অমরকোষ প্রভৃতি আঠারো খানি সংস্কৃত অভিধান এবং রাধাকান্তের শব্দকল্পদ্রুম তন্ন তন্ন করেও যুতমত একটী নাম পেলেন না। এই সকল অভিধানে পাওয়া গ্যালো না বলেই বাঙ্গালা অভিধানগুলো তল্লাস করা হলো না।

তার পর, দৈবজ্ঞি ঠাকুর আদাড়, ভাগাড়, গু, গোবর খুঁজে ব্যাড়ালেন বটে, কিন্তু শ্রীমানের নাম পাওয়া বড় সহজ কথা নয়। তার পর, ঠান্‌দিদী অনেক ভেবে চিন্তে যে নামটী রেখেছেন তা প্রকাশ করা হবে না। পাঠকগণ! সে নামটী শোনা বড় কঠিন। দর্শনী না পেলে নাম বল্‌বো না। না, পাঠকগণ নাম শুন্‌বার জন্য আমার সঙ্গে অনেক দূর এসেছেন। পাঠকগণ! তবে ফুল হাতে করুন। আমি নাম বলি। সে নামটী "হুকুমচাঁদ"। কেমন? এ নামটী নূতন রকমের কি না?

কেবল হুতুমচাঁদ নয়। যেমন, কেষ্ণের শতনাম। আমার নামও তাহতে জেয়াদা বই বড় কম হবে না? আমার বয়স যত বেশী হতে লাগ্‌লো, তার সঙ্গে সঙ্গে নামও তত বেড়ে উঠ্‌লো। সেই বাড়্‌তি নাম গুলি এক জনের রাখা নয়। গ্রামের ও বাড়ির ছেলেয়, বুড়োয়, ঐ নাম গুলি রেখেছিলো। অনেক দিনের কথা বলে সকল নাম গুলি মনে নাই; ফলতঃ আমার দৌলতে অনেক পশু পক্ষীর নাম পবিত্র হয়েছে। তার মধ্যের বড় বড় গোটা কতক বলে গেলেই পাঠকেরা সে নাম গুলির "বিউটি" বুঝ্‌তে পারবেন। প্রথম প্রথম গরু, গাধা, শূয়োর, ভ্যাড়া, ছাগল, পাঁঠা, বানর, উল্লুক প্রভৃতি নাম বেরুলো। ছুঁচো, পাজি প্রভৃতি ক্ষুদ্র জীবের নাম বল্লেও হয় আর না বল্লেও চলে। পাঠকেরা তা সহজেই বুঝে নেবেন। পাখীর নাম বাঁকি রৈলো, পাঠকেরা ভাব্‌ছেন বুঝি পাখীর নাম পবিত্র হয় নি। ভয় নাই পাঠকগণ! বড় দিদী, "হুতুম" "শগুন্" প্রভৃতি নাম রেখে আগেই আপনাদের সকল ভাবনা শেষ করে রেখেছেন।

পাঠকগণ! আমার নাম গুলি অধিক করে লিখ্‌লাম বলে আপনারা চট্‌বেন না। বিবেচনা করে দেখ্‌লে নামের জন্যই সকল। যিনি যা করেন নামটী বিখ্যাত করাই সকলের উদ্দেশ্য। যখন লোকেরা শ্রমোপার্জ্জিত অর্থরাশি দিয়াও নাম কিন্‌তে যত্ন করেন; তখন আমি মাঙনা এত গুলি নাম পেয়েছি তা ছাড়্‌বো কেন? এখনিই যে আমার নামের শেষ হলো তা নয়। আরও

কতক গুলি বাঁকি আছে। কেবল আমার এই আক্ষেপ থাক্‌লো, আমি মর্‌লে পরে যে আমার কি নাম হবে সেইটে পাঠকদিগকে জানাতে পার্‌লাম না। অন্যান্য লোকে মর্‌লে পরে যে নাম প্রাপ্ত হন আমি জীবিত থাক্‌তে থাক্‌তেই সে গুলি অধিকার করেছি। সে দিন বড়-জ্যাঠামশাই আদর করে, ভূত, প্রেত প্রভৃতি কতক গুলি নাম দিয়েছেন। আর এক দিন আমার বড় ভগ্‌নী-পতি আহ্নিক কর্‌ছেন, সাম্‌নে একখানা রেকাবিতে জল খাবার সাজান আছে। আমি কাছে বসে আছি। মুখু-য্যে একটী জলের ধারা দিয়ে হুং হাং প্রভৃতি কি বক্‌তে বক্‌তে আঙুল মট্‌কাতে লাগ্‌লেন্, তার পর খানিক ক্ষণ-ধরে গালে মুখে চড়ালেন্; শেষে আর একটী জলের ধারা দিয়ে যেমন চোক বুজেছেন্, অম্নি আমি রেকাবি খানি শুদ্ধ জল খাবার গুলি নিয়ে দৌড় মার্‌লাম। বড় বউ তা টের পেয়ে আমার একটী নাম রাখ্‌লেন, সেই নামটি "রাক্ষস"। এই নামকরণের সময় বড়বউ রেগে, অনেকবার হাত নেড়ে ও মুখ ঘুরিয়ে সমন্ত্রক নাম বারম্বার উচ্চারণ করেছিলেন।

এমন রত্নছেলেকে গর্ভে ধারণ করে ছিলেন বলে মারও কিঞ্চিৎ পুরস্কার হওয়া উচিত। কিন্তু, একে মা, তাতে বয়সের বড়, সুতরাং আমি কিছু বল্‌লাম না। কেবল মধ্যে মধ্যে পথে ছাগি বলে তাঁর যে কিছু লাভ হয়। কথায় বলে, "যত কর আপনার, পথে ছাগো বাপ মার"।

আমার বয়স তিন বৎসর হয়ে উঠ্‌লো। মা বাপের কাছে আব্‌দার করতে লাগ্‌লাম। অম্বলে হাগ্‌বো আর জ্যোস্না রাত্রে রোদে পিট দিয়ে ভাত খাবো বলে কাঁদ্‌তাম। কখন, রোদের আগা, বাতাসের গোড়া, আকাশের ফুল, জলের শিকড়, ও ঢেঁকির রক্ত এনে দে বলে মার মাথার চুল গুলি ছিঁড়্‌তাম।

বাল্যকাল বড় সুখের কাল; কোন ভাবনা নাই, চিন্তে নাই। মনে যা আস্‌তো তাই কর্‌তাম, মুখে যা আস্‌তো তাই বল্‌তাম, তাতে লোকে বড় একটা নোটিস নিত না।

দুই একদিন বড় জ্যাটামশয় বল্‌তেন, "ছেলেটা বড় বানর হবে" কিন্তু পিসীমা আমার গায়ে হাত বুলিয়ে বলতেন, "সেটের বাছা! বড় হলে এত দুষ্টুমি থাক্‌বে না। ছোট কালে সকল ছেলেই ঐ রকম থাকে। হুকুম চাঁদ ত আমার সোণা! যদি সরকারদের রামকে দ্যাখো তবে কি, বলো!!" জ্যাঠামশয়, পিসীমার এই কথা শুনে, না রাম, না গঙ্গা, কিছুই বল্‌তেন না। "একে মনসা তাতে ধুনোর গন্ধ" আমি পিসীমার হুকুম পেয়ে আরও এক গদ বাড়িয়ে দিতাম। আমার পিতামহ অত্যন্ত প্রাচীন হয়ে ছিলেন, চুল গুলি উঠে যাওয়াতে মাথাটী ঠিক যেন পাকাতালটী। দুটী হেঁটোর মধ্যে মাথাটী দিয়ে খক্‌ খক্‌ কোরে কাশ্‌চেন। আমি লাফাতে লাফাতে তাঁর কাছে গেলাম্‌। তিনি আমাকে বড় একটা ভাল বাস্‌তেন না, সুতরাং আমাকে দেখ্‌তে পেয়েই দূর দূর

করে উঠ্‌লেন্। আমি তাঁর মুখের উপর বাতকর্ম্ম করে দিয়ে একটু তফাতে গিয়ে দাঁড়ালাম। তিনি গালি দিতে লাগ্‌লেন, আমি কলা দ্যাখাতে দ্যাখাতে মার কাছে চলে গ্যালাম্।

ক্রমে বয়সের সহিত বাঁদরামিও বাড়্‌তে লাগ্‌লো। কোন দিন রাস্তার লোককে ইট ছুড়ি, কোন দিন আমাদের পুকুরে যারা জল নিতে এসে তাদের কলসী ভেঙ্গে দেই। এই প্রকারে গ্রামস্থ আপামর সাধারণ সকল লোকের নিকটেই বিলক্ষণ পরিচিত হয়ে উঠলেম্। এত অল্প বয়সে আমার এরূপ অালোক সামান্য গুণগ্রাম দেখে আবাল বৃদ্ধ সকলেই প্রশংসা কর্‌তে লাগ্‌লো। আমি এরূপ অসীম গুণগ্রামে মণ্ডিত হওয়াতে আমার পিতারও একটী মহৎ দোষ সংশোধন হয়ে উঠ্‌লো। পূর্ব্বে, পূর্ব্বে, অন্য কাহারও ছেলে পিলে কিছু বেদাঁড়া গোছে চল্‌তে দেখলে বাবা দেশে দেশে সেই ছেলের প্রশংসা করে ব্যাড়াতেন। এখন এক মুখে আপন কুল-প্রদীপের প্রশংসা করতেই অবকাশ পান না, তা অন্যের ছেলের কি যশোগান কর্‌বেন।

একদিন মা একটী কানায়ে তোলো ভাত চড়িয়েছেন, ভাতগুলি টগ বগ করে ফুট্‌ছে। এমন সময় আমি লা-ফাতে লাফাতে পাকের ঘরে গেলাম। মা আমাকে স্নেহ ভরে দূর দূর করে মার্‌তে এলেন। আমি একখানি এগার-ইঞ্চির ফরমা নিয়ে ভাতের হাড়িতে ছুড়লাম। হাঁড়িটী ভেঙ্গে গ্যালো। ফ্যান শুদ্ধ ভাত ঘরের মেজেতে ঢেউ

খেলাতে লাগ্‌লো। ইচ্ছাছিল খানিক ক্ষণ এই তামাসা দাঁড়িয়ে দেখি। কিন্তু কি করি? মা একেকালে খ্যাংরা নিয়ে তাড়িয়ে এলেন। কাজে কাজেই আমাকে দৌড়ে পালাতে হলো। আজি আর রক্ষে নেই! যেখানে যে দুষ্টুমি করি না কেন, মার কাছে পালালেই সব হজম হতো। আজি সেই মা ই তাড়া দিলেন। দৌড়ে পিসীমার কাছে গেলাম। আগের দিন তাঁরও জপের মালাটী গুর উপরে ফেলে দিয়েছিলাম। তিনিও আমাকে দেখে তাড়িয়ে মার্‌তে এলেন্। তার পর, আর কিছু দিশে বিশে না পেয়ে পাড়ার লোকের আশ্রয় নিতে গেলাম্। আমাদের দরজার সাম্‌নে খানিক পতিত জমি ছিলো। কতক গুলি উনুপাঁজুড়ে ছেলে সেখানে ডু, ডু, ও চন্দ্রকোট খেল্‌ছে। যেমন "কাগের পিছে ফিঙে লাগে" তেমনি তারা আমাকে দেখে তাড়া কল্লে। আমি গ্রামের উত্তর দক্ষিণ পূব পশ্চিম সকল পাড়া ঘুর্‌লাম, কিন্তু আশ্রয় পাওয়া দূরে থাকুক বরং যে পাড়ায় যাই সেই পাড়া হতেই নতুন নতুন দশ বারোজন করে ছেলে পেছুনে লাগে। প্রায় ত্রিশ চল্লিশ জন ছেলে আমার পিছে তাড়া তাড়ি কর্‌তে লাগ্‌লো। আমি গ্রাম ছেড়ে মাঠে বেরুলাম্। বলে "যাকে দেখে পলাও তুমি সেই দেবতা আমি" মাঠে কতক গুলো রাখাল, গরু চরাতে ছিল। তারাও ঐ তাড়াতাড়ি দেখে আমাকে তাড়া কল্লে। আমিও অনেক কষ্টে দৌড়ে মাঠের মাঝখানে গিয়ে উপস্থিত হলেম্। ছেলে গুলো পরিশ্রান্ত

হয়ে ফিরে গ্যালো। আমার হাড়ে বাতাস্ লাগ্‌লো।

সাম্‌নে নিশ্চিন্তপুর নামে একখানি গ্রাম। আজি সেই গ্রামখানি আমার পক্ষে যথার্থই নিশ্চিন্তপুর জ্ঞান হতে লাগ্‌লো। নানা প্রকার ভাব্‌তে ভাব্‌তে গ্রামের প্রান্তে গিয়ে উপস্থিত হলাম্। সেই স্থানে দেখি কি! একটী গাছে জাম পেকে রয়েছে। আর আমাকে কে পায়! মনের মধ্যে যে সকল দুর্ভাবনা হয়েছিল, পাকা জাম দেখে সে সকলই দূর হয়ে গ্যালো। পরনে কাপড় ছিলনা। মা, যে, ওষুধের মাদুলী, জালের কাঁটি, ও জুগ্‌নি চক্রের বিচি গলায় বেঁধে দিয়ে ছিলেন; কাল রাত্তিরে সব ছিঁড়ে ফেলেছি। প্রাতঃকালে গায়ে কালী মেখে বানর সেজে ছিলাম্। (সাজা—বাড়ার ভাগ ঈশ্বরই সাজিয়ে রেখেছেন) দৌড়াদৌড়ি করাতে ঘর্ম্ম হয়ে সেই কালী পাকা রঙের মতন সর্ব্বাঙ্গে লেপটিয়ে লেগে গেছে। যেমন বানর গুলো লাফিয়ে লাফিয়ে গাছে ওঠে, তেমনি তিন লাফে জাম গাছের আগডালে উঠ্‌লেম্। গাছে কতক গুলো কাক ছিলো, তারা আমার তৎকালের সেই চেহারা দেখে কা কা করে উড়ে গ্যালো। আমি গাছে বসে জাম খেয়ে বগল্ বাজাতে লাগ্‌লাম। ক্রমে সেই গ্রামের দুই চারিটী ছেলে সেখানে জাম কুড়ুতে এলো। তারা আমার ভঙ্গী রঙ্গী দেখে ও নানা প্রকার ডাক্ ডোক্ শুনে আমাকে একটী নতুন জন্তু স্থির কল্লে। কেউ বলে ওটা নীলবানর। কেউ বলে তা নয় রাজারা যে উল্লুকটো ছেড়ে দিয়েছে ওটা বুঝি সেইটেই

হবে, আর একজন বল্লে না হে না! সুঁদোর বন থেকে যে নতুন জানোয়ার টা এসেছে, আজি সকালে ও পাড়ার কাদামল্লিক যেটার কথা বল্‌তে ছিলো ওটা সেই জানো-য়ার না হয়ে যায় না। 'তোমরা যে উল্লুক উল্লুক কর্‌চো, আমি কি উল্লুক দেখি নাই? উল্লুক হলে ওটার সিং থাক্‌তো,, এই কথা শুনে আর একজন বল্লে, হাঁ তোমার কথাই ঠিক্, ঐ যে সেবার তুমি আর আমি রাজবাড়ি উল্লুক দেখ্‌তে গিছিলাম্। উল্লুক সিং ঘুরিয়ে কেমন নাচ্‌তে লাগ্‌লো, কেমন সত্যি না মিথ্যে। আর একটী ছেলে বল্লে, ইয়েস্, ঠিক বলেছো।

ছেলেরা নীচে দাড়িয়ে এমনি নানা রকমের কথা বার্ত্তা বল্‌ছে, কিন্তু আমার তাতে ভ্রূক্ষেপও নাই। কখন রাধা কেষ্ট পড়্‌ছি, কখন শেয়াল কুকুর প্রভৃতির ডাক ডাকচি, কখন লাফদিয়ে এ ডাল থেকে ও ডালে যাচ্চি। ক্রমে ক্রমে গাছ তলায় প্রায় ত্রিশ চল্লিশ জন লোক তামাসা দেখ্‌তে এসে জুট্‌লো। কেউ আমাকে ডেকে বল্লে ওরে বানর! দুটো জাম দিবি?। আমি কতক গুলো জাম ফেলে দিলাম্, কেউ বলে বানর! এবার কলির ভাল হবে?। আমি গলা ভাঙা সুরে বল্লেম্ " হবে! "। তার পর, দেখ্‌লাম, আমার নীচে অনেক গুলি লোক দাড়িয়ে আছে। আর কোথা যাবি? তাদের মাথায় পেচ্ছাপ করে দিলাম। তারা সকলেই হেসে উঠ্‌লো। কেউ কেউ (যাদের গায়ে অধিক পোড়েছিল) স্নান কত্তে গ্যালো। এদিগে ব্যালাও বড় যেয়াদা নাই। বাড়ির

সকলেই আমাকে না দেখে ব্যস্ত হয়েছে। আমাকে খুঁজ্‌তে চারিদিগে লোক ছুটেছে। রাম সিঙ নিশ্চিন্ত-পুরের দিগে এসেছে। রাম সিঙ বড় পালোয়ান্। দুটো বাঘ হাত দে মেরেছি, রামুর লড়াই এক্‌লা ফতে করেছি, বলে গল্প করা আছে। ছোট কালে পিলে হয়ে ছিলো, সেই জন্য পেটে একটা দাগ দেওয়া হয়, সেই দাগটা লাহোরের লড়াইতে তোপের গুলি লেগেছিলো বলে লোক্‌কে দেখান হয়। বাড়ি লক্ষ্ণৌছে তিন মঞ্জিল পছোঁ। কিন্তু অনুসন্ধান কর্‌লে ভোজপুরের ওদিগে যেতে হয় না। চারি টাকা মাসিক বেতন। পাঁচ দিন পরে এক সন্ধ্যা আহার করা আছে। হাজার টাকা না জম্‌লে প্রতি দিন খাওয়া হবে না। রাত্তিরে চোখে দেখ্‌তে পান্ না। পাঁচসের ওজনে দুটী মুগুর আছে (গায়ে ভারি জোর) অবকাশ নাই বলে তা ভাঁজা হয় না। দুই এক দিন হাঁট্‌তেও কষ্ট হয়। না হবেই বা কেন?। পশ্চিমে হাড়্ বাঙলায় এলেই বাতে ধরে। রামসিং আমাকে নিশ্চিন্তপুরে খুঁজ্‌তে শুন্‌লেন, জাম গাছে একটা নতুন জানায়ার এসেছে। তিনি সেই নতুন জানোয়ার দেখ্‌বার জন্য জাম তলায় এলেন্। এসে দ্যাখেন যে, তিনি, যে জানোয়ারের তল্লাস কর্‌ছেন গাছে সেইটেই বসে আছে।

রামসিং আমাকে নাম্‌তে বল্লে। আমিও ভয়ে ভয়ে নেমে পড়্‌লেম্। অন্যান্য দর্শকেরা বোধ কল্লে এটা রামসিঙেরই পোষা পশু। কেউ কেউ তারিপ করে

বল্‌তে লাগ্‌লো, দেখ দেখি কেমন পোষ মেনেছে?। যেমন্ নাম্‌তে বল্লে, অম্নি নেমে এলো। কেউ কেউ রামসিঙ্‌কে জিজ্ঞাসা কর্‌লে এটা কত্‌কের খরিদ?। রামসিঙ্ তাদিগকে তাড়িয়ে দিয়ে বল্লে, " চোপরও! এয়াছা বাত মৎ কহো! এঠো কত্তাবাবুকো বেটা!। তখন আমি দেমাকে ফুলে উঠ্‌লাম্। আমি বড় মানসের ছেলে শুনে সকল লোকেই আমাকে দেখ্‌তে এলো। আমি তাদিগকে মুখ ভেঙ্‌চিয়ে পা দ্যাখাতে লাগ্‌লাম। রামসিঙ আমাকে আড় কোলা করে নিয়ে বাড়ির দিগে চল্লো। আমি সন্ধি পূজোর পাঁঠার মতন কাঁপ্‌তে লাগ্‌লাম। না জানি আজি কপালে কি আছে?। কিন্তু বাড়ি গেলে কেউ কিছু বল্লে না। কেবল একলা গিয়েছিলাম বলে সকলেই গাল্ দিতে লাগ্‌লো। পিসীমা এক ঘটি জল এনে বক্‌তে বক্‌তে গা ধুইয়ে দিলেন্। তার পর গাণ্ডে পিণ্ডে আহার করে নিদ্রা গেলাম্। আজ্‌কার মত পৃথিবীও ঠাণ্ডা হলেন।

রাত ভোর হলো। অম্নি শয়তান্ কুকুরের কাঁদে থেকে নেমে আমার ঘাড়ে চড়্‌লেন। শয়তান রেতে কুকুরের ঘাড়ে চাপেন্, আর দিনের ব্যালায়, হাড় হাবাতে ত্রিপুণ্ড্র ছেলেদের স্কন্ধে ভর করেন্। কিন্তু আমাকে নাকি সকলেই ভাল বাসে। যে একবার দেখেছে, সে কখনই ভুল্‌তে পারে না। শয়তান্ কোন কোন দিন আমার মায়ায় মুগ্ধ হয়ে আমাকে ছেড়ে যেতে পার্‌তেন্ না। সুতরাং একপা কুকুরের ঘাড়ে আর এক পা

আমার ঘাড়ে দিয়ে সারা রাত্তির বসে থাক্‌তেন্। আমিও সারারাত ধেই ধেই করে নেচে ব্যাড়াতাম্। বাড়ির লোকের কথা দূরে থাবুক আমার জ্বালায় পাড়ার লোকেও রেতে চোক বুজতে পেতোনা।

সময়ের গতি জলের স্রোতের ন্যায়। জল যেমন স্রোত বহিয়া যাইতেছে, সময়ও সেইরূপ। বরং জলের স্রোতকে ফিরাইয়া দেওয়া যায় অথবা কৌশল দ্বারা বন্ধ করা যাইতে পারে। কিন্তু সময়ের গতিকে বন্ধ করিতে, কি ফিরাইয়া আনিতে কাহারও ক্ষমতা নাই। এ বিষয়ে বিজ্ঞান-শাস্ত্র হার মেনেছে।

যাদিগের মনে সুখ নাই, অথবা যারা নিষ্কর্ম্মা হয়ে বসে থাকে, সময় বিশ্বম্ভর মূর্ত্তি ধরে তাদিগের ঘাড়ে চাপেন্। তারা আট্‌পোর কালকে কতই দীর্ঘ মনে করে। কিন্তু যারা আলস্যের মাথায় পা দিয়ে কোন কর্ম্মে থাকে, কি যাদের মনে সুখ আছে, তারা কোন্‌দিগ দিয়ে দিন রাত্রি যাচ্ছে তা দেখ্‌তেও পায় না। পুরাণে লেখে নন্দঘোষ একাদশীর উপুস্ করে ছিলেন। তিনি সন্ধার পরই ভোর হলো কি না অনুসন্ধান কর্‌তে আরম্ভ করে যখন শুনলেন্, রাত্রি এক পহরও হয় নাই, তখন নিশ্বাস ছেড়ে বলেছিলেন্ " সেই রাত প্রভাত হবে কিন্তু আমি বেঁচে থাক্‌তে নয় "।

আর একটী গল্প আছে, কতকগুলি মাতাল এক জায়গায় জমে মদ খেয়ে সারারাত্তির গান বাজনা কর্-ছেন্। আসরটী সরগরম হয়েছে। এর মধ্যে একজন

মাতাল বল্লে রাত্ নাই ভোর হয়েছে। ঐ শোন! পাকি ডাক্ছে। আর একজন মাতাল বল্লে সে কি বাবা? তা হতে পারে না! আজ্কার রাত কে প্রভাত হতে দেওয়া হবে না। তুমি ভালো করে দরজা বন্দ কর, আর পাখি দিগকে ডাক্তে বারণ করে দ্যাও। সে বলে, আর রাত্‌-কে প্রভাত হতে দেবে না? ঐ দ্যাখো! রোদ্দুর উঠেছে। এখনকার পোষ মেসে রাত্তির বড় ছোট। দেখ্তে দেখ্তে ভোর হয়ে যায়।

যা হোক, সময় বড় দামী জিনিষ। সময়কে মিছা মিছি নষ্ট করা উচিত নয়। আমি যে সময় কে বৃথা ব্যয় করি, একথা একজনও বল্তে পার্বেন না। আমি কখন বাঁদরামি করে, কখন ঘুমিয়ে, কখন তাস পিটে এক রকম না এক রকমে সময়কে সার্থক ব্যয়ই করে থাকি।

লোকে বল্তেই বলে বৎসর নয় যেন জন। আমি সেটের কোলে পা দিয়ে পাঁচ বছরে পড়্লেম। পাচ বছর বয়স হলো বলে পঞ্চানন, জুজু বুড়ি, পেচো, ডান্ প্রভৃতি অপদেবতার হাত থেকে এড়ালেম বটে, কিন্তু বাবার হাত থেকে এড়াতে পার্লেম না। তিনি ভালো দিন দেখিয়ে আমার হাতেখড়ি দিলেন্। আমার বুদ্ধি খানা চিরকালই চিকণ। এমন কি চোখে দ্যাখা যায় না। হাতেখড়ি হলে সেই সূক্ষ্ম বুদ্ধির জোরে কিছু দিন দাগাই লিখ্তে লাগ্লাম।

আমাদের গাঁয়ে পাঠশালা ছিল না। সন্তান সন্ততিকে বিদ্যা শিক্ষা করান পূর্ব্বে কেউ কর্ত্তব্য কর্ম্ম বলে

জান্‌তো না। অনেক ভদ্রলোকের ছেলেই খ্যালা করে ব্যাড়াতো। সুতরাং যাবৎ জীবন মুর্খ হয়ে থাক্‌তো। এখনও ভদ্রলোকের ঘরে ক অক্ষর মহা মাংস অনেক লোক আছে। পূর্ব্বেই বলা গিয়েছে, চিন্তা নগরের নিকট নিশ্চিন্ত পুর নামে একখানি গ্রাম আছে। নিশ্চিন্ত পুর বড় ছোট গ্রাম নয়। সেখানে অপরাপর জাত্‌ ছাড়া, ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও বৈদ্য প্রায় পাঁচ শত ঘর লোক হবে। নিশ্চিন্তপুরের বাঁড়ুয্যেদের বাড়িতে কোথা থেকে এক-খানা পত্র এসেছিলো। গ্রামের মধ্যে যে দুই এক জন লেখা পড়া জান্‌তেন তাঁরা অনেক পরিশ্রম করেও সে পত্র খানি বুঝতে পার্‌লেন না। পত্র খানিতে যুক্তাক্ষর ও ফলা বানান ঘটিত অনেক শব্দ ছিলো। সেকালের লোকের বর্ণাশুদ্ধির দিগে বড় একটা দৃষ্টি ছিলোনা। এখনও বিষয়ী লোকেরা বর্গীয় "জ" দন্ত্য " ন" দন্ত্য "স" মৌরসী জোৎ নিয়েছেন। কেউ কেউ বা সাজিয়ে লেখবার জন্যে সকল গুলি অক্ষরই ব্যবহার করে থাকেন, কিন্তু ঢেঁকি লিখ্‌তে যে মুর্দ্ধন্য ষ লাগে সেদিগে বড় একটা নজর নাই। বিশেষতঃ পদ্মাপেরে বাঙাল ভা-য়ারা আরও কিছু সুলেখক। তাঁরা লিখ্‌তে লেখেন বগবতী আর পড়্‌তে পড়েন ভগবতী। ড়, ঢ়; এবং চন্দ্র বিন্দুর সহিত মামা শশুর ভাগ্‌নে বউ সম্পর্ক। তাঁরা যখন বাড়িতে যান্‌ তখন জলে গেলেন্‌ কি ঘরে গেলেন্‌ তা জান্‌বার জন্যে হয় জ্যোতিঃশাস্ত্র পড়ো, আর নয় পেছু পেছু যাও।

বিদ্যা শিক্ষা কর্ত্তব্য কর্ম্ম বলে জ্ঞান না থাকাতেই পাঠশালা প্রভৃতি ছিলনা। কখন কখন দুই একজন গুরু মশয় দুই একগ্রামে পাঠশালা খুলে বস্‌তেন। বিশ ত্রিশ জন বালক পাত তাড়ি নিয়ে সকালে বিকালে পাঠশালায় যেতো। শেষে যখন মাস্‌টী পূর্ণ হতো, তখন গুরু মশয়ও প্রত্যেক ছাত্রের নিকট এক এক আনা মাইনে চাইতেন। পয়সা দিবার ভয়ে আত্মীয়েরা বালকদিগকে পাঠশালায় পাঠাত না, গুরু মশয় পর মাসের দুই চার্‌ দিন্‌ দেখে, তার পর, চম্পট মুদ্রা দেখাতেন। আমাদের গ্রামে পূর্ব্বে যে গুরুমশয়টী ছিলেন, তিনি গত বৎসর মাইনের হ্যাঙ্গামায় পলাতক হয়েছেন। প্রায় দশ এগার মাস চিন্তানগরে আর কোন গুরুমশয়ের পদার্পণ হয় নাই। সুতরাং পাঠশালাও নাই। সন ১২৩০ শালের বর্ষায় দামোদরে ভারি বান্‌ হয়েছিল। সেই বানে বর্দ্ধমান জেলাটা হাজা হয়। তাতে কিছুমাত্র শস্য হয় নাই। ফসলগুলি সব ডুবে গিয়েছিলো। মান্‌করের প্যালারাম বিশ্বেস যে কয়েক বিঘে জমিতে আপন হাতে চাস করে ধান বুনেছিলেন, বানের জলে সে সকল নষ্ট হয়ে গ্যাছে। বিশ্বেস মশয় পেটের জ্বালায় হা অন্ন! হা অন্ন! করে দেশ বিদেশ ঘুরে ব্যাড়ালেন। কিন্তু কোন খানেই কিছু সুবিধা হলোনা। দোগাছির রাধানাথ মুখুয্যেদের বাড়িতে গত রাত্তিরে অতিথি হয়েছিলেন। ভোর ব্যালা যখন উঠে এলেন তখন মনের ভুলে মুখুয্যেদের একটা ঘটি, এক খানা কম্বল আর এক যোড়া

জুতো অসাক্ষ্যাতে চেয়ে আনা হলো। পাপ কল্লে মনে একটা ধুগ্‌ধুগি হয়। বিশ্বাসজীরও পথে এসে সেই মনের ভুলের দরুন্ মনটা বড় গুর্‌গুর্ কর্‌তে লাগলো। শেষে "অসাক্ষ্যাতে চেয়ে এনেছি এতে দোষ কি?" বলে, অন্তঃকরণকে বুঝাতে লাগ্‌লেন।

ব্যালা দুপোর হয়েছে। আমরা ভাত খেয়ে দরজায় বসে মরণাপন্ন সিঙ প্রভৃতি দরওয়ান্‌দিগকে ঘাঁটাচ্ছি। এমন সময় বিশ্বাসজী পর্‌নে এক খানা ময়লা ধুতি মাথায় গামছা, তো করা কম্বলখানি কাঁধে, পিঠে একটা পিটবোচকা, তার মধ্যে চোরা ঘটী ও জুতো যোড়াটী মুখ বের করে হাস্‌ছে। ডান্ হাতে এক খানা বাঁসের লাঠি, তার মধ্যে ছটাকখানাক তেলও আছে, এসে উপস্থিত হলেন। বিশ্বাসজীর চেহারাটীও অতি সুন্দর। রঙটী পাকা নিষ্কালী। মুখে এক যোড়া মৈশেসিঙে মোচ আছে, দেখ্‌লে বোধ হয়, ঠিক যেন বুট জুতোর উপর ফিতে বাঁধা রয়েছে। নাকটি খাঁদা। বাঁ পায়ে গোদ। ডান্ চকের উপরে একটী আব। সাত জন্ম ধোপা নাপিতের সঙ্গে দ্যাখা সাক্ষাৎ নাই। কাণে কিছু খাটো শোনেন। দেখে বোধ করলেম বুঝি জেল থেকে এক বেটা কয়েদী পালিয়ে এসেছে। আমার একটী ছোট ভাই দরজায় বসে খ্যালা কর্‌তেছিলো। সে বিশ্বাসজীর চেহারা দেখে আভঙ্গে চীৎকার করে উঠ্‌লো, বিশ্বাসজীকে দেখে কয়েকটা কুকুর ঘেউ ঘেউ কর্‌তে লাগ্‌লো। বিশ্বা-

সজী তাহাদিগকে থাক্ থাক্ বল্তে বল্তে এসে দরও-য়ানদিগের নিকট বল্লেন "আমি অতিথি"।

দরওয়ানেরা বস্তে আসন দিয়ে এক ছিলিম তমাক দিলে। বিশ্বাসজী তমাক খেয়ে স্নান করে এলেন। মুখুয্যে চাট্টে ভাত, খানিক ডাল আর তরকারি দিলেন। বিশ্বাসজী অল্প ভাত দেখেই চটেছেন। জিজ্ঞাসা কর্লেন, আর ভাত আছে কি না? মুখুয্যে বল্লেন তুমি খাওনা। যত ভাত লাগে দেবো এখনি। একথায় বিশ্বাসজীর বিশ্বাস হলো না, তিনি আরও কতকগুলো ভাত নিয়ে গাণ্ডে পিণ্ডে আহার করে বিশ্রাম করতে লাগলেন।

পাড়াগেঁয়ে ভদ্রলোকেরা সকাল হতে দুপোর পর্য্যন্ত বাড়ির কর্ম্মকাজ্ করেন। তার পর, স্নান আহ্নিকেই আড়াই পর উৎরে যায়। প্রায় অপরাহ্ণেই ভোজন হয়ে থাকে। ভোজনের পর কেউ নিদ্রা যান্, আর কেউবা তাস, পাশা ও সতরঞ্চি খ্যালা করেন। কোন কোন দিন খ্যালায় আড়ি পড়্লে প্রদীপ জ্বালাও হয়ে থাকে। বাবা ভাত খেয়ে শুয়েছিলেন। সন্ধ্যার সময় নিদ্রা ভঙ্গ হলো। চোক্ দুটো জবা ফুলের মতন রাঙ্গা ভগ্ ভগ্ কর্‌ছে। বিছানা থেকে উঠেই এক কল্‌কে তমাক পোড়ালেন। কল্‌কেটা চট্ চট্ করতে লাগলো। ঠিক্‌রি আদায় হলো। বোধ কর্‌লাম, যে দোকানি বেটা তমাক্ বেচে-ছিল, হুঁকোর সড়কের সঙ্গে তাকেও টান পোড়ে থা-ক্‌বে। বাবা এই রূপে তামাক খেয়ে হাত মুখ ধুয়ে এলেন। সায়ং সন্ধ্যার পর বৈঠকখানায় মজলিস্ হলো।

পাড়ার আরও জন কয়েক নিষ্কর্ম্মা লোক এসে জুটলো। রাজা, বাদসা, আইন কানুন প্রভৃতির গল্প চলেছে। হুঁকো তীর্থের পুরুতের মতন সকলকে আশীর্ব্বাদ দিয়ে ব্যাড়াচ্ছেন। হাসির গররা উঠেছে। এমন সময় বিশ্বাসজী "বিপ্রচরণে নমঃ" বলে দাঁড়ালেন। তাঁকে দেখে সকলেই যেন ভয়ে তটস্থ হয়ে এক দৃষ্টিতে চেয়ে রৈলো। বিশ্বাসজী হাত যোড় করে বল্লেন "কর্ত্তাবাবুর নাম শুনে অনেক দূর হতে এসেছি। আমার নাম গ্যালারাম বিশ্বাস। সদ্গোপজাতি। অনেক দিন পর্য্যন্ত বর্দ্ধমানের রাজ সংসারে কর্ম্মকাজ করেছি। এক্ষণে বেকার অবস্থায় বড় কষ্ট পাচ্ছি। যদি এখানে কোন কর্ম্মকাজ হয় তা হলে গরিব প্রতিপালন হতে পারে"।

বাবা বল্লেন "এখানেত কোন কর্ম্মকাজ নাই। তবে যদি তুমি একটা পাঠশালা করো তাহলে হতে পারে"। আমরাও কিছু দিতে পারি। প্যালারাম তাতেই সম্মত হলেন। আমাদের বাড়িতেই অদোর বন্দবস্ত হলো। বিশ্বাসজী পর দিন পাঠশালা খুল্লেন। আমরা কয়েক জন ছেলে পাত তাড়ি বগলে করে আনন্দে নতুন পাঠশালায় লিখ্‌তে গ্যালাম।

যে পর্য্যন্ত কোন কার্য্যের নূতনত্ব থাকে সেই অবধি লোকে আগ্রহ পূর্ব্বক সেই কর্ম্ম করে। পুরাতন হলে কিছুই ভাল লাগে না। আমি প্রথমে ভেবে ছিলাম, যে পাঠশালায় কোন নতুন সুখ আছে। যথা ই বল্‌ছি! আমি এই ভেবেই সেখানে গিয়ে ছিলাম। কিন্তু, কয়েক

দিন পরে যখন কৌতুক ভঞ্জন হলো তখন পাঠশালার ভিতরের অবস্থা দেখ্‌তে লাগ্‌লাম। কেবল, তমাক চুরি, বেতের চট্‌পটি, আর লেখ্, লেখ্ শব্দ বই সেখানে অন্য কিছু দেখ্‌বার ও শুনবার জো নাই। আমি এই সকল দেখে শুনে পাঠশালার উপর বিরক্ত হয়ে উঠ্‌লাম। পেট্‌কামড়ানি, মাথাধরা প্রভৃতি ফল্গুনদীর অন্তঃশীলে প্রবাহের মত রোগ সকল উপস্থিত হতে লাগ্‌লো। এক-দিন পাত তাড়ি সাম্‌নে করে বসে কেমন করে পালাবো তাই ভাবছি, এমন সময় গুরুমশয় বল্লেন্ " লেখ্ রে লেখ্! "। আমি বল্লাম্ " কি লিখ্‌বো? "। গুরুমশয় আদোপে লেখা পড়া জান্‌তেন না, কাজেই কি লিখ্‌তে বল্‌বেন?। কেবল বার বার লেখ্ লেখ্ কর্‌তে লাগ্‌লেন। আমি আবার বল্লাম " কি লিখ্‌বো? "। এই কথা শুনে গুরুমশয় চোটে বল্লেন " আমার মাথা লেখ? "। আমি সুর করে " গুরুমশার মাথা লেখ " বলে একটা মাথা চিত্র কর্‌লেম। গুরুমশয় তাই দেখে আমাকে শপাশপ্ বেত মার্‌তে লাগ্‌লেন। আমি মার খেয়ে চীৎকার করে উঠ্‌লাম্। পিসীমা সেই চীৎকার শুনে তাড়কা রাক্ষসীর মত মার্ মার্ শব্দে পাঠশালায় এসে পড়্‌লেন্। গুরু-মশয়কে বল্লেন্ " হ্যাদে দ্যাখ বিশ্বেস! তুমি ছেলে মেরোনা? ছেলে ন্যাকা পড়া না শেখে, জিলার কাছা-রিতে আম্‌লা গিরি করে খাবে? "। তারপর আমার গায়ে হাত বুলিয়ে বল্লেন্ " বাছা আমার! ঘাটে পড়া, পোড়ার মুখো মিন্‌সে বাছারে এমন্ করেও মেরেছে?।

আর তোর লিখে কাজ্‌নেই” এই বলে আমাকে কোলে করে বাড়ির ভেতর নিয়ে চল্লেন্। আমার পক্ষে “কাণা কি বর চাও? না, দুটী চক্ষু দান চাই” মত হলো। রাম বল! বাঁচলাম্! আজ্‌কেত আর পাঠশালায় যেতে হবে না? এই আহ্লাদে অত যে বেতের বাড়ির বেদনা, তা যেন জল হয়ে গ্যালো। সে দিন কেন? এই সুযোগে চার্ পাঁচ্ দিন্ পাঠশালের দিগে উঁকিও দিলাম্ না। এক দিন বাবা বল্লেন্ “হারে লক্ষ্মীছাড়া! তুই এখন্ লিখ্‌তে যাস্‌নে ক্যান? লিখ্‌তে যা!”। আমি বল্লাম্, “মা বলেছেন্ কালীর আঁক পাড়লে ধার কর্জ্জ বাড়ে, তা আমি কালীর আঁক পাড়্‌বো না”। সেকথা কে শোনে?। বাবা আমার গলাটিপে পাঠশালায় দিয়ে এলেন্। বাবার উপর মর্ম্মান্তিক চোটে গেলেম্।

ভজহরি নামে আমার একটী এক পাঠী ছিল। সেটী ত ছেলে নয়, যেন রত্ন! ভাতের হাঁড়িতে হাগ্‌তো, বাপের বিছানায় বাব্‌লার কাঁটা দিয়ে রাখ্‌তো। ফলতঃ যে যে কার্য্য কর্‌লে লোকে প্রশংসা করে, ভজহরি নিয়ত প্রাণ-পণ শক্তিতে তা কর্‌তে ক্রুটী করে নি। ভজহরিকে যদি কোন কোন বিষয়ে আমাহতেও অধিক গুণবান্ বলি, তা হলে আমার অকলঙ্ক নামে কলঙ্ক হয়, এবং মানেরও কিঞ্চিৎ খর্ব্বতা হতে পারে। এই জন্যই ভজা ভায়া হুকুমচাঁদের নিকট ষোল আনা প্রশংসা টা পেলেন না। তা নাই পান, কাপোড়ে কিছু আগুন বেঁধে রাখা যায় না। মনের অগোচর কোন পাপই নাই। পাঠকেরা চালাক

হলে পর কার কত গুণ তা ইঙ্গিতেই বুঝে লবেন্। ভজা-দাদা ক্রমে ক্রমে আমার " বুজম্ ফ্রেণ্ড " হয়ে উঠ্লো। এক দিন পাঠশালার ছুটির পর দুজনে নির্জ্জনে বসে, যাতে পাঠশালায় না যেতে হয়, গুরুমশয় যাতে পালিয়ে যায় সেই পরামর্শ কর্‌ছি। ভজাদাদা বল্লে "হুকুমচাঁদ! গুরুমশায় মোলেই সকল আপদ চুকে যায়"। আমি বল্লেম " না ভাই! একজন গুরুমশায় মোলে আর এক জন আস্‌বে। আমি বলি কি? বাবা মোলেই আর কোন ল্যাঠা থাকে না।

হুকুমচাঁদের যেন বাক্ সিদ্ধি হলো। পরদিনই বাবার ওলাউঠো। আর কি! বাবা ইহলোক হতে গা তুল্‌বার উদ্‌যোগ দেখ্‌তে লাগ্‌লেন্। বাড়ির সকলেরই কাঁদো কাঁদো মুখ। মা, বাবার বিছানার একধারে বসে, মেতরের মেয়ের মত মাল্‌সা মাল্‌সা গু ফেল্‌ছেন। তাঁর দুই চোক ছল ছল কর্‌ছে। আত্মীয় স্বজন ও পাড়া পড়্‌সী সকলেই বিষণ্ণবদনে ঘর ভোরে বসে আছেন্। কেউ কেউ এক একবার বাইরে যেয়ে হুঁকোর মান রেখে আস্‌চেন্। কেউ কেউ নানা প্রকার মুষ্টিযোগের ব্যবস্থা দিচ্চেন্। আর কেউ বা হোসোন্ বাদসার আমলে যে মড়ক হয়ে ছিলো তারই গল্প ফেঁদে বসেছেন্।

একদিগে কবিরাজ খুড়ো ভেদের নাড়ি পেচ্ছাপের ঘরে আর পেচ্ছাপের নাড়ি টে—ভেদের ঘরে ঢুকিয়ে দিয়ে খলে করে " বৃহৎকালান্তক রসের " বটিকা মাড়্-ছেন্। এই ওষুদটা খাওয়ালেই কবিরাজের আদাড়ি

ফুরোয়। রামনগরে ডাক্তার আন্তে লোক গিয়েছিল্। সে এসে খবর দিলে ডাক্তার বাবু আস্‌চেন। বাবু বিশ্বনাথ রায় রামনগরের পবলিক হচ্‌পিটালের ডাক্তার ছিলেন্। "ইন্‌ স্টিটের দরুন্" চাকরী ছেড়ে এখন নিজেই এক ডিস্‌পেনসরি খুলে প্রাকটিস্‌ করেন। দুটাকা দুসিকে লাভও আছে। বিলক্ষণ পরোপকারী। পয়সা না পেলে মুখ খানা বাঁকা হয়ে পড়ে, মাঝে মাঝে তার ভিতর থেকে আদালতি লজিক্ বেরোয়। বাবুর ডিস্‌পেন্সরিটী বড় জাঁকালো। না থাক্‌লেও সকল রকমের "মেডিসিন্" পাওয়া যায়। অধিক কি? চির-তার জল ও বহুরূপী। তিনি বোতল ও শিশিতে প্রবেশ করেই নানা রূপ ধরেন্। এবং নানাবিধ নাম পেয়ে টাকা পয়সার বাপের সপিণ্ডীকরণ করেন্। ওষুধ গুলির দৈবী শক্তিও আছে! এক শিশিতে যিনি গুড়্‌ঞ্চোর পাচো ছিলেন্, তিনিই আবার আর এক শিশিতে ঢুকে "ফাষ্ট রেট্ কোয়ালিটি কোইনাইন্" হয়ে বসেছেন্। ডিসপেন্‌সরিতে সিরিঞ্জ, ক্যাথিটার, ডিসেক্‌টিং নাইফ্ ও ইন্‌ষ্ট্রুমেণ্ট বক্স আছে। কিন্তু ব্যবহার হয় না বলে সে গুলিতে ময়লা ধরেছে। মধ্যে মধ্যে এক এক জন বেহারা "হুইট অইল" দিয়ে তা ছাপ করে থাকে। ডাক্তার বাবু যখন মফঃসলে "পেসেণ্ট" দেখ্‌তে যান্, তখন সে গুলি আশা শোটার মত তাঁর সঙ্গে সঙ্গে যায়। বেহারা বেটারা কুঁত্‌তে কুঁত্‌তে পালকীখানা এনে আমা-দের উঠনে দাঁড়ালে। ডাক্তার বাবু তার ভেতর থেকে

ইংরেজি রকমের একটা লাফ্ দিয়ে নামলেন্। ডাক্তার বাবুর পরনে পেন্টলুন্, গায়ে হাফ্ চাপকান কোটের অফিসিএট্ কর্ছে। মাথায় বিবর হ্যাট, গলায় কম্-ফার্টার, চোকে গ্রীন চসমা, বাঁ হাতে ষ্টেরিস্কোপ, বাঙালি ও ইংরেজি ফ্যাসান, হরহরি এক আত্মা হয়ে বাবুর শরীরে বিরাজ করছে।

ডাক্তার বাবু ইংরেজি চেলে পা ফেলিয়ে, যে ঘরে বাবা ছিলেন সেই খানে গিয়ে উপস্থিত। মেয়েরা রুগির বিছানা ছেড়ে একটু তফাতে দাঁড়ালেন। ঘরের অন্যান্য লোকেরাও উঠে দাঁড়ালেন। ডাক্তার বাবু একেকালে রুগির বিছানায় গিয়ে ষ্টেরিস্কোপটী বাবার পেটের উপর ধরে তার অন্য দিগে কাণ দিয়ে ঝাড়া চারিদণ্ড উবুড় হয়ে পড়ে থাক্‌লেন। এক একবার মাথা তুলে মেয়েদের পানে শুভ দৃষ্টি কর্‌তে লাগ্‌লেন। ডাক্তার নিঃসন্দেহ আরাম কর্‌বে বলে সকলেরই মনে আশ্বাস হলো। ডাক্তার বাবু খানিক সেইরূপে "বাও-য়েল এক্‌জামিন্" করে জিভ্ দেখলেন্। তারপর, হাত দেখে বল্লেন, "পল্‌স ইজ্ বেরি উইক্, ট্রিট্‌মেন্টের টাইম্ ওভার হয়েছে, আপনারা এত বিলম্বে খবর দিয়ে-ছেন কেন? এখন আর কি হতে পারে?"। খুড়োমশয় বল্লেন, "বাবু! ব্যারাম হতে হতেই আপনার কাছে খবর দেওয়া গিয়াছে, ব্যারাম দুঘন্টার অধিক হয় নি" ডাক্তার বাবু চোটে বল্লেন "ড্যাম দুঘন্টা! আমার বিজিটের টাকা, পাল্‌কী ভাড়া আর মেডিসিনের দাম

দাও, এ রুগী বাঁচ্‌বেনা"। খুড়োমশয় বল্লেন্ "বাবু! বিজিটের টাকা আর পাল্‌কী ভাড়া দিচ্ছি, ওষুধের দাম দেবো ক্যান? আপনি ত কোন ওষুধ খাওয়ান্ নি?"। ডাক্তার বাবু বল্লেন্, "ইয়েস্! আমি মেডিসিন্ ডিস্পেন্সরি হতে বের করেছি, এর কোয়ালিটী কমেছে তুমি অবশ্যই দাম দিবা"। খুড়োমশয় ওষুধের দাম নিয়ে ম্যালা টক্‌ঝক্ কর্‌তে লাগলেন, ডাক্তার বাবুও চোটে "বিল করে টাকা নেবো" বলে চলে গেলেন্।

ডাক্তার বাবু চোলে গেলে পরই বাবার মৃত্যু লক্ষণ হয়ে উঠ্‌লো। কবিরাজ খুড়ো বল্লেন্, "এক্ষণে পরকালের চেষ্টা দেখ্‌তে হয়"। উঠনের মাঝখানে চার্‌কোণা করে একটা গর্ত্ত কাটা হলো। তার উত্তরদিগে কতক গুলি গাছ গাছড়া পুতে দিলে। কল্সী দশেক গঙ্গা জল সেই গর্ত্তের ধারে মজুত করে রাখা হলো। বাবা, খুড়োমশয়কে ডেকে আমাদের কয় ভাইকে তাঁর হাতে হাতে দিলেন্। দাদা কান্‌তে লাগলেন্। খুড়োমশার চোক্ দিয়ে দর্ দর্ করে জল পড়্‌তে লাগ্‌লো। মা আর থাক্‌তে না পেরে একেকালে রোয়া ছেড়ে কেঁদে উঠ্‌লেন। বাবা তাঁকে অনেক রকম বুজুলেন বটে, কিন্তু মা কি তা শোনেন্। তিনি বাবার কথা শুনে আরও অধিক করে কান্‌দে লাগ্‌লেন। বাবা দুটী হাত যোড় করে যেমন বিজির বিজির করে কি বল্‌ছেন, অম্নি জন দশেক মণ্ডা বামণ "হয়েচে হয়েচে" বলে তাঁকে বাইরে নিয়ে গ্যালো। যেমন হাড়কাটে মোষ পাড়ে

তেম্নি করে গর্ত্তটা কাটা ছিলো, তার মধ্যে বাবার কোমর পর্য্যন্ত ঠেনে ধরে গর্ত্তটা গঙ্গা জল দিয়ে পুরে দিলে। কয়েক জন যণ্ডা বামণ, এঁড়ে গলা করে " গঙ্গা নারায়ণ ব্রহ্ম এবং হরে কিষ্ট হরে কিষ্ট " প্রভৃতি নাম শুনাতে লাগ্‌লো। বাড়ি শুদ্ধ মেয়ে পুরুষ " ওরে আমাদের কি হলো " বলে গোলমাল করে কেঁদে উঠ্‌লো। আমি এই সকল দেখে শুনে ভয়ে ঘোষালদের বাড়িতে পালিয়ে গেলাম্। খানিক ক্ষণ নাম শুনাতে শুনাতেই বাবা অক্কা পেলেন। তার পর, বাড়ি এসে দেখি কি! মা মাটিতে লুট পাট হয়ে কাঁদ্‌ছেন। কয়েক জন মেয়ে-মানুষ তাঁকে ধোরে রেখেছে ও খাতির এড়াতে না পেরে (জল পড়ছে না তবুও) বার বার চোক পুঁচ্ছে। বড় বউ (না কাঁদ্‌লে লোকে নিন্দে কর্‌বে এই ভয়ে) কান্‌তে কান্‌তে, পাছে অমঙ্গল হয় এই জন্য ছেলে পিলে গুলি-কে মড়ার দিকে যেতে দিচ্ছে না। বাবা মরেছেন্। তাঁর পা অবধি মাথা পর্য্যন্ত একখানা পুরাণো ধোপ কাপোড় দিয়ে ঢেকে ফেলেছে। বড় দিদি ছুঁয়ে আ-ছেন আর " আমাকে যে সোণার হার গড়িয়ে দিতে চেয়ে ছিলে বাবারে বাবা! " বলে আদ খাতিরে কান্না কাঁদ্‌ছেন। আমি এই সকল দেখে মনে মনে বড় খুসীই হলেম্। একেত আর পাঠশালে যেতে হবে না, দ্বিতীয় বাবার শ্রাদ্ধের দিন ফলার খেতে পাবো, এই দুইটি আনন্দে একেকালে গদ গদ হয়ে ব্যাড়াতে লাগ্‌লেম। খানিক পরে বামণেরা বাবাকে দাহন করে হরিবোল

দিতে দিতে এলো। আমরাও বাড়ি শুদ্ধ স্নান করে এলাম্।

আর ব্যালা নাই। সন্ধে হয়েছে। মোড়লদের গরু-গুলি মাঠ থেকে পেট ভরে ঘাস খেয়ে দুল্‌তে দুল্‌তে বাড়ি আস্‌ছে। রাখালেরা "শালার গরু বাঁয়" বলে লেজ মলে দিয়ে "শান্তিপুরের সরু চিঁড়ে রে, ওরে, দিগ্‌-নগরের সুকোদই। আচ্ছা করে ফলার করোছো, বঁধু আমি তোমা বই আর কারু নই," গাইতে গাইতে গরু গুলিকে গোয়ালে তুল্‌ছে। কৃষাণেরা লাঙ্গল, কোদাল, কাস্তে ও মাথাল রেখে, দরজায় বসে তমাক খাচ্চে। ঠাকুর ঘরে কাঁশোর ঘন্টা বাজিয়ে আরুতি হচ্চে। গ্রামে মড়ক লেগেছে বলে, ও পাড়ায় হরিবোল হরিবোল বলে "ওরে কে যায় নোদের মাঝার দিয়ে, ওরে জগাই মাধাই ধেয়ে আয়" হরি সঙ্কীর্ত্তন হচ্চে। তার সঙ্গে সঙ্গে খোল কত্তাল "ভুস্তা ভুচুম, ভুস্তা ভুচুম" বাজ্‌চে। সংকেত্তনের প্রসাদে রোজ রোজ বিশ ত্রিশ জন করে কেষ্ট পাচ্চে। আর কয়েক দিন এইরূপ সংকেত্তন হলে বোধ হয় গ্রামে এক জন লোক ও থাক্‌বে না। কাল রাত্তিরে রক্ষেকালী পূজো হয়েছিল। হোমের পর পুরুত ঠাকুর গ্রামের মারি ভয় শান্তির জন্য প্রভু জিজাস্ ক্রাইষ্টের মত আপন শরীরটী বলি দিয়েছেন্। তা না দেবন্ ক্যান? যজমান ও পুরোহিত বড় কম সম্পর্ক ত নয়?। বলে "দ্যায় থোয় করে মান, তাইকে বলি

যজমান। আর, "ন্যায় থোয় করে হিত, তাইকে বলি পুরোহিত"।

আমাদের বাড়ির সকলেই সারা দিন কেঁদে বিরক্ত হয়ে খাদের সুরে কান্না ধরেছে। কেবল মার গলাই পঞ্চমে চড়ে আছে। কোন ঘরেই প্রদীপ জ্বলে নাই। শোয়া হলোনা, বাইরেই বসে থাকি। আঁধার ঘরে শুতে গেলে নাম শুনোবার ও অন্তর্জ্জলীর কথা মনে পড়ে ভয় লাগ্‌বে।

অন্তর্জ্জলী ও নাম শুনান কি ভয়ানক কারখানা। গত বৎসর মাঘমাসে ঠাকুর মাকে গঙ্গাযাত্রা করান হয়, আমার মা ঠাকুরমার বড় সেবা শুশ্রূষা করেন, বলে তিনিও সঙ্গে গিয়েছিলেন। সেই সঙ্গে আমারও যাওয়া হয়। আঁধারি চতুর্দ্দশীর রাত্রি, ঘোর ঘুট্টি অন্ধকার। শীতে দাঁতে দাঁত ঠেকেছে। তফাতে কয়েকটা চিতে ধূধূ করে জ্বলছে। স্থানে স্থানে মড়া পুড়িয়ে চিতের উপর এক একটা কল্সী রেখে তার কাছে কাঁচা বাঁশ পুঁতে থুয়েছে। বাঁশের আগায় কাপড় ঝুল্‌ছে। তদ্ভিন্ন শনি মঙ্গলবার বা ত্রিপুষ্করার মড়ার চিতের উপর এক একটা কলার গাছ পোতা। অল্প অল্প বাতাসে বাঁশের কাপড় ও কলার পাতা উড়ছে। হঠাৎ দেখ্‌লে মনে হয় যেন ভূত গুলোই দাড়িয়ে রয়েছে। এক এক বার ভয় পেয়ে সে দিগ্ হতে অন্য দিগে মুখ ফিরাচ্চি। আবার ভুতগুলো আছে কি গিয়েছে তাই দেখবার জন্য আড় চোখে চেয়ে দেখ্‌চি। আমাদের কাছেই কয়েকটা মড়ার মাথার খুলি পড়ে

রয়েছে। জলের ধারে কতগুলো কুকুর শেয়াল্ জমে একটা পচা মড়ি নিয়ে ঝগ্ড়া কর্ছে। ওদিগে হরিবো-লের ভয়ঙ্কর শব্দ শোনা যাচ্ছে।

রাত্তির দেড় পোর হয়েছে। আমাদের বামণেরা বুঝ্তে না পেরে ঠাকুর মাকে গঙ্গায় নামিয়ে দিয়ে এঁড়ে গলা করে "গঙ্গা নারায়ণ ব্রহ্ম" বলে নাম শুনাতে লাগ্-লো। রাত দুপোর উৎরে যায় তবুও বুড়ি মরে না। তার পর বামণেরা একবার জিরিয়ে তমাক খেয়ে পুনরায় নাম শুনাতে লাগ্লো। রাত আড়াই পোর পর্য্যন্ত এই রূপ গণ্ডগোল; তাতেও বুড়ি মলোনা। সুতরাং বুড়িকে জলে থেকে ড্যাঙায় নিয়ে এলো। বুড়ি "মা গঙ্গা লজ্জা দিলে! আমাকে ন্যাও, আর লজ্জা দিওনা!" আদ ভাঙ্গা স্বরে কাঁপ্তে কাঁপতে বার বার এই কথা বল্তে লাগ্লো। খানিক পরে বুড়ি পুনরায় অজ্ঞান হলো। বামণেরা আবার বুড়িকে গঙ্গায় নামিয়ে দিয়ে নাম শোনাতে লাগ্লো। একে মাঘের শীতে বাঘে কাঁপে, তাতে বুড়ো মানুষ বিশেষ রোগে ও অনাহারে শীর্ণ হয়েছে। আবার দুইবার জলে ডুবিয়ে কাণের কাছে সোর হ্যাঙ্গামা করা হয়েছে, এই সকল কারণে বুড়ি একেকালে অজ্ঞান হয়ে পড়ে রৈলো। বামণেরা বুড়ি মরেছে ভেবে, চিতে প্রস্তুত করে বুড়িকে তুলে দিয়ে আগুন দিলে। আগুনের গরমে বুড়ি কিঞ্চিৎ আরাম হয়ে ক্যাঁকাতে সুরু কল্লে। (তখন চিতাটী অল্প অল্প জ্বল্তে ছিলো) বামণেরা প্রথমে মৃতদেহে ভূতাভির্ভাব

বোধে ভীত হলো। তার পর দেখ্‌লে যে ভূত নয়, বুড়ি মরে নাই!। এখন আর বুড়ির বাপ এলেও বুড়িকে ঠ্যাকাতে পারে না। বুড়ির কথা না শোনা যায় এজন্য ঘন ঘন হরিবোল পড়্‌তে লাগ্‌লো। চিতেটী ভাল করে জ্বেলে দেওয়া হলো। বুড়ির মাথায় বাড়ি মার্‌তে মার্‌তে কাঁচা বাঁশ খানি থেঁত্‌লে গ্যালো। এইরূপে বুড়ির দফা রফা করে বাড়ি এলাম।

এদিগে আমরা বাড়ি আস্‌বার পূর্ব্বেই বুড়ির সজ্ঞানে গঙ্গা প্রাপ্তির কথা সমাজ মধ্যে রাষ্ট হয়ে পোড়েছে। দেশ শুদ্ধ লোক এক বাক্য হয়ে ঠাকুরমার সজ্ঞানে গঙ্গা-লাভ জন্য আমাদের কতই প্রশংসা কর্‌তে লাগ্‌লো। এগার দিন পর্য্যন্ত হুঁকো, জল, ধোপা, নাপিত প্রভৃতি বন্দ হলেও বড় একটা বর্ত্তব্যের মধ্যে এসেনা। শ্রাদ্ধে অনেক ব্যয় ভূষণ করে তবে শুদ্ধ হওয়া গ্যালো। টাকা বড় আজোব চিজ্। টাকা হলে কিছুতেই দোষ নাই। মানুষের কি জাত যেয়ে থাকে? টাকারই জাত যায়।

এখন্ আর আঁধার ঘরে শুতে যাবো না। গেলে পরে সেই সকল কথা মনে করে ভয় পাবো। যাই, মার কাছে বসে থাকিগে। আজ্ রাত্তিরে চাটে্ত খেতেও দেবেনা। খিদেতে পেট্ জল্‌ছে। ওমা! তুই কান্‌চিস্ ক্যান?। কাঁদিসনে! এক দিনে কি সকল কান্না ফুরিয়ে ফেল্‌বি?। খানিক কালকের জন্যে রাখ! রাত পোয়ালে কাঁদিস্! আয়্! এখন শুইগে। আমার ঘুম পাচ্ছে। মা আমার

কথা শুনেও শুনলেন না। মার বাবা মরেছে, তিনি কি কারুর কথা শুনে কান্না ছাড়্‌বেন।

- দেখ্‌তে দেখ্‌তে দশ দিন গ্যালো। কাল শ্রাদ্ধ হবে। দেশ বিদেশ থেকে ব্রাহ্মণ পণ্ডিত আসছেন। তর্কালঙ্কার, বিদ্যেভূষণ, শিরোমণি প্রভৃতি সকলেই এসেছেন, কেবল, বিদ্যে-বাচস্পতির পঁহুছুতে দেরি হয়েছে। বিদ্যেবাচস্পতি না এলে অধ্যক্ষতা কর্‌বে কে, বাড়ির সকলে তাই ভেবেই অস্থির। হরিদাস নামে আমাদের একজন পুরোণো চাকর ছিলো, তার কথা গুলো বড় মিষ্টি। সে আমাদের কৃষাণকে বল্লে, "ওরে বলা! কামের ত বড় ভণ্ডূল লাগ্‌লো?।" কৃষাণ জিজ্ঞাসা কল্লে, "সে কি? হরি দাদা। সকল জিনিষ পত্তরিত তৈয়ের, তবে কিয়ের দন্নি কাজের ভণ্ডুল হবি?। হরি বল্লে, "আজ দশ দিন যায় কাল এগার দিন এখনও বিদ্যে বাতাস্ পতি এলোনা, তক্কোলোঙ্গোর, তত্ত্ববানিশ, সবাই এসেছে, বিদ্যেবাতাসপতি এলোনা ক্যান?। ঐ বিদ্যেবাচস্পতি এলেন, হরি দৌড়ে গিয়ে খুড়োমশার কাছে খবর দিলে। আস্তে আজ্ঞে হোক, ব্রাহ্মণে ভ্যো নমোর ধূম পড়ে গ্যালো। বিদ্যেবাচস্পতির সঙ্গে পাঁচটী পঠনীয়। তার মধ্যে যেটীর দন্ত নাই তিনি ব্যাকরণের সন্ধিবৃত্তি আউড়ে সেরেছেন। ন্যায়শাস্ত্রের শেষ গ্রন্থের একটী ফাঁকি মুখস্থ করে এসেছেন, কাল্ সভার তাই নীয়ে বিচার কর্‌লেন। সকলেরই মাথায় আর্কফলা! ওটাকে বাঙ্গলা ভাষায় "হজ্‌মি" বলে। কেননা

ভট্টাচার্য্য মহাশয়েরা প্রকাশ্যে কি গোপনে যে সকল দুষ্কর্ম্ম করেন, আর্কফলার জোরেই সে সকল হজম হয়ে যায়। পরনে তসরের ধুতি, গায়ে নামাবলি, সর্ব্বাঙ্গের ফোঁটার মাটি যোগাতে যোগাতে নোদের রাজার রাজত্ব গিয়েছে। সেই জন্যে এখন কোন কোন জমিদারের ঘরে ফোটাওয়ালা বামন নিয়ে টানাটানি হয়। কোন কোন জমিদার আবার গুরু পুরুত বাড়ী গিয়ে ফোঁটা চেটে খান। জমিদারদেরই বা দোষ কি?। বামণ ও ভট্টাচায্যিরে সকাল হতে সন্ধে পর্য্যন্ত কাদা মাটি ছেনে ছেনে হাঁড়ি গড়া কুমোর সেজে বসেন, এতে জমিদারের জমিদারী থাক্‌বে কেন? ইঁদুরে, দিন কতগুলো করে মাটি তোলে?। যদি বামণরা আর কিছু দিন এই রূপ পাগলের মত সারাদিন বসে ধুলো মাটি মাখেন, তা হলে অনেক জমিদারকে ফকির হয়ে ভিক্ষে করে খেতে হবে।

অগ্রদানী বামণ ও পুরুত ঠাকুর শকুনের মত, গঙ্গাতীরে কাকের মত, মড়ি অন্বেষণ কর্‌তে ছিলেন। আজ তাঁদের পোয়াবারো। দল বল সমেত শ্রাদ্ধ বাড়ী এসে উপস্থিত হলেন। কাল্ এক খচ্ মার্‌বেন, সেই আহ্লাদে দানসাগর ও বৃষোৎসর্গের দ্রব্য সামগ্রী গুলি গুছিয়ে ব্যাড়াচ্চেন। এঁরা এই শ্রাদ্ধেই বিলক্ষণ সঙ্গতি কর্‌তে পার্‌বেন। কিন্তু কাঙাল গরিব লোকেরা বড় জোর একটী সিকি পাবেন। আর দেশের উপকারের

মধ্যে গোলমালে গ্রামের লোকের তৈজস পত্র ও কাপোড় চোপড় হারাবে।

শ্রাদ্ধ হয়ে গেল। ব্রাহ্মণেরা ফলার কর্‌লেন। ফলারের দ্রব্য সামগ্রীগুলি বড়ই উত্তম হয়েছিলো। লুচি ভাজার ঘি প্রায়ই কলুবাড়ির আমদানী। সন্দেশগুলি বড় মন্দ নয়। বোধ হয় ময়রা বেটা ছোট কালেও গরুর দুদ্ খায় নাই। তবে কি! ভেয়ানের সময় ঘুঁটের জ্বাল জ্বলেছিল। যাহোক্ আমি তার কিছুই খেতে পাই নাই। আমাকে বাবার শ্রাদ্ধে দিন দশ বারো ধরে কেবল হবিষ্যির শ্রাদ্ধ কর্‌তে হয়েছিলো। অন্য লোকের বাড়ি ক্রিয়ে কর্ম্ম হলে জিনিষ পত্র উপ্‌রোয়। সেই সকল, কর্ম্মের পর, বাড়ির লোকে দুই তিন মাস ধরে পেট্ ভরে খায়। আমাদের তেমন বাড়ি নয়, যে, জিনিষপত্র উদ্বৃত্ত হবে। কর্ম্মের দিনই অনেক দ্রব্যের টানা টানি পড়েছিলো। এমন্ কি? অনেক্‌লোক খেতেও পারে নাই। শ্রাদ্ধ চুকে গ্যালো। আমাদের হাড়েও বাতাস্ লাগ্‌লো।

পাঠকগণ! বোধ হয় আপনারা বহুদিবসাবধি গুরু-মশার কোন সংবাদ না পাইয়া বড়ই ভাবিত হইয়াছেন। যাতায়াতে মঙ্গল সমাচার দেওয়া আমায় উচিত ছিল। কিন্তু নানা প্রকার বকামিতে ব্যস্ত থাকাপ্রযুক্ত সংবাদ দিতে অবসর পাই নাই। অনুগ্রহ পূর্ব্বক ত্রুটী মার্জ্জনা করিবেন। গুরুমশয়ের প্রাণগতিক কুশল। বিশেষঃ এই পর্‌শুদিন রাত্তিরে গোটা কয়েক ভূত তাঁর উপরে বড়ই দৌরাত্ম্য করেছিলো। এই জন্য তিনি গত কল্য প্রাতঃ-

কালে অন্তর্দ্ধান হয়েছেন। আমাদেরও আপদের শান্তি হয়েছে। যদি আমরা কয়েকটী ধনুর্দ্ধার বেঁচে থাকি, তবে ভবিষ্যতে আর চিন্তানগরে গুরুমশায় দৌরাত্ম্য হতে দিব না। ইহা শ্রীচরণে নিবেদন করিল্যাম ইতি সন ১২৬৯ সাল তারিখ ৩ রা মাঘস্য।

দ্বিতীয় বয়ান।

হুকুমচাঁদ উবাচ।

বাবার মৃত্যুর পর আমাদের উপর অনেক হ্যাঙ্গামা পোড়েছিলো। তার পর আমার বয়স সাত বৎসর হলো। অমনি পুরত ঠাকুরের দৃষ্টিপথে পতিত হলেম। পুরুতের হাত থেকে কখনই এড়ান যায় না। কথায় বলে "গায় গু মাখ্‌লে যমে ছাড়ে না"। সেই রূপ মলেও পুরুতের হাত থেকে খালাস্ নাই। যজমান পুরুতের বেগুণ খেত। সূতিকাষষ্টির দিন পুরুত বাঁশগাড়ি করেন। যজমান মরে গেলেও একোদ্দিষ্ট, পার্ব্বন, ও বৃদ্ধিশ্রাদ্ধে পুত্র পৌত্রাদিক্রমে ভোগ দখল কর্‌তে থাকেন। পুরুত এসে খুড়োমশয়কে বল্লেন, "ছোটবাবু! হুকুমচাঁদের বয়স এই সাত বৎসর গত হতে চল্লো। এক্ষণে গর্ভাষ্টমে উপনয়ন সংস্কারটা করাতে হয়। খুড়োমশয় সম্মত হলেন। চব্বুই আষাঢ় উপ-

নয়নের দিন স্থির হলো। চাল্, ডাল্ প্রস্তুত হতে লাগলো। আমি পৈতে হবে শুনে বড়ই খুসী হলেম্। যা! আর যজ্ঞি বাড়ি গিয়ে আলাদা হয়ে খেতে বস্‌তে হবে না। একে কালে পাথরে পাঁচ কিল্।

পাড়াগাঁয় যে ছেলের পৈতে হয়নি নেমন্তন্ন হলে তাদের বড়ই কষ্ট হয়। তারা বামণদের এক সঙ্গে খেতে বস্‌তে পারে না। আলাদা হয়ে বসে। ছেলেরা পেলে না পেলে তার তদারক নাই। তারা খেতে বসেই "নুন্ দিয়ে যাও, পাত দিয়ে যাও" বলে দলে দলে চীৎকার কত্তে থাকে। ব্রাহ্মণদের অৰ্দ্ধেক ভোজন হলে তারা নুন্ ও পাত পায়। এই রূপ প্রত্যেক দ্রব্যের জন্যই চীৎকার কত্তে হয়, তারা চীৎকার না কল্লে কিছুই পায় না। যাঁরা পরিবেশন করেন তাঁরাও আবার ছেলে মানুষ বলে সকল দ্রব্য অল্প অল্প দ্যান্। আদখানা বেগুণ ভাজা, আদখানা লুচি, আদখানা সন্দেশ ছেলেরা ইজেরা করে নিয়েছে। তাদের ভাগ্যে এই তিন দ্রব্য কখনই এক খানা হলো না। গল্প শোনা আছে। "কেষ্টনগরের রাজবাড়িতে জগদ্ধাত্রী পূজো হচ্চে। নৈবিদ্যের জন্য পূজো আরম্ভ হয় নাই। রাজা দাঁড়িয়ে আছেন। পূজারম্ভ হলেই আহ্নিক কত্তে যাবেন। প্রথমে বড় নৈবিদ্য লাগেনা। এই বিবেচনায় দেওয়ানজী পরিচারক ব্রাহ্মণদিগকে বল্লেন "ওহে! হুজুর দাঁড়িয়ে ক্লেশ পাচ্চেন, আগে তাড়াতাড়ি করে এক খানা কুচো নৈবিদ্যি করে দ্যাও। পূজো আরম্ভ হোক্"। পুরুত বল্লেন "হা অদৃষ্ট!

গণেশাদি পঞ্চদেবতার এম্‌নি কপাল যে তাঁহাদিগকে রাজবাড়িতেও কুচো নৈবিদ্যি খেয়ে যেতে হয়”। রাজা এই কথা শুনে কুচো নৈবিদ্যি উঠ্‌য়ে দিলেন। কিন্তু শোনা আছে সেই রাজবাড়ির ভোজেও ছেলের প্রতি কিছু বিশেষ বিবেচনা হয় না।

গরিবের বাড়িতেই হোক্‌ আর বড় মান্‌ষের বাড়িতেই হোক্‌ ভোজের দিন ছেলেদের সকল খানেই সমান মান ও সমান লাভ। আহারাদির পরিপাটি ত এই, আবার বামণ না উঠলে ছেলেরা উঠে যেতে পার্‌বে না। বামণেরা চর্ব্ব্য চূষ্য লেহ্য পেয় আহার কর্‌ছেন, আর ছেলেরা হাত ও পাত চাট্‌ছে। কারুর কারুর পাত খানিও বাতাসে উড়ে গ্যাছে। সে যেন খেতেই এসে নাই। এদিগে বামণদের মধ্যে দুই একটী লম্বোদর ভোর ভোজের পর ক্ষীর ও সন্দেশ খেয়ে বাহাদুরী দ্যাখাচ্ছে। সকলেই বিরক্ত হয়েছে। পেট্‌ ফাট্‌ ফাট্‌ কর্‌ছে। উঠলেই প্রাণ বাঁচে। দুই একটী ছেলে পাতের গোড়ায় কাপোড় রেখে, ন্যাঙটো হয়ে বসে আছে। কেউ বা কাঁদ্‌তেছে। রামঠাকুর দই খেতে আরম্ভ করেছেন। তিনি দেখ্‌তে দেখ্‌তে তিন থানা দই খেয়ে ফেল্লেন। হরি গাঙুলি পাঁচসের গোল্লা খেলে। খুদীরাম রায়েরই জিত। সে এক বোক্‌নো পায়েস, সাতসের গোল্লা, দুসের মুণ্ডি, ও এক দিস্তে লুচি খেয়েছে। আরও দুসের মেঠাই নিয়েছে। সন্ধে হয়ে গ্যালো। কাঁশর ঘন্টা বেজে উঠ্‌লো। বামণেরাও গণ্ডুষ ত্যাগ কল্লেন।

আমার পৈতে হলে আর আলাদা হয়ে খেতে বস্‌তে হবে না। বামণদের মধ্যে বস্‌লে সকলি খেতে পাবো। তবে অনেকক্ষণ ধরে বসে থাক্‌তে হবে। তা যদি কিছু না খেয়েই পেরিছি এখন কি খেয়েও পর্‌বো না? ঘরের খেয়ে বনের মোষ্ তাড়ন অপেক্ষা, পেটে খেয়ে পিটে সওয়া সহস্রগুণে ভালো!

পৈতে হবে শুনে খুসী হলেম্ বটে কিন্তু কাণ ফুটো করে দেবে সেই ভয়ে মনটা ধক্ পক্ কত্তে লাগ্‌লো। দুই চার্ জন ইয়ারকে কাণ ফুটো কত্তে বেদনা লাগে কি না জিজ্ঞাসা করিতে লাগ্‌লাম। কেউ বল্লে "যেমন গুড়িপিঁপড়ে কামড়ালে বোধ হয় তেম্‌নি বেদনা লাগ্‌বে"। কেউ বল্লে "মোটেই বেদনা বোধ হবে না"। এই রূপ পাঁচ জনের পাঁচ কথা শুনে হিম্মত হলো। যা! আর একটা ভারি খারাপি হবে। পৈতে হলে পরে যখন্ তখন্ খেতে পাবোনা। এক সূয্যিতে দুবার খেতে নাই। ভাল কথাটা মনে হলো। পুরুত ঠাকুর বলেছেন "এক সুয্যিতে দুবার খেতে নাই বটে, কিন্তু, মায়ের পাতে খেতে দোষ নাই," কিন্তু পোড়ার মুখো বাবা মার যে শাস্তি করে গেছে, তাঁর আর কি ভাল খাবার যো আছে? তবে কথাই আছে ডুবদিয়ে জল খেলে বাপেও টের পায় না। সকল ভাবনাত চুকে গ্যাল! এখন্ পুরুত বেটা যে রোজ রোজ সন্ধে শিখেবার একটা ফাতা করে আসে তার্ কি?। সকল রোগের ওষুধ্ আছে, কিন্তু এরোগের কোন ওষুধ নাই। সন্ধে শিখতেই হবে,

না শিখ্‌লে পৈতে দেবে না। পৈতে না হলেও দুখানা করে বেগুণ ভাজা পাবার জো নাই। সন্ধেত শিখ্‌তেই হলো। তবে এর মধ্যে যে কিছু লুকোচুরি খেল্‌তে পারি। দ্যাখা যাক, আমার হাতযশঃ আর পুরুতের কপাল জোর। যদি খোলাকাটা বেটারে গোটাদুই টাকা দিতে পারি, তা হলে আমি সন্ধে না শিখ্‌লেও বেটা লোকের কাছে মিছে মিছি করে বল্‌বে, "হুকমচাঁদ বিলক্ষণ সন্ধে আহ্নিক শিখেচে"। কেবল মিথ্যে কথা কেন?। বেটাকে টাকা দিয়ে গু ফেলিয়ে নিতে পারি। টাকা পাই কোথা?। আর কোথা পাবো?। মার পেট্‌রাটা ভাঙ্‌তে হবে। পরদিন প্রাতঃকালে মার্ পেট্‌রাটা ভেঙ্গে দুটী টাকা নিলাম। খানিক পরে পুরুত বেটা পাঁজি হাতে দৈবগ্যি বামনের মতন্ তুলোট কাগজে কতকগুলো কি ছাই ভস্ম লিখে আমাকে সন্ধে শেখাতে এলো। আমি টাকাদুটী দিয়ে বল্লেম "পুরুত জেঠা! আমিত সন্ধে শিখ্‌তে পার্‌বো না, তোমাকে এই টাকা দুটী দিলাম, কিন্তু লোকের কাছে আমি সন্ধে শিখেচি বলে প্রকাশ করতে হবে, পৈতে হলে পরে তোমাকে আরও কিছু দোবো। আর যদি না বলো, তবে তোমারই এক দিন কি আমারই এক দিন তা বোঝা সোঝা আছে" পুরুত বেটা টাকা দুটী পেয়ে, তিন দিন পরেই খুড়ো মশয়ের কাছে গিয়ে বল্লে, "হুকুমচাঁদ সন্ধে, গঙ্গাস্তব, সূর্য্যস্তব, গণেশ, শিব ও নারায়ণের ধ্যান সমুদায় কণ্ঠস্থ করেছে, না হবে

কেন ? কেমন ঘরের ছেলে ! ”। এই সকল বলে বাড়ি চলে গ্যালো।

খুড়ো মশয় আমার গুণ জান্‌তেন। তিনি পুরুতের কথার বড় একটা বিশ্বাস কর্‌লেন না। আমাকে পরীক্ষা কর্‌তে এলেন। তিনিও সন্ধে আহ্নিকে বৃহস্পতি। কেবল কয়েকটা মুখপাত বচন প্রমাণ মুখস্ত ছিলো। খুড়োমশয় যে কিছু জান্‌তেন্না মা আমাকে এক দিন তা কথায় কথায় বলে দিলেন। তিনি পরীক্ষে নিতে এলে, আমি ভাব্‌লেম, এঁকেত উত্তমরূপে বুজিয়ে দিতে পারবো। খুড়োমশয় জিজ্ঞাসা কর্‌লেন “ভাল! বলদেখি! সন্ধের দধি কোথা ?”। আমি বল্লেম “গোয়ালাবাড়ি”। খুড়ো মশয় বল্লেন “শিবের ধ্যানটা বল দেখি?”। আমি “সাহেবং শুক্লবর্ণং কেদারোপরি সংস্থিতং দ্বিভুজং পিস্তলধরং বিলাতাধিপতিং ভজে।” ॥ সায়েবের ধ্যানটা পড়ে, “হ্যারকেরি মেকিন্টশ্চ পামোরঃ কল্‌বিল্‌স্তথা। পঞ্চগোরা স্মরন্নিত্যং মহাপাতক নাশকং॥” প্রাতঃস্মরণীয় পর্য্যন্ত আউড়ে দিলাম। খুড়োমশয় ঘোঁড়ার ডিম্ বুঝে চলে গেলেন। তা না যাবেন্ কেন ? লোকে সন্ধে আহ্নিক শেখে, কিন্তু শাপের মন্তোর পড়্‌ছে কিছুই টের পায় না। অশুদ্ধই হোক, আর শুদ্ধই হোক, যেমন্ শুনেছে তাই মুখস্ত করে রাখে। বিষয়ী লোকের অপরাধ কি ?। বড় বড় কাছা খোকানে বাহ্যজ্ঞান বর্জ্জিত (মনে মনে প্রতারণা ভরা) দিক্‌গজ পণ্ডিতেরাও, সন্ধে আহ্নিকের অর্থ জানেন না। জিজ্ঞাসা কল্লে বলেন “ওসকল

বেদমন্ত্র, এক্ষণে বেদ চলিত নাই"। চাল কলা ও সিধে পট্‌বেনা বলে আসল কথাগুলি দ্বৈপায়ন হ্রদে ডুবিয়ে রাখেন্।

ক্রমে পৈতে হয়ে গ্যালো। এগার দিন পর্য্যন্ত আমাকে দণ্ডী সাজিয়ে একটা ঘরের ভিতর বন্ধ করে রাখ্‌লে। যেন আমি চোর দায়ে ধরা পোড়ে জেলখানায় কয়েদ হয়েছি। কারুর মুখ দেখ্‌বার জো নাই। কেবল রাত্ থাক্‌তে আচায্যি গুরু এসে, নবমীর পাঁঠার মত স্নান করিয়ে আনেন; আর কতকগুলো ছাই ভষ্ম বকিয়ে পাগোল করে দ্যান।

পৈতের ঘরে থেকে বেরিয়ে ধর্ম্মের ষাঁড়ের মত ব্যাড়াতে লাগ্‌লাম। আমরা শ্রীপাঠ নবদ্বীপের কিশোরীমোহন গোস্বামীর শিষ্য। আমার পৈতে হয়েছে প্রভুর মাথায় টনক্ নড়্‌লো। এক দিন আমরা দরজায় বসে আছি, আমাদের কৃষাণ জমি আবাদের গল্প কচ্চে। সে বল্লে "এবার পূব্‌মাঠের বাচ্‌ড়া খানা আবাদ কত্তে আমি চোদ্দ ভুবন নারায়ণ দেখিছি"। কদিন হলো ও পাড়ার সেদোমালীর কুলে বকন্‌টা হারিয়েছে। সে কয়দিন পর্য্যন্ত গোরুটো খুঁজে ব্যাড়াচ্চে। যখন আমাদের কৃষাণ বাচ্‌ড়া জমি চাস্ কর্‌তে চোদ্দ ভুবন নারায়ণ দেখ্‌তে ছিলো, তখন সেদো দরজার বাইরে থেকে বল্লে "বলা ভাই! তুইত চোদ্দ ভুবন নারায়ণ দেখচিস্, দ্যাখ্‌দেখি! আমার কুলে বকন্‌টা কোন ভুবনে আছে?"। কথাটা শুনে সকলেই বসে হাস্‌চি। এমন সময় "মাথায়

চৈতন্যফক্কা ফুর্ ফুর্ কচ্চে, গলায় ন পেঁচি তুলসীকাঠের মালা, মহানবমীর নয় কোপের দায় থেকে উদ্ধার করেচে, হাতে কুঁড়োজালি, মুখে—ষণ্ড—ষণ্ড, অনেকক্ষণ গাঁজা সেবা হয়নি—এক একবার হাই তুলে হাতে তুড়ি দিয়ে গৌরাঙ্গ তোমার ইচ্ছে বলা হচ্চে, পরনে রেশমী ধুতি, গায় ব্রজের কাঁথা—নাকে রসকলি কাটা—কপালে ও সর্ব্বাঙ্গে ছাপা—যেন আদালতের ফয়সলাখানি, শরীরটী হৃষ্ট পুষ্ট——বাড়িতে তৈল মৎস্য ব্যবহার হয় কিন্তু শিষ্য বাড়ি গিয়ে চিরকাল হবিষ্যাশী ও রুক্ষ্মস্নায়ী, ঘোঁড়ায় চড়ে প্রভু এসে উপস্থিত। প্রভুর আস্‌বাব সেই বেটো ঘোড়াটার দুইদিগে বলদের ছালার মত বেঁধে দিয়েছে। সঙ্গে দুই জন কুপোর মত কালমুক্ক জোয়ান বৈরাগী। কপ্নি ও বহির্ব্বাস পরা, সাজ গোজ ঠিক প্রভুর মত। প্রভুর সেবা কত্তে কত্তে সশরীরে স্বারূপ্য মুক্তি পেয়েছে। বাড়ার ভাগ খুন্তি ও নার্‌বশ্ হাতে। গলার মালাটীর সঙ্গে কুড়োজালির আঁকড়া লট্‌কান রয়েছে। হঠাৎ দেখ্‌লে বোধ হয়, ঠিক যেন মহাদেব নন্দী ভৃঙ্গী সঙ্গে বলদে চড়ে শ্মসান ভূমি আঁধার করে মর্ত্ত্যলোকে আবির্ভূত হলেন। “আস্তে আজ্ঞা হোক্—দণ্ডবৎ—প্রভু চরণ দিন্”—প্রভৃতির ধুম লেগে গ্যালো। আমিও গোলে হরিবোল্ দিয়ে এক পাশে দাঁড়ালেম।

গত বৎসর প্রভু কতগুলি পাঁঠার মধুকোষ শুষ্ক করে নিয়ে মৈমন্‌সিঙ ও শ্রীহট্ট প্রভৃতি অঞ্চলে গিয়ে ছিলেন। সেইগুলি স্বহস্তে পাক করে ব্রজের আলু বলে ভক্তবিন্দ

দিগকে খাওয়ান হয়। সেই অদ্ভুত প্রসাদ পেয়ে ঐ সকল দেশের অনেক লোক প্রভুর নিকট মন্ত্র গ্রহণ করেছে।

এবারও প্রভু অনেক দিন প্রবাসে ছিলেন। বাড়ি থেকে বেরিয়েই কেষ্টপুরের সেবাদাস বাবাজীর আখ্ড়ায় যাওয়া হয়। সেবাদাস বাবাজী কর্ত্তা প্রভুর মন্ত্র শিষ্য। বাবাজীর ফলা বানান শিক্ষা হয় নাই, অক্ষর পরিচয়ও তথৈবচ। "ভুসিমে কাবল প্রভু ভুসিমে কাবল" বলে সুর করে, চরিতামৃত পড়া হয়, এবং পদের অর্থ বুঝে ভাবে গদ গদ হয়ে চোকের জল ফ্যালান্। বাবাজী কি পড়েন, যারা শোনে তাহা মাথা মুণ্ডু কিছুই বুজ্তে পারে না; কেবল খাতিরে এক একবার "আহাহা" করে। বাবাজী ঘোর গোঁড়া, কতকগুলি এদিক্ সেদিক্ বচন প্রমাণ মুখস্ত আছে। তাঁর পাঁচটী সেবাদাসী। তুলসীতলায় গড়াগড়ি দেওয়া হয়। দিনের ব্যালা ভিক্ষে সিক্ষে করে সেবাদাসীরাই আখ্ড়া চালায়। তারা রাত্তিরে যে রোজ্গার করে সেগুলি মজুত থাকে। সন্ধে লেগেচে। আখ্ড়ায় হরি সঙ্কীর্ত্তন হোচ্চে। এয়ার গোছের দুই চার্জন পাড়াগেঁয়ে বাবু সংকেত্তন শুন্বার ছল্ করে ভজন মন্দিরে ঢুক্চেন। কেউ কেউ বাইরে থেকে উকি দিয়ে নিশ্বাস ফেল্তে ফেল্তে ফিরে যাচ্চেন। গ্রামে বাঘের ভয় আছে। অনেক রাত্তিরে বার্ হওয়া যায় না। না হলে নিশ্বাস ফ্যালাবার দরকার ছিলো না। কেউ কেউবা চোটে আর কখনই সংকেত্তনে শুন্তে আস্বো না বলে চলে যাচ্ছেন, কিন্তু পর দিন

তিনিই সকলের আগে এসে হাজির হবেন্। আখ্‌ড়ায় ধূম কারখানা লেগেচে। গাঁজার ধোঁয়ার গন্ধে মা লক্ষ্মী বাপ্ বাপ্ ডাক ছেড়ে পালাবার উদ্যুগ্ দেখ্‌ছেন। এমন সময় গোসাইজী নন্দী ভৃঙ্গী সঙ্গে এসে উপস্থিত। সেবাদাস বাবাজী প্রেমে গদ গদ হয়ে গুরু পুত্তুরের পায়ে দণ্ডবৎ কর্‌লেন। অন্যান্য বাবাজীরাও “প্রভুস্যাবাদি” বলে লুটাপুটি কত্তে লাগ্‌লো। গোঁসাইজী বস্‌লেন। প্রথম খানিক ক্ষণ ধরে শিষ্টাচার চল্‌তে লাগ্‌লো। সেবাদাস জিজ্ঞাসা কর্‌লেন “ঠাকুর পুত্তুর! মা ঠাক্‌রুন ক্যামন আছেন?”। প্রভু বল্লেন “সেবাদাস দাদা! তিনিত এখন বৃদ্ধ বেশ্যা তপস্বিনী, তাঁর থাক্‌লেও হয় মলেও হয়”। কথা বাত্তার পর গোঁসাইজীর জলযোগ হলো। বৈরেগিরে অধরামৃত পেয়ে গোঁসাইকে বেড়ে বসে গ্যালো। এখন আর প্রভুর নিস্তার নাই। এখন্ প্রভুকে শাস্ত্রের কূট কচাল ভঞ্জন কত্তে হবে। সেবাদাস বাবাজী বল্লেন “ঠাকুরপো! অনেক দিন পর্য্যন্ত আমার মনে একটা সন্দোপ আছে। কেউ তার নির্ব্বংশ কত্তে পারে নাই। আপ্‌নি যদি নিষ্পীদ্দিপ্ করে দিতে পারেন,,। গোঁসাই জিজ্ঞাসা কর্‌লেন, “কি সন্দেহ?” সেবাদাস বল্লেন, আজ্ঞা এই “নম নলিন নেত্রায় বেণুবাদ্য বিনো-দিনে। রাধাধর সুধাপান শালিনে বন মালিনে॥” শ্লোকটার ভাবার্থ কি?। গোঁসাই বল্লেন “বাপু!—বিষ্ণু সেবাদাস দাদা! এই যে নমো নলিন নেত্রায়, বুজ্‌লে কি না? বলি, বুজ্‌তে পাব্‌লেত?। সেবাদাস

বল্লেন "আজ্ঞা হাঁ? আপ্‌নি আজ্ঞে করে যান্"। গোঁসাই বল্লেন "নমো নলিন——নেত্রায়, সেবাদাস দাদা! এটুকুনের অর্থ এই——নলের মত চক্ষু যাঁর তাঁকে প্রণাম, আর বেণুবাদ্য বিনোদিনে,——এটুকুন্ যে না বোঝে সে বেটাত বোরেগিই নয়——— সেবাদাস ব্যস্ত সমস্ত হয়ে বল্লেন্, "আজ্ঞে হাঁ! ওটুকুন্ অনেক দিন বুঝেছি"। গোঁসাই বল্লেন, এই যে——"রাধা ধর সুধাপান শালিনে বন মালিনে" এই টুকুনের একটু চিকণ ভাবার্থ আছে। সে ভাবার্থ সকলে জানে না?। সেটুকুন্ কিনা! একদিন শ্রীকৃষ্ণ ও রাধিকা সতরঞ্চ খেলা করে ছিলেন। বুজ্‌লে কি না? সেবাদাস দাদা! রাধা শক্তি, কৃষ্ণ তাঁর সঙ্গে খেলে পার্‌বেন ক্যান?। বারে বারেই হার্‌তে লাগলেন। এখন, সতরঞ্চ খ্যালায় যে হারে তারই রাগ হয়। শ্রীকৃষ্ণ বারে বারে হেরে রেগে কাঁই হয়েছেন। এমন সময় রাধিকা হাস্‌তে হাস্‌তে একটী পান সেজে এনে শ্রীকৃষ্ণ-কে দিলেন। কৃষ্ণ পানটী খুলে দ্যাখেন্ কি! পানে মস্‌লা টস্‌লা কিছুই নাই। তখন আরও রেগে রাধাকে বল্লেন্—রাধা—ধর—সুধা পান, অর্থাৎ রাধা, ধর তোর সুদু পান্ নে। তাতে রাধিকে যখন নিলেন্ না, কৃষ্ণ আরও রেগে বল্লেন—সালি নে, রাধিকাও বল্লেন——বন-মালি নে,। কেমন সেবাদাস দাদা! এখন বুজ্‌লে কি না?"। সেবাদাস বাবাজী শ্লোকের অর্থ শুনে ভাবে গদ গদ হয়ে ভেব্বুড় ছেড়ে কেঁদে উঠলেন। অন্যান্য

বৈরিগিরে দীর্ঘ নিশ্বাস ছেড়ে বলে উঠলেন, "আহা হা! ব্রজের নীলে কে বুজতে পারে!"। কথায় কথায় প্রায় দুপোর রাত হলো। বাবাজিরে আপন আপন ভজন মন্দিরে গেলেন। প্রভু শয়ন কল্লেন্। অনঙ্গমঞ্জরী এসে পদ সেবা কর্‌তে লাগ্‌লেন।

পর দিন আহারের পর প্রভু কেষ্টনগরে চল্লেন্। সেখানে শ্যামা নামে একটী মেয়ে মানুষ প্রভুর মন্ত্র শিষ্য। শ্যামা জেতে বাগ্‌দির মেয়ে হলেও এখন তার বাড়িতে অনেক ভদ্র সন্তানের পায় ধুলো পড়ে। দুটাকা সঙ্গতিও করেছে। বাড়ীটী দোতলা। বিষ্ণু নাজির বাঁধা রেখেছে। তদ্ভিন্ন উপরি রোজগারও আছে।

পাঠক গণের সহিত বিষ্ণু নাজিরের আলাপ নাই। পাঠকগণ! তবে ফুল হাতে করে বিষ্ণু নাজিরের কথাটা শুনুন।

রাম নগরে সদাশিব রায় নামে একটী গরিব ব্রাহ্মণ ছিলেন। বিষ্ণু বাবু সদাশিব রায়ের বড় ছেলে। বিষ্ণুর চোখ ফুটলে সদাশিব রায় তাঁকে কেষ্টনগরের কাল্‌ক্টরির খাজাঞ্চির বাসায় রেখে যান। বিষ্ণু খাজাঞ্চির বাসায় খান, কালেক্টরিতে তায়েদ নবিসী করেন, তায়েদ নবিসী করে মাস মাস দুই চারটী টাকা পেতেন, তদ্ভিন্ন খাজাঞ্চি বাবুও কখন কখন কিছু কিছু দিতেন। বিষ্ণু সেই সকল টাকা নিয়ে বাবুগিরি করে ব্যাড়াতেন।

এফ, বি, হগ্‌ সাহেব কেষ্টনগরের কালেক্টর হয়ে এলেন। মেম সায়েব বিলাত গিয়েছেন। সায়েব দের

মধ্যে মেমেরাই নিত্য নৈমিত্তিক খরচের হিসাব পত্র রাখেন। মেম বিলাত যাওয়াতে হগ্ সায়েবকে নিজেই জমা খরচ লিখ্তে হয়। কালেক্টরির কাজও অনেক। সেই সকল কাজ করে সায়েব খরচের সিহাব রাখতে অবসর পেতেন না। এজন্য খাজাঞ্চিকে একটী মুহরির জন্য বলেন। খাজাঞ্চি সায়েবকে বলে বিষ্ণুকেই সায়েবের নিজ সরকারী কর্ম্মের মুহরী করে দিলেন। বিষ্ণু ক্রমে ক্রমে সায়েবের প্রিয় পাত্র হয়ে উঠলেন। তন্ত্রের প্রতি সায়েবের বিলক্ষণ ভক্তি ছিল। পঞ্চ মকার ভিন্ন আহ্নিক হতো না। বিষ্ণু চতুর্থ মকারটী জেলার জমিদারদের নিকট হতে নিয়ে "সপ্লাই" করতেন। সেই সময় আপনিও কিঞ্চিৎ নির্ম্মাল্য পেতেন। আর শেষ মকারটী বাজার থেকে পালকীতে করে খরিদ করে এনে দিতেন। এই সকল কারণে সায়েব বিষ্ণুকে বড়ই ভাল বাস্তেন। ক্রমে বিষ্ণু সায়েবের ডান হাত হয়ে উঠলেন। এর মধ্যে কালেক্টরির নাজির বে কসুরে ডিস্মিস্ হলেন। বিষ্ণুরও পাতা চাপা কপাল ছিলো, একেকালে আঙুল ফুলে কলার গাছ হয়ে উঠলো। বিষ্ণু বাবু প্রতিমাসে প্রায় পাঁচ সাত শত টাকা রোজগার করতে লাগ্লেন। সর্ব্ব প্রথম সায়েবকে বলে খাজাঞ্চির সর্ব্বনাশ করে কৃতজ্ঞতা দ্যাখালেন। তারপর খোড়ের ধারে একটা দোতলা বাসা প্রস্তুত করান হলো। বিষ্ণুর বড় চাকরি হয়েছে শুনে বাড়িতে সারা রাত্তির ছুঁচোরা সংকেত্তন করতে লাগলো। বাপ মার সুখের সীমা

নাই। তাঁদের না অন্ন, না বস্ত্র, নচ বারি পাত্র। এদিগে বিষ্ণু বাবু বিশ পঁচিশ জন এয়ার নিয়ে সরভাজা ও সর পুরিয়া জল খান। গোলাপ জলে ছোঁচান। দুদ দিয়ে আঁচান; বাশি জিনিষ পেটে সয় না; ঘোর বাবু হয়ে উঠেছেন।

বিষ্ণু রায় হঠাৎ বাবু হলে শ্যামা বেরিয়ে এলো। তার প্রতি বাবুর শুভদৃষ্টি পড়লো। পর দিন বাবুর য্যান মাতৃ দায়; সদ্যই শ্যামার দোতলা বাড়ি ও দুই প্রস্ত সোনার গওনা প্রস্তুত হলো। আজ্ কাল্ শ্যামাই সহরের মধ্যে সর্ব্ব প্রধান।

সন্ধে হয়েছে। শ্যামা চুল আঁচ্ড়িয়ে খোঁপা বাঁধলে। একলা মানুষ সকল কর্ম্মই নিজহাতে কর্‌তে হয়। গোটা-দশেক বাঁধা হুঁকোয় জল ফিরুলে। তার পর গোটা পঁচিশেক কল্‌কেয় তামাক সেজে ফরাস বিছানা খানি ঝেড়ে, ঝুড়িখানেক খিলি নিয়ে বসে আছে। যেন মণিহারি দোকান খানি; যা চাও তাই পাবে। বিষ্ণু বাবু এলে আজ্ কাণ বালা না নিয়ে কথা কবোনা মনে মনে আঁচ্‌ছে। বাড়ির পাশে নেত্ত বাম্‌ণি ও কালোবউ ঝগড়া বাঁধিয়ে দিয়েছে। শশী গরম আকার ঝিঁকের উপর তাঁসা গরম কর্‌চে। এমন সময় প্রভু এসে উপস্থিত। দরজা বন্দ, বাড়ির ভেতর যাবার জো নাই। কৃষ্ণদাস দরজা খুল্‌তে বল্লে। শ্যামা জিজ্ঞাসা কর্‌লে " তোমরা কে গা "?। কৃষ্ণদাস বল্লেন, "ওগো! আমি কৃষ্ণদাস"। এই কথা শুনে শ্যামা রেগে বল্লে, " গু খেগোর বেটারা

এখানে কেন?। তোদের মা বুনের কাছে যা?। কৃষ্ণদাস বল্লে, "ওগো! তোমার প্রভু এসেছেন"। শ্যামা আরও রেগে বল্লে, "গুখেগোর বেটারা! প্রভুর কি মা বুন নাই? দূর হয়ে যা, ঝাঁটা খাবি এখনি"। প্রভু বড় বেচক্র দেখে আপনিই "ওগো বাছা শ্যামা! আমি কিশোরীমোহন গোস্বামী" বলে পরিচয় দিলেন্। শ্যামা শুনে লজ্জিত হয়ে এসে দোর খুলে দিয়ে দণ্ডবৎ কর্লে। গোঁসাইজী উপরে গিয়ে ফরাসে বস্‌লেন।

সন্ধে উৎরে গ্যালো। নাজির বাবু জল খেয়ে শান্তি-পুরে ধুতি পরে, ঢাকাই পাঠানের চাদর গায় দিয়ে, পান চিবুতে চিবুতে, লুকিঙ গ্লাসের কাছে দাঁড়িয়ে ব্রস দিয়ে চুলগুলি তৈয়ের কল্লেন, তেড়িটী না ভাঙে এজন্য খানিক পমেটম্ দিলেন। চাকোর ছড়ি গাছটি ও আতর লাগান রুমাল খানি হাতে করে দাঁড়িয়ে আছে। বাবু বুট যোড়া পায় দিয়ে ছড়ি ও রুমাল্ নেবেন্, এমন সময়, পরনে শততালি যুক্ত ময়লা ধুতি,—গায় একখানা দো-সুতি, হাতে একটা টুক্‌নি, তার সর্ব্বাঙ্গে আঁবের আঠা মাখা, কাঁধে একটা তালপেতে ছাতি,—উরোৎ পর্য্যন্ত রাস্তার ধুলো,— নাপিতকে পয়সা দিতে না পেরে তার-কশ্বরের স্মরণ নেওয়া হয়েছে, কাপড়ের গন্ধে ভূত পালাচ্ছে, নাজির বাবুর বাপ সদাশিব রায় এসে উপ-স্থিত। বিষ্ণু বাবু তাঁকে পাশের কামরায় যেতে বল্লেন। এয়ারেরা জিজ্ঞাসা কর্‌লে "বাবু! ইটী কে?"। বিষ্ণু বাবু বল্লেন "ইনি আমাদের দেশস্থ একটী ব্রাহ্মণ"।

সদাশিব রায় এই কথায় বড় দুঃখিত হয়ে, হঠাৎ বাবুকে লজ্জা দিবার জন্য এয়ার দিগকে বল্লেন, "ওগো বাবু সকল! আমি ওঁর দেশস্থ ব্রাহ্মণ নই আমি ওঁর বাপ"। বিষ্ণু বাবু এই কথা শুনে সদাশিবকে মুখ ভেঙচিয়ে তাড়া দিলেন। তার পর চোক রাগিয়ে পাশের কামরায় যেতে হুকুম হলো। বুড়ো বামণ ডরে ভয়ে পাশের কামরায় গ্যালো। "আজ বেড়িয়ে এসে জুতিয়ে তোমার মাথা ভাঙ্‌বো এখনি" মনে মনে এইরূপ ভাব্‌তে ভাব্‌তে বিষ্ণু বাবু এয়ার দিগকে বল্লেন "ও একটা পাগোল, মধ্যে মধ্যে এসে এইরূপ বিরক্ত করে,,। এয়ারেরা "বিষ্ণু বাবুর বাপ দেখলাম" বলে হোহো করে হেসে উঠলো। বিষ্ণু বাবুও তাদের সঙ্গে চড়্‌কের হাসি হাস্‌তে হাস্‌তে দঙ্গল বেঁধে শ্যামার বাড়িতে গেলেন্। গিয়ে দ্যাখেন প্রভুর আগমন হয়েছে। সকলেই শ্যামার খাতিরে প্রভুকে গলবস্ত্র হয়ে প্রণাম কল্লেন। সকলের চেয়ে বিষ্ণু বাবুর ভক্তিই অধিক। তিনি কৌশল ক্রমে আপন পরিচয় দিলেন। আপনি এই বাড়ির সাড়েষোল আনার কর্ত্তা হয়েছেন, ভঙ্গী ক্রমে সেটাও জানান হলো। চাকরকে প্রভুর সেবার উদ্‌যোগ কত্তে হুকুম দিয়ে বাসায় চলে গ্যালেন। এয়ারেরাও আমোদ হলোনা সেজন্য কিছু বিমর্ষ হয়ে চারিদিগে ছিটিয়ে পড়লেন্।

প্রভু পরদিন গোয়াড়ি থেকে শ্রীগঞ্জে গেলেন্। শ্রীগঞ্জের ঘোষেরা প্রভুর শিষ্য। ঘোষেরা কুলীন কায়স্থ

দশ টাকা সঙ্গতিও আছে। বৈষ্ণব চূড়ামণি। বাড়িতে মৎস্য মাংসের কারবার নাই। স্ত্রী পুরুষ সকলেই গৌর ভক্ত। অনুপ ঘোষের স্ত্রীর মন্ত্র গ্রহণ হয় নাই। তার বয়স চোদ্দ কি পোনের বৎসর। মেয়েটী পরমাসুন্দরী। প্রভু ঘরে দরোজা দিয়ে তাকে মন্ত্র দিতে লাগ্‌লেন। মন্ত্র দিতে অনেক ক্ষণ লাগ্‌লো বলে মধ্যে মধ্যে ঘন্টা ধ্বনি হতে লাগ্‌লো। বউটী মন্ত্র নিয়ে বাইরে এলে অনুপের ছোট ভগিনী জিজ্ঞাসা কল্লে, "বউ! ক্যামন মন্ত্র-নিলি?"। (যিনি জিজ্ঞাসা করলেন তিনিও এই প্রভুর কাছে মন্ত্র নিয়েছেন)। বউ বল্লে "বাড়িতে যেরূপ মন্ত্র নিয়ে থাকি প্রভুর কাছেও সেই রকম, তবে বাড়ার ভাগ ঘন্টা নাড়া, প্রভু বল্লেন এবার কেবল মন্ত্র দিয়ে গেলাম। অল্প ক্ষণের মধ্যে স্তব কবচ শিখান হলোনা। বারান্তরে এসে সেগুলো শিখিয়ে দেবো"।

প্রভু উদার চরিত্র "হাতে কাঁটা বাধে বিষ" পরদিন অনুপের পিসীকে স্তব কবচ শিখিয়ে দিলেন। সে মাগির কিছুই মনে থাকে না। প্রভু বাড়ি এলেই সে স্তব কবচ সব ভুলে যেতো। এমন্ কি? এইবার দিয়ে সে বিশ-বার স্তব কবচ শিখলে। কিন্তু পুনরায় প্রভু এলেই সব ভুলে যাবে। আমার ঠাকুর দাদা বড় ধূর্ত্ত ছিলেন। তিনি প্রভু দিগের গুণ জান্তেন, সুতরাং বাড়ির মেয়ে দিগকে প্রভুর নিকট মন্ত্র নিতে দিতেন না। মাঝে মাঝে গোঁ-সাই ঠাকরুণরা এসে বাড়ির ভিতর মন্ত্র দিয়ে যেতেন।

গোঁসাইজী পরদিন শ্রীগঞ্জ থেকে রামনগরে এলেন্।

রামনগরের সাধু ঘোষ প্রভুর শিষ্য। সাধু, জেতে গোয়ালা। বিলক্ষণ সঙ্গতি আছে। সকাল ব্যালা দই টেনে মাখন তুল্‌ছে। গোরু গুলি মাঠে গিয়েছে। রোগা রোগা বাছুর কটা খোঁয়াড়ের ভিতর খিদের জ্বালায় হাম্বারবে চীৎকার কর্‌চে। ঘোষান্ ঘর নিকিয়ে দই নিয়ে বাজারে যাবার উদ্দ্যোগ দেখ্‌চে। ছোট ছোট ছেলে গুলো দাওয়ার উপর মুড়ি নিয়ে হ্যাঙ্গামা লাগিয়েচে। দধিমন্থনের শব্দ—বাছুরের হাম্বারব——ও ছেলের চীৎকার শুনে বৃন্দাবনের গোষ্ঠ লীলা মনে পড়চে। এমন সময় প্রভু এসে উপস্থিত। ঘোষ প্রভুকে দণ্ডবৎ কল্লে। ঘোষান্ হাতপা ধুয়ে চোক মুখ ঘুরুতে ঘুরুতে এসে প্রভুর চরণ নিলে। ক্রমে স্নানের ব্যালা হয়ে উঠ্‌লো। গোয়ালা অবাম জাতি, মনে কোন কুটকচাল নাই, ভাল মন্দ কিছুই বোঝে না। প্রভুর স্নানের জন্য একটা বোক্‌নোয় করে দশ সের তেল এনে দিলে। প্রভু বল্লেন্ "সাধু চরণ! আমি ত তেল মাখিনে, তেল তুলে রাখ গে, কেবল, একবার তেল তমাক টা করে দ্যাও"। সাধুচরণ "যে আজ্ঞে" বলে তমাক সেজে এনে দিলে। প্রভু তমাকে টান্ দিয়ে, সাধু চরণকে জিজ্ঞাসা কল্লেন্ "সাধু! এ কি রকমের তমাক? গন্ধ কচ্চে ক্যান?"। সাধু বল্লে. "প্রভু! আমি কি তোমার কলু শিষ্যি? যে তেল তামাক দেবো?। আমি জেতে গোয়ালা, ঘরে দু মোন ঘি মজুত? আমার কাছে তেল তামাক? আপ্‌নি আমাকে কি এতই গরিব ঠেউরে চো? আমি ঘি তামাক দিয়েছি।

তামাকে বুজি অনেক ঘি হয়েচে তাইতে গন্ধ কচ্চে"। এই সকল কথা শুনে প্রভু হাস্‌তে লাগ্‌লেন। সঙ্গের বৈরেগী গাজা তোয়ের কত্তে লাগ্‌লো।

ঘোষান্‌ বল্লে, "মিন্‌সে বসে বসে মাটি ভাবাচ্চিস্‌ ক্যান? প্রভুর সেবার কি হবে?"। সাধু বল্লে, "তার জন্যে ভাব্‌চিস কি? পাঁচটা দোয়া গাই আছে, তার একটা প্রভুর সেবায় দিলে ভেসে যাবে, তুই গোড়লদের বাগান থেকে প্রভুর সেবার জন্য খান্‌ চার্‌ পাঁচ্‌ পাত কেটে আন্‌"। সঙ্গের বৈরেগী গাঁজা তোয়ের কত্তে ছিল, সে বল্লে, "সাধু দাদা! কাটা বল্লে প্রভুর সেবায় লাগে না। বিনেন বল্‌তে হয়। সাধু এই কথা শুনে ঘোষান্‌কে বল্লে "তবে যারে মাগি! শীগ্‌গীরি যা, খান কয়েক পাত বিনিয়ে আন্‌গে"।

প্রভুর গাঁজা সেবা হলো। চোক্‌ দুটো জবা ফুলের মত রাঙা ডগ্‌ ডগ্‌ কত্তে লাগ্‌লো। "কি শোভারে বিন্দে-বনে কিশোরী কিশোর" গাইতে গাইতে গাম্‌ছা নিয়ে নদীতে স্নানে চল্লেন। সাধু বল্লে, "প্রভু! ওপথ দিয়ে গাঙ্গে যাবেন না। আজ্‌ আলি হোসেনের ছেলের সুন্নোৎ সেই জন্যে গোটা পাঁচ ছয়, গোরু বিনিয়েছে। আপনি ডাইনের পথে যান্‌"। কৃষ্ণদাস বল্লে, "সেকি? সাধু দাদা! গরু বিনিয়েছে কি!"। সাধু বল্লে, "কাটা বল্লে যে প্রভুর সেবায় লাগ্‌বে না"।

প্রভু স্নান করে এসে আহ্নিক পুজো সেরে পাক করে নিয়ে সেবায় বসলেন। সাধু মস্ত একটা বাটী করে সের

দুত্তিন ঘন আবর্ত্তন দুদ্ আন্‌লে। প্রভু তার খানিক খেয়ে বাটিটী শুদ্ধ রাখ্‌লেন। সাধু "প্রভু! এ একবারকার পেচ্ছাব বইত নয়, আপ্‌নি খেয়ে ফ্যালা না ক্যান?" বলে, মাথার দিব্বি দিয়ে খাওয়াতে লাগ্‌লো। প্রভু সেবা করে বসে পান তামাক খেতে লাগ্‌লেন। সাধু প্রসাদ পেতে বসে গেল। প্রভু রাত্তির টুকুন্ রামনগরে থেকে আজ্ আমাদের বাড়ি তস্‌রিপ নিয়েছেন।

প্রভু চণ্ডিমণ্ডপে গিয়ে বস্‌লেন। বাড়ির সকলেই একে একে প্রণাম করে গ্যালো। তোয়েরি ভাত মিল্‌বে। আহ্নিকের পর কেষ্ণের শত নাম পড়্‌তে পড়্‌তে ছাপা দিয়ে সর্ব্বাঙ্গ চিত্র বিচিত্র করা হলো। কেষ্ণদাস এক খানা ছাপায় গোপীচন্দন মাখিয়ে প্রভুর পিঠে চুনকাম কত্তে লাগ্‌লো। প্রভু কুঁড়োজালির আঁকড়া গলার মালায় লট্‌কিয়ে হরিনামের মালার টুপি মাথায় দিয়ে চরিতামৃত পাঠ কর্‌লেন। তার পর জপ আরম্ভ হলো। আজ্‌কে পাক কত্তে হবে না বলে জপ আর ফুরোয় না। ব্যালা তিন পোর উৎরে গ্যালো। বাড়ির সকলেই ক্ষুধায় ছট্ ফট্ কত্তে লাগ্‌লো। ছোট ছোট ছেলে পিলে গুলি আর ক্ষুধা তেষ্টা সহ্য কত্তে পারে না। প্রভুর পেসাদ না পেয়েত কেউ আর খেতে পাবে না। প্রভুরও জপ সারা হবে না। বড়ই কষ্ট হচ্চে। "মা! আমিত আর থাক্‌তে পারিনে। আমাকে চাট্টি ভাত দে"। মা বল্লেন, "ওকথা বল্‌তেও নাই, প্রভুর সেবা না হলে কি খেতে আছে?" মার এই কথাটা শুনে যেন সর্ব্বাঙ্গ

শরীর জুড়িয়ে উঠ্লো। কি কব যে মা! অন্য লোক হলে ভাল করে বুঝিয়ে দিতেম। কি করি! মা কিছু খেতে দিলেন না? আস্তে আস্তে ভাঁড়ার ঘরে গিয়ে যা কিছু পেলাম্ তাই খেয়েই পেট শান্ত কত্তে হলো।

ব্যালা তিনপোর উৎরে যায় যায় হয়েছে, এমন সময় প্রভু কুঁড়োজালি রেখে চরণামৃত পেয়ে জলযোগ কল্লেন। তার পর সেবায় বসে গেলেন। শিষ্যেরা প্রভুর পাতে থেকে কণিকামাত্র প্রসাদ পেয়ে সেই এঁটোহাত মাথায় পুঁছে ভোজন কত্তে বস্লেন। সন্ধ্যার সময় প্রভুর সেবা হয়ে গ্যালো। আজ্ মেয়েরা ভারি জব্দ! এখন তাঁরা হাত পা ধুয়ে খেতে বস্বেন। ভাতগুলি সুকিয়ে শক্ত নোয়া হয়েছে। তরকারী আলিয়ে উঠেছে। মেয়েরা মনে মনে বড়ই বিরক্ত, কি করে! চোরার মার কিল উক্রেবারও জো নাই ফুক্রোবারও জো নাই। মেয়েদের এক্টুক খাবার ত্রুটী হলেই সর্ব্বনাশ। মেয়েরা ব্রত নিয়ম যা করে সকলই প্রায় ভাল খাবার জন্যে। অনন্ত ব্রতের চোদ্দ গোণ্ডা পিঠে, ষষ্ঠির ফলার, পৌষ পার্ব্বণ, কুলোইচণ্ডী, মনসার ব্রত, মঙ্গলচণ্ডী, অন্দরবৃত্তিস্বরূপ চিরকালই মেয়েদের ভোগ দখলে রয়েছে। এই সকল ব্রতের "রিজলট্ টা" কেবল এক্পেট-উত্তমরূপে খিটনি। কোন কোন স্ত্রীলোক "মা ষষ্টি! আমার ছেলে-টীকে আরাম কর আমি ষষ্টিতলায় আঁচল পেতে ফলার করে যাবো" বলে মাননা করে থাকে। এরূপ অবলা জাতিকে যে প্রভু সারাদিনটে অনাহারে রেখে খাজনা

তোসিল করেছেন, ইটী তাঁর উচিত হয় নাই। প্রভুরই বা দোষ কি? আমাদের বাড়ির মেয়েরা তাঁর কাছে মন্ত্র গ্রহণ করে না বলেই তিনি রেগে সারা দিন্‌টে ক্লেশ দিয়েছেন। এখন অবধি মেয়েরা বুঝে সমজে চলুন। আর প্রভুর কাছে মন্ত্র গ্রহণ করুন। বার্‌দিগর প্রভু খাপা হলে হয় পুলিপোলোয়া পাঠাবেন, আর নয় ছমাস ফাঁসি দেবেন। মেয়েদের প্রভুর উপর কিছু মাত্র ভক্তি নাই। প্রভু এখানে এলে তাঁর ভালরূপ সেবা হয় না। প্রভুর পিতা আমাদের বাড়ি এসে কৃষ্ণ লীলা কর্‌তে চেয়েছিলেন। আমার ঠাকুরদাদা তাই শুনে বলেছিলেন, "ঠাকুর পো! আমার বাড়িতে কৃষ্ণ লীলা কর্‌লে কিন্তু পরিবর্ত্ত হবে। আমি সুভদ্রা হরণ কর্‌তে ছাড়্‌বোনা। খবরদার! এই সকল বুঝে সমজে চল্‌বেন।

প্রভু সেবার পর বিশ্রাম কত্তে লাগ্‌লেন। খুড়ো মশয় নিকটে গিয়ে বস্‌লেন। আমাকে মন্ত্র দিবার কথা হলো। পর দিন প্রভু গাজির বাঘের মত আমার ঘাড় ধরে কানের কাছে বিজির বিজির করে কতকগুলো কি বক্‌লেন। আর সব কথা গুলি তাঁর মুখের মধ্যেই থাক্‌লো। কেবল গোটা কয়েক "আষঙ" তীরের মতন ছুটে আমার কানের ভিতর ঢুক্‌লো। আমি সেগুলোকে বের কত্তে অনেক চেষ্টা কল্লেম। কিন্তু তা কিছুতেই বেরুলো না। এখনও সেগুলো আমার কানের মধ্যে আছে। মধ্যে মধ্যে ফড়্‌ ফড়্‌ করে। তবে অনেক দিনকার হলো বলে কিছু তেজ কমেছে। তারা আমার কানের মধ্যে বাচ্চা না করে

এজন্য অগ্রদ্বীপের গোপীনাথের কাছে আদ্‌খানা পাঁটা মানসা করে রেখেছি।

দেখ্‌তে দেখ্‌তে শ্রীপঞ্চমী-টে গ্যালো। শাল, ষ্টকিং, কম্‌ফার্‌টার, বনাত, টুপী প্রভৃতি অনেক দিন পর্য্যন্ত বিশ্বস্তরূপে মনিবের কর্ম্ম আঞ্জাম করে এখন্ বুড়ো কালে বাক্সে বসে পেন্‌সিয়ান্ পেতে লাগ্‌লেন্। কেউ কেউ বা রিপু ও মেরামত হবার জন্য শান্তিপুরে বেমালুম কারিগরদের বাড়ি গেলেন। যে সকল বাবুরা শালার গঞ্জনায় শীতকালে কাশী গিয়েছিলেন্, তারা এখন বাড়ি ফিরে এসে ঘুঁটের ছাই ও শুষ্ক বিল্বপত্র সংগ্রহ করে, কালী তারা প্রভৃতি দশ মহাবিদ্যের মন্দির দর্শন করে ব্যাড়াচ্চেন্, আর সেই ছাই ও বিল্বপত্র বিশ্বেশ্বরের বিভূতি ও নির্ম্মাল্য বলে একে এক্‌টুক্‌, তাকে এক্‌টুক্‌ দিয়ে ব্যাড়ান হচ্চে।

পূজোর পরেই দাদা কেষ্টনগরের দেওয়ানী আদালতের "ট্রান্‌স্লেটার" হয়েছেন্। তিনি আমাকে কালেজে পড়াবার জন্য নীয়ে গেলেন্। কেষ্টনগর নূতন যায়গা, কখনই দেখি নাই বা কারুর সঙ্গে আলাপও নাই। ভারি মুস্কিলেই পলেম্। দাদা সকালে সকালে খেয়ে কাছারি গেলেন্। আমি বাসায় বসে খানিক্ রাঁধনি বামণ ও চাকরের সঙ্গে কথা কইতে লাগ্‌লাম্। কিন্তু একটু পরেই মন্‌টা বড় চঞ্চল হয়ে উঠ্‌লো। আর কি আমার স্থির হয়ে বস্‌বার জো আছে ?। একবার বিছানায় শুই, একবার ছাতে উঠে দুপ্‌দাপ্ করে ব্যাড়াই, কিছুতেই মন্‌টা

স্থির হয় না। শেষে ভেবে চিন্তে কোথায় কি আছে একবার সহরটা প্রদক্ষিণ করে দেখে এলাম্। ফৌজদারী, দেওয়ানী, ও কালেক্টরির কাছারী, পাদ্রি সায়েবের গিরজে, কালেজ, ডাকঘর, ডাকতারখানা, জেলখানা, আনন্দবাগ, শ্রীবন, রাজবাড়ি ও কোম্পানির বাগান, কোথায় কি আছে এখন তন্ন তন্ন করে বলে দিতে পারি। বাজারে গিয়ে এটা কার দোকান, ওটা কার দোকান, শুনে মুখস্ত করে রাখ্লাম্।

পর দিন কালেজে গিয়ে ভর্ত্তি হলেম্। নিউ স্পেলিঙ্, ফাষ্ট নম্বরের রিডার পড়া হলো। এক পাতা রিডার পড়েই আহ্নিক পুজোকে দূর করে দিলাম্। ইংরেজি পড়া দেখে দেশের ওল্ড ফুলদের মতন দেবতারাও আমার উপর চটে গেলেন। শিব আর আমার ফুল বিল্বপত্র নেবেন না। ক্রমে ক্রমে সন্ধেও রকম সকম দেখে পালিয়ে পার। কিন্তু আমি দেবতাদিগকে ছাড়িনে, ভয় হলে দুগ্গা দুগগা বলা আছে। বাইরে যা হোক কিন্তু মনে মনে দেবতাদিগের প্রতি ভক্তি কমাতে পারি নাই। ছোট বেলে অভ্যাস কি শীগগির যায় ?।

গোয়াড়িতে যখন নতুন জেলা হয় তখন হতেই রামহরি চাটুয্যে মোক্তারি করেন। কতকগুলি নীলকুঠিয়াল তাঁর মক্কেল। চাটুয্যে-মশয় মোক্তারি করে বিলক্ষণ দশ টাকা সঙ্গতি করেছেন। চাটুয্যে-মশয় অতি ভদ্র। ত্রিসন্ধ্যে, শিবপূজা, একাদশীর উপবাস, নিত্য নৈমিত্তিক ক্রিয়ে কলাপ কিছুই ফাঁক যায় না। বাড়ি-

তেও বিলক্ষণ ক্রিয়ে কর্ম্ম হয়ে থাকে। ব্রাহ্মণের কপালে ফোটা আর শূদ্রের গলায় মালা না দেখলে চাটুয্যে-মশায় তাদের সঙ্গে কথা কন না ও বিছে-নায় বসতে দ্যান না। কিন্তু কোন হাকিম-গ্রস্তের লোক যদি হিন্দুধর্ম্মের বিরুদ্ধ কোন কর্ম্ম করে ও চাটুয্যে-মশয়-কে নেমতন্ন করেন, তা হলে তিনি বেওজরে গিয়ে আহার করে এসেন। চাটুয্যে-মশয় মনে মনে আপনাকে সমাজ-পতি বলে ঠেউরেন কি না? এ জন্য সর্ব্বদা দলাদলি, হুঁকো, জল, ধোপা, নাপিত, বন্দ করা নিয়েই আছেন। বাসাতে প্রতি বৎসর দোল হয়ে থাকে।

বাবুর বিদ্যে সাদ্ধিও বিলক্ষণ। যে বার বোরগির হাঙ্গা-মা হয়, সেই বছর বাবুর পিতা পরলোকে গমন করেন। তখন বাবু নিতান্ত শিশু ছিলেন বলেই সকল কথা মনে নাই। বাবুর মাতাই সংসারের কর্ত্তা। বাড়ির কাছে ফরা-তুল্লো কাজির দৈলোৎখানা। কাজি সাহেবের সঙ্গে ঠাক-রুনটীর বিলক্ষণ আত্মীয়তা ছিল। সর্ব্বদা তাঁর কাছে মকদ্দমা মামলার পরামর্শ ন্যাওয়া হতো। ক্রমে আসা, যাওয়া, লোক লোকুতার দরুন, কাজি সাহেব চাটুয্যে বাবুকে বড়ই ভাল বাসতেন। চাটুয্যে বাবু সেই কাজি সাহেবের কাছে, পারসী শিখেছিলেন। পন্দে-নামার কয়েকটী বয়াত পোড়েই পাঠ সমাপন হয়। এখন প্রত্যেক কথায় তার দুই একটী গদ উদাহরণের মত ছেড়ে দেওয়া আছে। তদ্ভিন্ন টটী নটী গোছের বাঙলাও জানেন। ইংরেজিরও ইয়েস, নো, প্রভৃতি কয়েকটী কথা মুখস্ত

করে রেখেচেন্। সেগুলি কি তাঁর পরকালে লাগ্‌বে, না বাপের শ্রাদ্ধের ডোঙার উপকরণ হবে আজও তা স্থির কত্তে পারেন্ নি। নানা রকমের কলম সংগ্রহ করা আছে। চাকুরে লোকের কলম বজায় থাক্‌লেই সোনার থালে ভাত। বাবু নতুন রকমের মাচ ধরা শিখেচেন্ তার জাল কত্তে কাগজ লাগে। এ জালে মাচের বদলে হর রকমের মানুষ পোড়ে থাকে। বাবু ইচ্ছে কল্লেই দলিলকে বহু-রূপী সাজাতে পারেন্। আর যার দলিল দস্তাবেজ নাই সে যদি বাবুকে মোক্তার-নামা দ্যায় তবে বাবু তৎক্ষণাৎ নতুন আন্‌কোরা দলিল তোয়ের করে দিতে পারেন্।

শিবহরি দাস কাঞ্চননগরের বিশ্বাসদের মোক্তার ছি-লেন্। মানিকপুরের মিরজাদের সঙ্গে, বিশ্বাসদের একটা বয়বাতের মকদ্দমা হয়েছে। দাস-মশয় বড় কাছারি টাছারি যেতেন্ না। কাছারিতে অনেক পুর্‌ষে মানুষ যায় কি না ?। সেই জন্য দাস-মশয় কাছারিতে যেতে বড় লজ্জা কত্তেন্। এক দিন দাস-মশয় উকিলের বাসায় যেয়ে জিজ্ঞাসা কর-লেন্ "আমাদের বয়বাতের মকদ্দমাটীর কি হয়েছে ?"। মকদ্দমাটী সেই দিন ডিস্‌মিস্ হয়েছিলো, উকিল সে খবর আগেই বিশ্বেসদের কাছে লিখেছেন। এক্ষণে দাসজীকে নিয়ে আমোদ কর্‌বার জন্য বল্লেন্ "মকদ্দমা ডিক্রী হয়ে-ছে, আপনি শীঘ্র এ সংবাদ লিখে পাটান।" দাস-মশয় এই খবর শুনে বাসায় গিয়ে বিশ্বেসদিগকে লিখলেন "আমার অনেক পরিশ্রমে বয়বাতের মকদ্দমা ডিক্রী হয়ে-চে। সেরেস্তাদারকে দুই শত আর অন্য অন্য আমলা-

দিগকে দুই শত এই চারি শত টাকা দেওয়ার কথা আছে। অতএব, পত্রপাঠ মাত্র এই চারি শত টাকা পাঠাইবেন্। নতুবা আমার ভারি লজ্জা পাইতে হইবে। এই মাসের মধ্যেই টাকা দিবার করার আছে। না দিলে পুনরায় কাজ পাওয়া যাইবে না।”

এইরূপ পত্র লিখে বিবেচনা কর্লেন্, এই চার্শো টাকার কোন ক্রমেই ধ্বংস নাই। পাঁচ সাত দিনের মধ্যে অবশ্যই এসে পৌঁছিবে। এককালে চার্শো টাকা পাওয়া যাবে এই আহ্লাদে বিলক্ষণ খরচপত্র কর্তে লাগ্লেন্। বাবুগিরি দ্যাখে কে?। উকিলেরাও প্রায় দশ টাকার সন্দেশ খেলেন্। শেষে বিশ্বাসেরাও দাস মশয়কে যা লিখ্তে হয়, তাহাতে কিছু অধিক লিখ্লেন্। আর টাকাও পত্রপাঠ মাত্র নগদ পাঠালেন্; তাতে তিলার্দ্ধ দেরি হলো না। দাসজীও দিন কয়েকের জন্যে সহরের লোকের আমোদের পাত্র হয়ে উঠ্লেন্। তাঁকে দেখ্লেই লোকে “ডিক্রী” বল্তো। তিনিও বাপান্ত পিতেন্ত করে গালি গালাচ্ দিতেন্।

চাটুয্যে-মশয় তেমন্ মোক্তার নন। ইনি সায়েব সুবোর কাছে যেতে পারেন্। দুই চার্টে সই সোপারিস্ও চলে। মক্কেল বাসায় এসে প্রায়ই হুজুরের কুঠিতে মকদ্দমার যোগাড় কত্তে যাওয়া হয়। গোড়ার ঘরে কথা চলে বলে বড় একটা প্রকাশ্যে আমলা ফয়লার তক্কা রাখেন্ না। সেটি কেবল মক্কেলের কাছে মান বাড়ান মাত্র। ফলতঃ তলে তলে আমলাদিগকে ষোড়শোপচারে

পূজো করে থাকেন্। লোক দ্যাখানে সায়েবের কুটীতে যাওয়া ছিলো। কোন দিন ঝাউতলা পর্য্যন্ত, আর কোন কোন দিন বা, কামরার বারাণ্ডায় দাঁড়িয়ে, খান্সামাদের সঙ্গে পরবির কথা বার্ত্তা কয়ে চলে আস্তেন। বাসায় এসে লোকদের কাছে, "সায়েব ইয়ে বল্লেন্, উও বল্লেন্, হাত ধরে বল্লেন্ চাটুর্য্যি হাম্ তোম্‌কো বড়া পেয়ার কর্‌তা হ্যায়" এই সকল কথা বলে গল্প মার্‌তেন। সকলেই চাটুয্যে-বাবুকে একটা হুমরো চুমরো মানুষ্ বলে জান্-তো। সোপারিস্, উমেদার, টোক্‌সা-সাধা, মক্কেল, মিঠাই-ওয়ালা, মুদি, ব্রাহ্মণপণ্ডিত, গায়ক, বাদক, ভিক্ষুক, সায়েব বাড়ির চাপ্‌রাসি এসে বৈঠকখানাটী পুরে গ্যাছে। চাকর-বেটারা কল্‌কেয় তামাক্ সেজে বসে আছে। বাবু এলেই আগুন তুল্‌বে। হুঁকোর পিত্তি পোড়ে যাচ্চে। বৈটক-খানায় সকলেই ঘণ্টার গড়ুরের মত বসে বাবুর প্রতীক্ষা কর্‌চেন্। বাবুর ফুর্‌সুদ্ নাই। কাল আবার দোল, তারি উয্যুগ্ সুয্যুগ্ হচ্চে।

তৃতীয় বয়ান।

হুকুমচাঁদ উবাচ।

পাঠকগণ! একবার কৃষ্ণানন্দে হরি হরি বলুন্। আপনারা একটা খুসীর খবর পেয়েছেন কি না?। আরে কাল্ যে রামহরি চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের বাসায় দোলযাত্রা?। কিন্তু আমি আগেই বলে খালাস্। এবার কার দোলে বড় একটা আমোদ প্রমোদ নাই!। তার কারণ এই—চাটুয্যে-মশার একটী "বুজম ফ্রেণ্ড" মতি-বিশ্বাস সে দিন, হরি ময়রাণীর বাড়িতে সকের ডাকাতি করেছিলেন্ বলে, মেজেষ্টর সায়েব তাঁর পায় সকের বেড়ি দিয়ে দুই বৎসরের জন্য শ্রীঘরে পাঠিয়েছেন্। মতিবাবু থাক্‌লে দোলযাত্রার ভারি বাহার হতো। তিনি নাই বলে আমোদের কিছু ত্রুটি পোড়্‌বে।

কাল্ কেবল দোল তাও নয়। চাটুয্যে-বাবুর বাসায় পাকা ফলারও আছে। সেই জন্য খুর্‌নির্ কাশী বৈদিক দাওয়ায় বসে ছেলে পিলে গুলিকে ফলার ঘোষাচ্চে। চক্রবর্ত্তী ঘরের পেছুনে বসে বাখারি চাঁচ্‌চে। কাশী বৈদিক বড় ছেলেকে জিজ্ঞাসা কর্‌লে "আচ্ছা সাতকড়ি! বলদেখি ক্যামন করে ফলার কর্‌বে?"। সাতকড়ি বোল্লে "বাবা! বড় একটা ঘটি নিয়ে ফলারে বস্‌বো। লুচি সন্দেশ,

যা দেবে সব কাপোড়ে তুল্‌বো। দিচ্চে আর তুল্‌চি, যখন দেখ্‌লাম্‌ দশ বারো সের হয়েছে, তখন তোলা ক্ষান্ত দিয়ে খেতে লাগ্‌লাম্‌। পেট্‌ ভরেচে আর্‌ খেতে পারি নে, অম্‌নি দই দে যাও বলে ডাক্‌ ছাড়্‌লাম্‌। দই নিয়ে এলো। প্রথমে ঘটিটী পুর্‌লাম্‌। তার পর, পাতে নিয়ে খেলাম্‌। বামণদের খাওয়া হলো। সক্‌ড়ি কুড়ুতে কাঙালি পড়্‌লো। আমরাও দৌড়ে বাড়ি এলাম্‌। কাশী বৈদিক এই সব কথা শুনে, ছেলের গালে ঠাস্‌ করে একটা চড়্‌ মেরে বল্লেন্‌ "গাধার বেটা গাধা! আট্‌ গণ্ডার ফলার খেঁতে গিয়ে আমার আড়াই টাকার ঘটিটী হারিয়ে এলি?"। এই কথা বলে পুনরায় চড়্‌ মার্‌তে লাগ্‌লেন্‌। ছেলেটা চীৎকার করে কাঁদ্‌তে লাগ্‌লো। খুদু চক্রবর্ত্তী বাকারি চাঁচ্‌তে চাঁচ্‌তে গোল মাল শুনে দৌড়ে এসে জিজ্ঞাসা কর্‌লেন—"কাশীদাদা! ব্যাপারখানা কি? সাতকড়িকে মার্‌ছো ক্যান? ও কি করেছে?"। কাশী বৈদিক বল্লেন্‌ "দ্যাখদেখি ভাই! ছেলেটা ক্যামন্‌ বোকা? আট গণ্ডার ফলার খেতে গিয়ে আমার আড়াই টাকার ঘটিটী হারিয়ে এলো?"। খুদু চক্রবর্ত্তী জিজ্ঞাসা কর্‌লেন্‌ "ক্যামন্‌ করে ঘটি হারিয়ে এলো?"। কাশী বৈদিক বল্লেন্‌ "ছেলেটা কি এমন্‌ গরু? বল্লে কি! ফলার হয়ে গ্যালো, কাঙালিরে সক্‌ড়ি নীতে এলো, আমরাও দৌড়ো দৌড়ি বাড়ি চলে এলাম্‌। দ্যাখদেখি ভাই! আস্‌বার্‌ ব্যালা ঘটিটী হাতে করে এলে ওর কি হতো?"। খুদু চক্রবর্ত্তী বল্লেন্‌ "কাশীদাদা! কোথা ফলার হয়েছিলো?"। কাশী

বৈদিক বল্লেন্ "ফলার কোথা ? এখন ফলার ঘোষাচ্চি।" খুদু চক্রবর্ত্তী "ফলার ঘোষাতেই এত মার্ ?" বলে হাস্তে হাস্তে চলে গেলেন্।

আজ্কে রাত্তিরে খোড়ের ধারে ন্যাড়া পোড়ান বা চাঁচর। সন্ধে অবধি আতোষী বাজি সাজাচ্চে। একটা বাঁশ পুঁতে তার আগায় বোঝা দশেক খড় জড়িয়ে তার উপর গোটা দশেক বোম বেঁধে রেখেচে। আমরা সন্ধে ব্যালাই ভাত খেয়ে খোড়ের ধারে ন্যাড়া পোড়ান দেখ্তে গেলাম। সেখানে যেয়ে দেখি প্রায় দশ বারো হাজার লোক জোমেছে। তার মধ্যে চাষাই অধিক। কালেজের ছেলেরাও তস্রিপ নিয়েছেন। উপর ক্লাসের ছেলেরা ইংরেজি ও বাঙ্লা মিশ্রিত দোভাষী কথায় হিন্দুইজমের নিন্দে কচ্চেন। কেউ বল্চেন "কবে আমাদের দেশ থেকে আইডল ওয়ারসিপ উঠে যাবে ?।" কেউ বল্চেন "পলিগ্যামিটে উঠে গেলে বড় ভালো হয়।" কেউ বল্লেন, "উইডো ম্যারেজটা চলিত কত্তে হবে, এ বিষয়ে সকলেরই এসিষ্ট করা আবশ্যক।" এই সকল শুনে হুকুমচাঁদ বল্ছেন যে কেবল মুখে বল্লে কি হবে ?। কাজে কর দেখি ? তোমরা কি প্রতিজ্ঞে করেছ যে বক্তৃতা করেই মাটি কাঁপাবে ? আর কাজের ব্যালায় তফাৎ তফাৎ ব্যাড়াবে ?। যে কয় দিন কালেজে আছি সেই কয় দিনই যে কিছু শুন্তে পাচ্ছি। এর পর আর তোমাদিগের খোজ খবরও থাক্বে না। কালেজ থেকে

বেরুলে তোমরাও এক একটী কেষ্ট বেষ্টোর মধ্যে গণ্য হয়ে দাঁড়াবে।

এ দিগে চাষাদের মধ্যে ঝকড়া বাধ্‌বার সূত্রপাত হয়েছে। এক দলে বল্‌ছে "চাঁদার বাবুদের অনেক টাকা।" আর এক দলে বল্‌ছে "ধামনগরের বাবুদের অনেক টাকা। চাঁদার ছিকেষ্ট বাবুর চেয়েও ধামনগরের কালীবাবু বড়মানুষ।" কালু সেক বল্লে "হাঁ রে হাঁ! তোদের ধামনগরের বাবুদের ঘরে গ্যালো বছর ফাগুন মাসে যে দারোগা ঢুকেলো সেটা বুঝি মনে নাই? আর কালীবাবুর বড় ছেলেকে ধরে এনে ফটকে দিয়েছে। মানি লোক বলে বাইরে কাম করতে দ্যায় না, জ্যালের মধ্যে বসে বাবুকে সুর্‌কি ভাঙ্‌তে হয়।" এই কথা শুনে কোমরদ্দি রাগ করে বল্লে "দুর শালা পাজি! তুই ছোট লোক হয়ে কালীবাবুর কদর কি বুজ্‌বি? তুই ছিকেষ্ট বাবুর সঙ্গে কালীবাবুর তুলনা দিস্?। কোথা রাণী ভবানী আর কোথা সুয্যি কলুনী। বলে চাঁদে আর গোদে। কালীবাবু বাবুর ব্যাটা বাবু। আর ছিকেষ্ট বাবু জেতে কাঁশারি। দোকানি পসারির সঙ্গে কি মোদের বাবুর তুলনা হয়?।" কালু এই কথা শুনে বল্লে, "মর শালার ঘরের শালা! খানকা গাল্‌ দিস্‌ ক্যান?। তোদের কালী বাবু যে ঝাউ ড্যাঙা ও জগন্নাথপুরের ঘাটে নৌকো মেরে নিত তা বুঝি জানিস্‌ নে?। দুই দলে এইরূপে মুখোমুখি হতে হতে শেষে হাতাহাতি বাধ্‌লো। হুকুমচাঁদও ত তাই বলেন, হাত থাক্‌তে মুখোমুখি ক্যান?। ঠনা-

ঠন্ লাঠি পড়্‌তে লাগ্‌লো। কে কাকে মারে, কার কথা কে শোনে। গোটাদুই জখম্ হলো। কোতোয়ালির দারোগা এলেন্, গোলমাল থেমে গ্যালো।

ঐ "দিদো ধিনা ধিনিতো" বাজ্‌চে। "গোবিন্দো গুপিনাথ রাধার মদনমোহন দয়া কর হে" গান শোনা যাচ্চে। ঠাকুর বেরিয়েছেন। চাষারা দৌড়ে হুড় হ্যাঙ্গামা করে ঠাকুর দেখ্‌তে যাচ্চে। আমরাও নদীপানে পেছন্ দিয়ে দাঁড়ালাম্। দেখি কি! রাস্তার ভিতরটা আলো হয়ে উঠেছে। খানিক পরে আগে কতকগুলো নিশান, তার পিছে সানাই, ঢুলি ও ঝম্পওয়ালা, তার পিছে কয়েক জন গান কর্‌চে; মধ্যে চতুর্দ্দোলায় ঠাকুর, জন কয়েক বামণে কাঁধে করে আন্‌চে। ঠাকুরের পিছনে আপামর সাধারণ লোক ও সহরের আমলা ফয়লা চোলে-ছেন। দেখ্‌লে বোধ হয় কোন বুড়ো ধনী লোক মরেচে এ তারি অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়ার ধূম। বুড়ো বুড়ো আমলারা ইচ্ছে করে এসেন নি, তবে কি জান? ছোট্ট ছেলেটী ন্যাড়া পোড়ান দেখ্‌বো বলে কান্দ্‌ছিল, সেই জন্যই তাকে নিয়ে আস্‌তে হয়েছে।

ঠাকুর এলে খড়জড়ান বাঁশটীর চারিদিকে সাত পাক দেওয়া হলো। সৃষ্টির খান্‌কী ও গৃহস্তের মেয়েরা একত্র হয়ে হুলু দিতে লাগ্‌লো। হরিবোলের ধূম পোড়ে গ্যালো। খড়্‌গুলিতে একটা মশালের আগুন ধরিয়ে দিয়ে ঠাকুর, চতুর্দ্দোলা-খানি-শুদ্ধ একটুক্ তফাতে দাঁড়া-লেন। যিনি বিন্দাবনে গোচারণ কত্তে গিয়া বনের মধ্যে

দাবানল পান করে ছিদামাদি রাখালের প্রাণ রক্ষা করে-ছিলেন, কি আশ্চর্য্য! কলির এমনি মাহাত্ম্য যে তাঁহা-কেই এখন এই সামান্য আগুনের ভয়ে পালিয়ে তফাৎ যেতে হলো। রোম্ গুলি একে একে ঢাস্ ঢাস্ করে ছুটে যেতে লাগ্লো। একটা বোম হরোমণি খান্কীর গায় পল্লো। তাতে তার মাথার চুলগুলি পুড়ে গ্যালো, পরনের কাপোড় দাও দাও করে জ্বলে উঠ্লো, আর সর্ব্বাঙ্গে ফোস্কা পোড়্লো। সেই অবধি সহরের লোকে তাকে পোড়া-হরো বলে ডাকে। নেড়া পোড়া সাঙ্গ হলে সকলে ঠাকুরকে প্রণাম কল্লে। হরিবোল ও হুলুধ্বনিতে সহর কেঁপে উঠ্লো। বাজ্না বাদ্দি পুর্ব্বের ন্যায় বাজ্তে লাগ্লো। ইয়ং বেঙ্গাল্ বাবুরা "ফুলিস্নেস্" বলে হো হো করে হেসে উঠ্লেন। রাত্তিরকাল কেউ দেখ্তে পাবে না বলেই তাঁদের এত জোর। দিনের ব্যালা হলে আপনারাও ধরায় লুণ্ঠিত হতেন।

আবার বাজনা বাদ্দি চুপ। এ দিগে বাজিতে আগুন দেওয়া হয়েচে। এক ঝাঁক হাউই আকাশে উঠে তারা কেটে পড়ে গ্যালো। বাহোবা, কি বাহোবা! আর এক ঝাঁক হাউই উঠ্লো। ও দিগে খান পাঁচ ছয় আস্মান চোরকিও উঠেছে। "ঝাড় বাজিটে দেখ্তে দেখ্তেই পুড়ে গ্যালো। মন্দিরে ও সিতেহারগুলিও বড় ভাল হয় নাই। কারিকর-বেটা কোন কর্ম্মেরই নয়। বাজিতে বড় ধোঁয়া হয়েছিলো। রোদ্ চোড়েছে বলেই এত শীঘ্র বাজিগুলো পুড়ে গ্যালো। নইলে বাজি বড় মন্দ হয়

নাই” এইরূপ নানা লোকের নানা “রিমার্ক” শোনা যেতে লাগ্‌লো। কিন্তু হুকুমচাঁদ কোন কথাই বল্‌ছেন না। পাঁচ মিনিটের মধ্যে যে এতগুলি টাকা “ন দেবায় ন ধর্ম্মায়” ভস্ম হয়ে গ্যালো, তাতে এক জন লোকও নাকে কাটি দিয়ে হাঁচ্‌লো না, এইটীই হুকুমচাঁদের ভারি ক্লেশ। বাজি পোড়ান, বারোইয়ারি, বাই খ্যামটার নাচ হবে বলে চাঁদার খাতা বার কর দেখি, দেখ্‌তে পাবে কত টাকা জমে। এমন কি, এই সকল বিষয়ে অনেকে কর্জ্জ করেও দিয়ে থাকেন। কিন্তু স্কুল স্থাপন প্রভৃতি কোন দেশহিতকর কর্ম্মের অনুষ্ঠান করে কারুর কাছে কিছু চাও দেখি? দেওয়া দূরে থাকুক, আরো বাড়ার ভাগ খ্রীষ্টান নাস্তিক প্রভৃতি বলে গাল দিয়ে দূর করে দেবে। হা আমার পোড়া কপাল! কিসে আপনার হিত হয় যে দেশের লোকের এ জ্ঞান নাই, যাঁরা চাকরি করাকেই পুরুষার্থ জ্ঞান করেন তাঁরাই আবার সভ্যতার অভিমান করে থাকেন।

আবার “দিদো ধিনা ধিনিতো” বাজ্‌তে লাগ্‌লো। “জয় দে জয় দে নন্দরাণী, ঘরে এলো তোর নীলমণি” গান শোনা যেতে লাগ্‌লো। চাসারা হুড় হ্যাঙ্গামা করে ঠাকুরের সঙ্গে সঙ্গে যেতে লাগ্‌লো। কেউ কেউ “সকল বাজি পোড়ে নি বাড়ি গিয়ে আরও তামাসা হবে” বল্‌তে বল্‌তে চাটুয্যে বাবুর বাসায় চল্লো। ক্রমে ঠাকুর বাড়ী গেলেন। চাটুয্যে-মশার বাসায় ভোরব্যালা দেবদোল

হবে তারই উয্যোগ হতে লাগ্‌লো। আমরাও বাসায় এসে শুলেম।

রাত্‌ পোয়ালো। হুলি বেরিয়েচে। রাস্তার ধারে গিয়ে দাঁড়ালাম। আগে আগে কয়েকটা ঢোল আর একজোড়া সানাই বাজ্‌তে বাজ্‌তে যাচ্চে। তার পেছুনে কয়েক জন লোক আবিরে রক্তদন্তিকে সেজে "মহারাজাকা বেটেকা সাদি হো" গাইতে গাইতে চোলেছে। তার পেচুনে একখানা চেয়ারে দুটো বাঁশ বেঁধে জন চেরেক বেহারায় কাঁধে করেচে, তার উপর এক দিক্‌কার মোচ কামান, জামাজোড়া পরা, গলায় জুতোর মালা, মাথায় লক্ব্‌াদার জরির কাজ করা জুতোর মুকুট, দুই পাশে ঝাঁটা বাড়ন দিয়ে বাতাস দিচ্চে, হুলির রাজা, ওরফে বাঙালিদের সভ্যতা, চোলেছেন। হুলির রাজা, কখন শ্যামাকে কখন নেত্ত বামণিকে তলোব দিচ্ছেন। শিশের পিচ্‌কিরি হাতে ছোট ছোট ছেলেরা যেয়ে তাদের ঘর ঢুকে নানাপ্রকার অবস্থা করে ধরে আন্‌চে। মহারাজ সূক্ষ্ম বিচার করে কাউকে বা বেকসুর খালাস দিচ্চেন। আর কারুর বা পাঁচিশ টাকা জরিমানা হচ্চে। মানুষের কপালের কথা ঠিক বলা যায় না। কথাই আছে পুরুষের দশ দশা। কাল্‌ যিনি নেঙটি পোরে ভিক্ষে করেচেন, আজ্‌ তিনি বেহারার কাঁধে চোড়ে দুনিয়ার মালিক, কাল যিনি লোকের দরজায় এক পোর চীৎকার করেও একমুষ্টি ভিক্ষে পান নি, আজ তাঁকে দেখবার জন্য সহরের ছোট বড় সকল লোকই রাস্তায় খাড়া। পাঠকগণ! ইনি যে চির-

কালই রাজা থাক্‌বেন তা নয়। আর খানিক ক্ষণ বাদেই, এমন কি! দশটার পূর্ব্বেই রাজত্ব হারিয়ে ভিক্ষের ঝুলি কাঁধে নেবেন। কতকগুলি মেয়ে মানুষ তামাসা দেখ্‌তে এসেছিলো। তার মধ্যে এক জন বল্লে "দেখ্‌চিস্‌ বোন্‌! মিন্‌সের কপালে রাজত্ব ল্যাকা ছিলো। তা ত এক-প্রকার না একপ্রকারে হতেই চায়। বিদেতার লেকা কি কখন মিত্তে হতে পারে?। পাকেপ্রের্‌কারে লেকাটা খণ্ডে গ্যালো।"

আজ্‌ কালেজ বন্দ হলেও কলেজিয়েট্‌ বাবুরো আবিরের ভয়ে ঘরে থেকে বেরোবেন্‌ না। বালক কালে দোলের পূর্ব্বে পোনের দিন এবং পরে পোনের দিন সকল গায় আবির মেখে রাস্তায় রাস্তায় নেচে ব্যাড়াতেন্‌ তাতে কারুর্‌ কফ্‌টুকও করে নাই। এখন বলে আবি-রের নাম শুন্‌লেও পীড়া হয়। আবির কাপোড়ে লাগ্‌লে ধোপাকে পয়সা দিতে হয় কি না? এখনকার বাবুরো পয়সা খরচ কত্তে হলেই ধার্ম্মিক ও সভ্য হন। বাবুদের কাছে একজন ভিক্ষে কর্‌তে যাক্‌ দেখি! বাবুরো বল্‌বেন "তোমাকে ভিক্ষে দেবো ক্যান? তোমার হাত আছে, পা আছে, করে কর্ম্মে খাওগে, যারা অশক্ত তা দিগকে ভিক্ষে দেবো; আর তারাই যথার্থ দানের পাত্র"। এ কথায় হুকুমচাঁদও "এগ্রি"। কিন্তু এ ওজর কেবল বাবুদের কাউকে কিছু না দিতে হয় সেই জন্যে, 'কেননা' যদি বাবুদের কাছে একজন দ্যাখা সাক্ষেৎ অশক্ত লোকও ভিক্ষে কর্‌তে যায় তবে তখন

বলেন্, "আমার অবস্থা অতি মন্দ আমি কিছু দিতে পারিনে"। আবার খরচ পত্র না হলে কি পয়সা পেলে এঁরা সকল কর্ম্মই কর্‌তে পারেন। তবে কি না? একটু গোপন চাই। হা ছদ্মবেশী লোক! তোমরা মানুষের কাছে গোপন কর্‌ছো, কিন্তু মাথার উপর যে আছে, সে সকলই দেখচে।

যেমন কার্ত্তিক মাসে কুকুর গুলো পাগোল হয়, তেম্নি হুলির সময় দেশোয়ালিরে খেপেচে। তারা ঢোলোকে "তাঘেন্না তাক ধিন্, তাঘেন্না তাক্ ধিন" বাজাতে বাজাতে মামির নামে খেউড় গাইতে গাইতে দঙ্গলে দঙ্গলে রাস্তা দিয়ে চোলেচে। মামির নামে খেউড় গাওয়ার কারণ কি? পাঠকগণ বুঝি তা এখনও বুঝ্‌তে পারেন নি। আমাদের অতি নির্ম্মল চরিত্র দেবতা, যাঁকে লোকে ঈশ্বরের অবতার বলেন্, সেই কৃষ্ট যে বৃন্দাবনে মামিকে নিয়ে নানা প্রকার লীলে খ্যালা ও রাস এবং দোল করেছিলেন কি না? তা দেশোয়ালি-দের দোষ কি? তারা অমন জিনিষ ছাড়বে ক্যান?। কেষ্ট কাজে কত করেছেন, আর দেশোয়ালিরে মুখে দুটো বল্লেই কি দোষ হলো?। বিশেষতঃ এখন্‌কার আইন কানুন ভারি খারাপ হয়েছে।. অন্য লোকের মেয়ে ছেলেকে কিছু বল্লে তক্ষনি দুকুড়ি পাঁচ আইন জারি হবে। আর মামিকে মুখে বলা কি? কাজে কিছু কল্লেও দাদ্ ফোরেদ্ নাই। দেশোয়ালিরে এই সকল বুঝে সমুজেই চলে।

দেশোয়ালিরে হুলি গেয়ে ব্যাড়াচ্চে তাই দেখ্‌বার জন্যে কয়েক জন বেশ্যা রাস্তায় গিয়ে য্যামন্ দাঁড়িয়েছে অম্নি একজন চৌগোপ্পা (হোরিয়া, হোরিয়া, ছারা রারা রারা" বলে তাদিগকে তাড়া কল্লে। বেশ্যারাও দৌড়ে ঘর ঢুক্‌লো। দেশোয়ালিরে আজ পিরকেও ডরায় না! সহরের সকল রাস্তায়, তার পর, মেজেষ্টের সায়েবের কুঠীর কাছে, প্রাণপণ শক্তিতে চেঁচিয়ে খেউড় গেয়ে ব্যাড়াতে লাগ্‌লো। যদি দেশোয়ালি না হয়ে বাঙালী হতো, তা হলে এতক্ষণ পুলিযের কারদানি দেখ্‌তে পেতে। কিন্তু দেশোয়ালির কাছে যোড় হাত, সে পক্ষে বড় করে কথাটী বলবার জো নাই। " কেও! পেয়াদা বাবা! তবে হাগো!"।

এখন্ আর দণ্ড নাই। সহরে এসে দণ্ড ভায়া টা হয়েছেন। দেখ্‌তে দেখতে ব্যালা ন টা বেজে গ্যালো। কালেজ, স্কুল, ও কাছারি বন্দ। সকালে সকালে স্নান করে চাটুয্যে বাবুর বাসায় ফলার কত্তে গেলাম্। যেয়ে দেখি মস্ত একটা সামিয়ানা লট্‌কান হয়েছে। মদন-মোহন ঠাকুর চতুর্দ্দোলায় চড়ে দোল ভিঁটের উপর দুল্‌তে লেগেছেন্। দেখলে বোধ হয় য্যান কচি ছেলেকে দোলনায় শুয়িয়ে ঘুম পাড়াচ্চে। কাল রাত্তিরে যাঁরা হিন্দু ইজমের এগেনেষ্টে দুই চার বাত ঝেড়ে ছিলেন, আজ সেই কলেজ বয় সকলের আগমন হয়েছে। "রিকজ" আইডল্ পূজোর ফলার ইজ্ বেরি সুইট্।" ফলারের খাতিরে মদনমোহন ঠাকুরের এক একটা প্রণাম

লাভ হচ্চে। কলেজিয়েট বাবুরো প্রণাম করে মাথা উঠিয়েই একবার চারিদিগ্ দেখচেন। পাছে কোন সভ্যলোক দেখতে পায়। সেই জন্যে মনে মনে্য ভারি ভয়। প্রণাম করবার সময় একেকালে মতের পরিবর্ত্ত, য্যান তাঁরাই নয়। আবার প্রণাম করে মাথা তুলে, পাছে কোন সভ্যলোক টের পায়। ধন্যরে বাঙালির মন! তোতে এত তামাসাও দেখ্লাম্। এখনি হয়েছে কি? এই সবে কলির সন্ধে বইত নয়। যদি কৃষ্ণের ইচ্ছায় আরও দিন কয়েক বেঁচে থাকি, তা হলে কত মজাই দেখবো। ফলার কত্তে বসে শুন্লাম, আজ রাত্তিরে এখানে পরমা অদিকারির যাত্রা হবে।

ফলারের পর গিয়ে যাত্রা শুন্বার জন্য রাত্তিরে প্রতীক্ষা করতে লাগলাম্। ব্যালা আর যায় না। একটা দুটো, তিনটে বেজে গ্যালো। আবার ছুলী বেরুলো। সেই আমোদে রাত্তির সাতটা পর্য্যন্ত বেড়িয়ে এলাম। চাকর বল্লে "বাসায় চলো, সকালে সকালে খেয়ে যাত্রা শুন্তে যেতে হবে। সাতটা বেজে গিয়েছে।" আমি বল্লাম "যে কটা বাজ্বার তা বেজে যাক্ তার পর বাসায় যাব এখনি।" চাকর বল্লে "না সকলেই গান শুন্তে যাবে। চলো, সকালে সকালে ত ভাত খাই গে।" কি করি! চাকরের সঙ্গে বাসায় গিয়ে ভাত খেলাম। তার পর গান শুন্তে যাওয়া হলো। আসোরটী বেড়ে করে সাজিয়েচে। কালেজের ছোক্রারা সকলের আগে হাজির হয়েচেন কিন্তু ইংলিস স্পিরিট্ আছে কি না? সেই জন্যে

বসে গান শোনা হবে না। চাষা লোকদের পেছনে কাতারে কাতারে দাঁড়িয়ে আছেন। সকলে গায়কদিগের শ্রীমূর্ত্তি দেখ্‌তে পাচ্চেন না বলে, এক এক বার উঁচু হচ্চেন। উপরকার বারাণ্ডার জানালাগুলি খোলা হয়েচে। তার ভিতর দিয়ে ঘরের শোভা দ্যাখা যাচ্চে। ঘরের মধ্যে কতকগুলি ছবি আছে। বোধ হলো সেগুলি পরির ছবি। হয় সেই পরিগুলিই উড়্‌বেন। আর নয় আসরের কোন ব্যক্তিকে উড়িয়ে নেবেন।

যাত্রা আরম্ভ হলো। গোটা কুড়িক খোল ও যোড়া পঁচিশেক কত্তালে কাণ ঝালাপালা করে দিলে। "গৌর এসো হে" গৌরচন্দ্রি গাওয়া হলো। মাথায় জটা, মুখে দাড়ি, হাতে তানপুরো মুনিগোসাই এসে উপস্থিত। তিনি "হরি দিবে কি না দিবে চরণে শরণ মরণকালেতে আমারে" গাইতে লাগ্‌লেন। ইতিমধ্যে মুখে কালী চূণ মাখা, মাথায় বোচ্‌কা, হাতে হুঁকো কল্কে ও তেলের কাঁড়া মুনিগোসাঁই-জীর ভৃত্য বাসুদেব এসে উপস্থিত। বাসুদেবের বক্তৃতা শুনে ডাক্তর ডফ্ পালাতক, আর আসোর-শুদ্ধ লোক তিতো বিরক্ত। তার পর, মাথায় চূড়ো, খড়ি ও সিঁদূর দিয়ে কাজ করা মুখ, পরণে রাঙা টেনা, তার উপর শাদা কাপড়ের পাড়গুলি জড়ান, যেন কুষ্ঠ-রুগীর সর্ব্বাঙ্গ কানি দিয়ে বেঁধে রেখেচে, হাতে রাঙা লাঠি—এইটাই ব্রজে মুরলী ছিলো, পায়ে নুপুর, রঙটী কাফ্রি হতেও একপোচ কালো, "আওয়া বাওয়া ধবলী" বলে মুখ বাজাতে বাজাতে কৃষ্ণ এসে উপস্থিত। বাসু-

দেব ও মুনিগোসাই বিশ্রাম কত্তে লাগ্‌লেন। খোলগুলো "তিন তিন আনা নিদেন দুআনা, পাই পাই না পাই না পাই" বেজে "ধিনিকেষ্ট ধিনিতাক্" বোল ধর্‌লো। কৃষ্ণ নেচে নেচে উঠনের মাঠি সমান কত্তে লাগ্‌লেন। এদিগে পরনে লাল কাপড়ের ঘাগ্‌রা, তাতে গোটা লাগান, মাথায় খোপা বাঁধা, হাতে পিতলের বালা, পায়ে ঘুঙুর, বুকে দুটো নার্‌কেলের মালা বাঁধা, তার উপর কাঁচলি অাঁটা, গায়ে কুসুমি রঙের নেটের চাদর, তার চার্ কিনারে সোনালি গোটা, রঙ্ ধানসিদ্দোর তোলো হতেই নিষ্কালী, "ভাঙ্‌তে সেই রাধার মান, তেজিয়ে আপ্‌নার মান, অপমান হলেন শ্যামরায়" সখীসম্বাদী সুরে গাইতে গাইতে সখীরে এসে উপস্থিত। দেখে বোধ কর্‌লাম য্যান বাগ্‌দি পাড়ায় বিয়ে হয়ে গেছে, ছুঁড়িরে কনে নিয়ে পথে পথে মঙ্গল গেয়ে ব্যাড়াচ্চে।

ছোক্‌রারা ঝাড়া চার দণ্ড ধোরে নাচ করে তেলেনা ও ভবানী বিষয় গাইতে লাগ্‌লো। গান শুন্‌তে বিস্তর লোক জমেছে। আসোরে লোক আর ধরে না। উঠনে জায়গা নাই দেখে কতক ছাতের উপর, কতক ঘরের চালে, কতক গাছের আগায়, লোক থই থই কর্‌ছে। দরজার সামনে গোটা কুড়িক কুকুর শুয়ে আছে। খানিক পরে গোপ দাড়ি কামানে পরমা অদিকেরি, সর্ব্বাঙ্গে গিল্‌টী করা গয়না, পরণে ঢাকাই সাড়ি, মাগি বাঞ্চতের মত দূতি সেজে এসে উপস্থিত। ছোক্‌রারা আসোরে সার্‌বেঁধে হাঁটু গাড়া দিয়ে বস্‌লো। খোলে আস্তে আস্তে দশকুশী

বাজ্‌তে লাগ্‌লো। দূতি ছোকরাদিগের মাথায় হাত দিয়ে হেঁট হয়ে দাঁড়িয়ে গান ধরে দিলেন। "হায়গো সে যে যাবার ব্যালা কি কথাটী বল্‌তেছিলো, রাধার বদনপানে চেয়ে অমনি নয়নজলে ভেসে গ্যালো।" পাছের দোয়ারেরা দুই কাণে দুই হাত দিয়ে "মরি রে" বলে চীৎকার করে উঠ্‌লো। খোল কত্তাল "ভুচ্‌ ভুচ্‌" করে সজোরে বেজে উঠ্‌লো। হাজার দশেক লোক হরিবোল দিতে লাগ্‌লো। দরজার কুকুরগুলো সেই মহাপ্রলয় দেখে ঘেউ ঘেউ করে ডেকে উঠ্‌লো। এ দিগেত এই কুরুক্ষেত্তর হয়ে যাচ্চে কিন্তু ছোকরাদের কাছে এখনও সে খবর যায় নাই। তারা সেই রূপেই বসে আছে, এবং "যাবার ব্যালা কি কথাটী" ছাড়ে নাই। ছোকরাদের এইরূপ তষ্টি নিষ্ঠে দেখে সিকি, আধুলী, দুআনী, প্যালা পড়্‌তে লাগ্‌লো। রোমালে বেঁধে প্যালা দিবার নিয়ম হওয়াতে অনেক ভদ্র লোকের মান সম্ভ্রম রক্ষে হয়েছে। না হলে প্রায় দশ আনা লোকের ভাগ্যে গান শোনা পোষাতো না। রোমালে বাঁধার নিয়ম ছিলো বলেই আজ্‌ অনেকে খালি রোমাল প্যালা দিয়েও নাক, কাণ বাঁচিয়ে গেলেন। পরদিন ব্যালা একপোর পর্য্যন্ত গান হলো। আজ্‌ রবিবার না হলে বড়ই কষ্ট হতো। অনেকের বিদায়ের আর্‌জি মঞ্জুর হতো না। আম্‌লা মশয়দের দুদিন কাছারি না গেলেও বড় একটা দোষ হয় না। কিন্তু স্কুল-বয়েরা জরিমানা দিতে দিতে মরে যেতো। ভাগ্যি আজ্‌ রবিবার, আমরা গান শুনে সকালে সকালে বাসায় গিয়ে খেয়ে

শুলাম। কোন্ দিগ্ দিয়ে দিনটে চলে গেছে জান্তেও পেলেম না। রাত জাগ্লে বেআরাম হয় বলে কি গান শুন্বো না?। ডাক্তারেরা কলা জানেন।

এর পর আর কোন বড় পরব নাই। কেবল বারুণীতে অগ্রদীপে একটা ম্যালা হয়। অগ্রদীপ কেষ্টনগর থেকে নিকট হলে একবার দেখ্তে যেতাম। দেখ্বোই বা কি ছাই! সেখানে কেবল কতকগুলো ন্যাড়া নেড়ি জমে বইত নয়! তা রাজবাড়ির বারো দোলে এখানে বসেই দেখ্তে পাবো। ঘোষ-ঠাকুরের পিণ্ডি ও চিড়ে-মচ্ছোব দেখ্লেও হয় আর না দেখ্লেও বড় একটা বোয়ে যায় না। তবে কতকগুলো এয়ার জুটে যে যাত্রি ও নেড়িদের দুরবস্থা করে সেইটে দেখ্বার জিনিষ বটে।

পাঠকগণ! এই ফুর্সুদে অগ্রদীপের ম্যালা-সংক্রান্ত একটা গল্প বলে নি। গত বৎসর অগ্রদীপের শিবুরায় নামে একটী লোক কোন কর্ম্মের জন্য ঢাকায় গিয়েছি-লেন। রাস্তা দিয়ে যেতে হঠাৎ বৃষ্টি এলো। এজন্য রায়-মশয় একখানা দোকানে ঢুকে বস্লেন। সেই দো-কানে রামকুমার সেন নামে বছর ষাইটেক বয়স হয়েছে কিন্তু এখনও হাতের কাছে পাচ সাত জন আঁটে না এমন একজন ঢাকা অঞ্চলের লোক বসেছিলেন। রামকুমার সেন শিবু রায়কে জিজ্ঞাসা কর্লেন "মহয়! তোমার গো বারি কই।?" শিবুরায় বল্লেন "আজ্ঞে! আমার নিবাস অগ্রদীপ!" "অগ্রদীপ" এই কথা শুনে সেন-মশয় জ্বলে আগুনে জ্বলে উঠ্লেন। "পুঙির বাই হালা! পাচ বুরি

ক্করে পাত?" এই বলে শিবুরায়ের ঘাড়ে ধরে উত্তম মধ্যম দিতে লাগ্‌লেন। শিবু ভাল মন্দ কিছুই জানেন না, খানকা মার্ খেয়ে তটস্থ। গোলমালে সেখানে অনেকগুলি লোক জমে গ্যালো। শেষে প্রকাশ হলো সেন-মশয় একবার নবাবি আমল থাক্‌তে থাক্‌তে অগ্রদীপের ম্যালায় গিয়েছিলেন। ম্যালার সময় দ্রব্য সামগ্রী দুর্ম্মূল্য হয়ে থাকে। সেন-মশয় পাক করে রেখে পাত কিন্‌তে গেলেন। মুদি বল্লে একখানা পাতের দাম পাচ বুড়ি। সেন-মশয় পাতের দাম শুনে রেগে গামছা পেতে ভাত খেয়ে বাড়ি এসেছিলেন, সে প্রায় চল্লিশ বছরের কথা হলো। এত দিন রাগটা মনে মনেই ছিলো। আজ অগ্রদীপের লোক পেয়ে চল্লিশ বছুরে রাগ মিটিয়ে নিলেন।

অগ্রদীপের ম্যালা ফুরুলো। অমুকের বউ হারিয়েছে অমুকের মেয়ে পায় নি, অমুকের ছেলের গার গয়নাগুলি হারিয়েছে, শোনা যেতে লাগ্‌লো। বউ, মেয়ে, ছেলে নিয়ে অগ্রদীপে ম্যালা দেখ্‌তে যাবার কি দরকার ছিলো তা ত জানিনে?। যদি বউ ও মেয়েদের লোকের গোল নইলে মন না টেঁকে তবে রাজবাড়ির বারোদোলের গোলে ঘুরিয়ে নিয়ে গেলেই ত হয়?। ওহো! এখন বুজেচি?। কেবল বারোদোলে সানায় না?। আবার বারোদোলের ঠ্যালা খেতে আসা হবে?। তবে ক্ষেতি নাই?। "অধিকন্তু না দোষায়।"

দেখ্‌তে দেখ্‌তে বারোদোল হাঁ হাঁ করে এসে উপস্থিত। বারোদোলের য্যামন নাম কাজে ত্যামন নয়।

আজ বারোদোল। রাজবাড়িতে বারো জায়গার বারো ঠাকুর এনে ঝুলিয়ে দিয়েছে। দেখ্‌তে যেতে বড়ই ইচ্ছে হলো। কি করি! ক্যামন করে যাবো ?। আমাদের কালেজের ছুটী টাকায় তোলা। মাষ্টারেরা ছুটি দিবার ব্যালাই "ষ্ট্রিক্‌ট" হন। আপনি চুপ করে ক্লাসে বসে রয়েছেন। ছেলেরা কেউ কড়িকাঠ গুন্‌ছে, কেউ গল্প কর্‌ছে। কেউ ছবি আঁক্‌চে। কেউবা মাথা নেড়ে, গা দুলিয়ে ভঙ্গী রঙ্গী কর্‌চে। আর কোন দুষ্টু ছেলেরা দ্যাখ্‌ না দ্যাখ্‌ মাষ্টার্‌কে কলা দ্যাকাচ্ছে। তার দিগে দিষ্টি নাই। কিন্তু যদি কেউ ছুটী নিতে গ্যালো অমনি মাষ্টার চম্‌কে উঠে কাজ কর্‌তে বস্‌লেন।

"রাম নাচে, লক্ষ্মণ নাচে, নাচে হনুমান্। পশ্চাতে পশ্চাতে নাচে বুড়ো জাম্বুবান্।" একা মাষ্টারের জ্বালাতেই অন্ধকার, আবার পণ্ডিত-মশয় তার তাল ধরেন। কালেজে আবার পণ্ডিত ক্যান ? তাঁর কাছে কি কেউ পড়ে ?। বাঙালির ছেলে আবার বাঙলা পড়্‌বে কি ?। পণ্ডিতের সময় ত "লিজার আওয়ার"। পণ্ডিত-মশয় চটি জুতো পায়, পরনে ধুতি, গায়ে মোটা চাদর, মাথায় টীকি, ক্লাসে এলেন। চেয়ারে বস্‌বেন অমনি এক জন ছেলে চেয়ারখানি টেনে নিলে। পণ্ডিত-মশয় ধপাস্ করে পোড়ে গেলেন। কোন কোন দিন বা চেয়ারে বাবলার কাঁটা রাখা যেতো। যেমন বসেন অমনি টের পান। কেউ পণ্ডিতের টীকি ধরে টান্‌ছে, কেউ পিট কিলিয়ে দিচ্চে; পণ্ডিত-মশয় চেয়ারে পোড়ে হাঁ করে নাক ডাকিয়ে

ঘুমুচ্চেন। অমনি একটী ছেলে কাগজের পল্‌তে পাকিয়ে পণ্ডিতের নাকের ভিতর দিয়ে চুপ করে প্লেসে বস্‌চে। টুল, টেবিল, বেঞ্চ, চৌকি প্রভৃতির মতন পণ্ডিতও স্কুলের একটী আস্‌বাবের মধ্যে গণ্য বই ত নয়?। কিন্তু ছুটী দিবার ব্যালা পণ্ডিত-মশয়ও স্কূলের সাড়ে ষোল আনার কর্ত্তা হয়ে বসেন।

মাষ্টার কিসের নটিস্ পড়্‌ছেন? হাফ্-স্কূলের বটে?। রাম বলো! আজ্ হাফ্-স্কূল হলো, বারো দোল্‌টা দেখ্‌তে পাবো। ঘড়িটে আজ্ বড় "স্লো" চল্‌চে। এখনও দুপোর বাজ্‌লো না। এই যে বারোটাবাজ্‌তে পাঁচ মিনিট বাঁকি। উঃ! এখনও অনেক দেরি আছে। পাশখানা নিয়েএকবার বাইরে যাই। "প্লিজ্ টু লেট্‌মি গো আউট্ সার!" মাষ্টার বল্লেন্ "নো! নাউ সিট্ ডাউন্, মেনি বয়েজ আর আউট।" সায়েবদের রাজবাড়িতে "ইন্‌বিটেশন" ছিলো। এজন্য বারোটার সময়েই ছুটী হলো। মাষ্টার ছুটীর সময় "লেক্-চার" দিলেন। "ডোণ্ট্ মেক্ নইজ্ ইন্ দী রোড। বি-কোয়াইট্, ইফ্ ইউ বি এ গুড্‌ম্যান অল্ উইল্ য়্যাড্ মায়ার ইউ।" আমরা "লেক্‌চার" শুনে হো হো করে গোলমাল কত্তে কত্তে বই নিয়ে কালেজ থেকে বেরুলাম। অনেকেই বই রাখ্‌তে বাসায় গ্যালো। আমার আর তত দূর ভর সয় কই?। বই শুদ্ধই রাজবাড়ি চল্লাম। পুরোণো বইগুলি যদি হারায় তবে নতুন হবে। তার জন্যে একটা ভাবনা কি?। লাগে টাকা দেবে গৌরিসেন। ধুপির ফাটে না ফোটে?।

রাজবাড়ির দরজায় কয়েক জন দরয়ান্ শুয়ে আছেন।

তাঁরা হিন্দুস্থানী লোক। সকলেই পালোয়ান্, কেবল ব্যারাম হয়েছে বলে উঠ্‌বার শক্তি নাই। দেখে বোধ কল্লেম যেন ডিস্‌পেন্সারি কি আতুরনিবাসে কতকগুলি রুগী শুয়ে আছে। অথবা নবাবি আমলের আল্‌সেখানা পুনরায় সৃষ্টি হয়েছে। যিনি তাদের কাছ দিয়ে ছোঁব ছোঁব করে যাচ্চেন, তিনিই দরয়ান্‌দের কাছে চোদ্দ পুরু-ষের পরিচয় দিয়ে গলায় ধাক্কা খেয়ে ফিরে আশ্চেন। আর যাঁদের কিছু চালাকি আছে তাঁরা যেন রাজবাড়িরই লোক এইরূপ ব্যস্ত সমস্ত হয়ে চলেছেন। দরয়ানেরাও কিছু জিজ্ঞাসা কর্‌চে না। আর জিজ্ঞাসা কর্‌লেও কথা কওয়া নাই। তারা যে উঠ্‌তে পার্‌বে না মনে মনে তা ঠিক্ জানা আছে। আমিও চালাকি অবলম্বন করে বাড়ির মধ্যে গেলাম। বিষ্ণুমহলে বারো ঠাকুরের দোল হচ্চে। প্রত্যেক ঠাকুরেরই আলাহেদা চতুর্দ্দোল। কয়েক জন ঠাকুর "ম্যারেড," আর কয়েকটী "ব্যাচিলার"। মধ্যখানে কেষ্টনগরের গোবিন্দদেব তার পাশে ব্রহ্মণ্যদেব। দুই জনেরই স্ত্রী নাই। সে জন্য গোবিন্দ কিঞ্চিৎ লজ্জিত, কিন্তু ব্রহ্মণ্যদেব লজ্জা পাবার ছেলে নন্। তাঁর মুখে আগুন জ্বল্‌চে। ব্রহ্মণ্যদেবের বামদিগে তেওট্টের কৃষ্ণ-রায়, অগ্রদীপের গুপীনাথ, ও বিরুয়ের মদনগোপাল। গোবিন্দদেবের ডান দিগে বাগ্‌না-পাড়ার বলরাম; তাঁর সঙ্গে সুভদ্রা-ভগ্‌নীটী ছিলো বলে বড় একটা লজ্জা পে-লেন না। পিসীকে নিয়ে মাহেশের স্নানযাত্রা দেখার মত কাজ সেরে চল্লেন। বলরামের ডান দিগে, নোদে ও

হুরধামের দুটো গোপাল বাঁ-হাটু গেড়ে মস্ত মস্ত দুটো লাড়ু ডান-হাতে করে বসে আছে। দেখে বোধ হলো য্যান দুবেটা মহারাষ্ট্রী বামণ গয়ায় বিষ্ণুপাদপদ্মে চোদ্দ-পুরুষের পিণ্ডী দান কর্‌তে লেগেচে।

বিষ্ণুমহলের সামনের বারাণ্ডায় তক্‌মা-ওয়ালা চোপ্‌-দারেরা ঘুরে ঘুরে ব্যাড়াচ্চে। আসা সোটাগুলি দেয়াল ঠ্যাসান দিয়ে ঘুম যাচ্চে। শীলেখানার উপর নহোবৎ বাজ্‌চে। জজ, মেজেষ্টর, কালেক্টর প্রভৃতি সিবিলিয়ানেরা টুপি খুলে বিবির হাত ধরে রোদে দাঁড়িয়ে আছেন। হুজুরে খবর গিয়েচে। কালেজের সায়েবেরা সিবিলিয়ান্‌-দিগের গায় ঘিস্‌ দিয়ে জানাচ্চেন যে তাঁরাও বিলাতী লোক বাঙালিদের দিন দুনিয়ার মালিক। কিন্তু তাঁরা যে সিবিলিয়ান্‌দিগের নিকট কল্‌কেও পান না সেটা য্যান বাঙালিরে জানেই না ?।

মহারাজ কাপোড়্‌ চোপোড়্‌ পরে নিচে এসে সায়েবদের সঙ্গে "সেকহ্যাণ্ড" কর্‌লেন। বিবিরেও রাজাকে পাণি দানে কৃপণতা কর্‌লেন্‌ না। কর্‌বেনই বা কোন্‌ লজ্জায়। অত সামপিয়ান্‌ কে খাইয়ে থাকে ?। মহারাজা সকল্‌কেই সম্মান করে বৈঠকখানায় নিয়ে গেলেন্‌। বসে প্রথমে খানিক্‌ কথা বার্ত্তা হলো। কাশ্মী-রের আলিহোসেন্‌ বাঁড়িয্যে আর আকায়েবের লোচণ্ড গাঙুলি উত্তম রূপে পাক শাক করে রেখেছিলো। কল-কাতার উইল্‌সন্‌ বাবাজীর আখ্‌ড়া হতেও প্রসাদ এসে ছিলো। সকলেরই সে গুলি সেবা হলো। আমাদের

কালেজের বুড়ো প্রিন্সিপাল এক্ কাঁদি মর্ত্তমান্ কলা খেয়ে ফেল্লেন্। "এঁরাই ত্রেতাযুগে কিস্কিন্ধায় ছিলেন্, শাপ ভ্রষ্ট হয়ে কলিতে মনুষ্য দেহ পেয়েছেন্" হিঁদুদের একথাটী বড় মিথ্যে নয়।

রাজবাড়ির বাইরে বকুল-তলায় বাজার লেগেচে। স্বষ্টির মেয়েরা, চিত্রকরা হাঁড়ি—সন্দেস মুড়্কী—চাব্কী প্রভৃতি কিনে ব্যাড়াচ্চে। নবীন নাগরেরা দঙ্গলে দঙ্গলে গোলের ভিতর ঢুকে, কেউবা পাগোলের মত আঙুল দিয়ে গু ঘাঁটুচেন, কেউ বা আতরের শিশিতে আঙুল দিয়ে চোদ্দ-পুরুষ উদ্ধার কর্চেন্, আর কেউবা রকম্-ওয়ারি রসিকতার দরুন বাপান্ত খেতে খেতে পালাচ্চেন্। কোন স্থানে হুড় হ্যাঙ্গামায় পোড়ে কেউ কেউ মার ধোর খেয়েও আমাদের চূড়ান্ত কর্চেন্। কতক গুলো বরা-খুরে ছেলে, পটকায় আগুন দিয়ে গোলের ভিতর ফেলে দিচ্চে। পটকা গুলি ছুটে উট্চে। মেয়েরা কাপোড় ঝাড়্তে ঝাড়্তে ল্যাঙ্টা হয়ে কে কার গায় পোড়্চে। এই মেয়েদের মধ্যে ঘোম্টা দেখে কোন্টী ঝি, আর কোন্টী বউ, তা চিনে নিতে হবে। সকল গুলি ভদ্রের ঘরের নয় বটে, কিন্তু খুঁজ্তে গেলে দুই চারটী মা ঠাক-রুন্ও বের হয়ে পড়ে।

বকুলতলার দক্ষিণ দিগে একটী আঁবের বাগান আছে। বাগানের ভিতর কতক গুলি ন্যাড়া নেড়ি জমেচে। তারা পৃথক্ পৃথক্ দল হয়ে গোপীযন্ত্র, একতারা, ডুগি ও খঞ্জনী বাজিয়ে "দোমুখো সাঁখালির জ্বালায় প্রাণ

. গ্যালো, রাত্রদিন ঢালা উপ্‌রো কর্‌বো আর কতো বলো” প্রভৃতি ভাব গাচ্চে। বোষ্টমিরে মন্দিরে বাজিয়ে তান্‌ ধর্‌চে। কোন স্থানে “গৌর এসে গোল বাধালেন্‌ নদীয়ায়, উঠেচে প্রেমের বন্যে খ্যাওয়া দিচ্চে ভাঙা নায়” প্রভৃতি ভাব্‌ চলেচে। মাথায় হরিনামের মালার টুপি, গায় নামাবলীর চাপকান্‌ একজন বোরেগী তার মাঝ খানে শুয়ে, বসে, দাঁড়িয়ে, কাত্‌ হয়ে নৃত্য করে, ময়ূর খঞ্জন ও স্বর্গ-বিদ্যাধরীদিগের গর্ব্ব খর্ব্ব কচ্চেন্‌। বাই, খ্যামটার নাম করে এমন্‌ বোকা কে আছে?। সন্ধ্যে হলো। বারোদোল ফুরুলো। আমিও সামিয়ানা খোলা পর্য্যন্ত “ওয়েট” করে বাসায় চোলে এলাম্‌।

চোত্‌ মাস প্রায় শেষ হয়েছে। কি ভয়ঙ্কর রোদ! কার সাদ্দি যে দুপোর ব্যালা ঘরে থেকে বের হয়। সহরে তেম্‌নি ওলাউঠোর ধূম। দিন্‌ গেলে বিশ ত্রিশটে মর্‌চে। বিশ পঁচিশটে বিছেনায় গোড়্‌ পাড়্‌চে। দিন, রাত্তির হরিবোল, কান্না ও নাম শুনান ভিন্ন আর কিছুই শোনা যায় না। এই কাগ্‌ত বারোমাসই ডাকে, কুকুর গুলোও বরাবর্‌ দিন রাত ঘেউ ঘেউ করে, তবে এখন কাগ ও কুকুরের ডাক অত ভয়ানক শোনায় ক্যান?। রাত্তিরে ঘরের বাইরে যেতে ভয় লাগে। য্যান যম দূত গুলো এসে গায়ের উপর চেপে পড়্‌ছে। এ সকল আর কিছু নয়। হুকুমচাঁদ এর একটা সিদ্ধান্ত করেছেন্‌। সে সিদ্ধান্ত টা কি তা জানো?। এটা কেবল হিন্দুদের পুরাণ শাস্ত্রের জ্যাঠামি। আর ভট্‌চায্যিদের শান্তি স্বস্ত্যয়ন

উপলক্ষে চাল, কলা কুড়োবার ফিকির। মড়ক লেগেচে বলে কবিরাজ ও ডাক্তারদের পোহাবারো পোড়েছে। তাঁরা নবান্নের কাগ ও অমাবস্যা শ্রাদ্ধের বামণের মত ছোটা ছুটি করে বাড়ি বাড়ি ফিরচেন্। কবিরাজ মশয়রা দুহাতে চালান্ দিচ্চেন। কেউ কেউ বা স্বয়ংই চিত্রগুপ্তের কাছে বকায়া বাঁকির নিকেশ দিতে গিয়েছেন।

ডাক্তার প্রভুদের নতুন রকমের "ট্রিট্‌মেন্টের" দরুন্ বাজারে ক্যাষ্টিলিয়ান্ ব্রাণ্ডির দর গরম হয় উঠেচে। এয়ার গোছের ছেলেরা "আমার পেট কাম্‌ড়াচ্চে, আমার একদাস্ত ভেদ হয়েচে" বলে এক একটা বাহানা করে মদ-খেতে শিখ্‌চে। বাজারে সাগু, আনার, মিছরি প্রভৃতি রুগীর পথ্য মাগ্‌গি হয়ে উঠেচে। বাঙালী গোছের ভোজ ও ইয়ংবেঙালদের ফিষ্ট মড়ক দেখে সহর ছেড়েচেন্। সকলেই লঘু-পাক দ্রব্য আহার করে প্রাণ ধারণ করেন্। কাছার নিচে পরমায়ু, কখন কি হয় বলা যায় না।

তমাদির ও বাঁকি খাজনার নালিসে দেওয়ানী ও কালেক্টরির কাছারি সর্‌গরম হয়ে উঠেচে। উকিল, মোক্তারেরা কাগজ ব্যাচা দোকানিব মত বস্তা বস্তা দলিল, দস্তাবেজ নিয়ে কাছারি কাছারি ফিরচেন। বট-তলায় সাক্ষী, আসামী, ফোরেদী বসে রয়েচে। পেয়াদা ভায়ারা "আমরাই এখানকার কত্তা" পাকে প্রকারে এইটী জানাবার জন্য তাদের সাম্নে বুকটান করে ব্যাড়াচ্চেন। দুই একটী পুষ্পাঞ্জলীও লাভ হচ্চে। প্রাতঃকালে ও বৈকালে উকিল মোক্তারের বাসায় ভারি গোল। কোন

স্থানে দুই একজন মুহরি ভাঙা দোৎ ও মুচি কলম নিয়ে দরখাস্ত লিখ্চে ও জবাবের মুসাবিদা কর্চে। কোন স্থানে আইন, কানুন্, ফয়সালা ও কনষ্ট্রাক্শনের কূট্কচাল মীমাংসা হচ্চে। কোন স্থানে নতুন সাক্ষী পাঠ নিচ্চে। কোন স্থানে শিক্ষিত সাক্ষীরা পাঠ অভ্যাস কর্চে। কোন স্থানে "ক্রস একজামিনের সিষ্টামে" সাক্ষীর জবান্বন্দী নিয়ে ফাঁকি সিদ্ধান্ত হচ্চে। ঠিক য্যান বিদ্যাভূষণের টোল খানি।

এদিগে কাছারির বিষয়টা শুনুন্। দেওয়ানজী একলাই ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব। তাঁর সত্ব রজ তম তিন গুণই আছে। শুক্ল পুষ্পের অঞ্জলী পেলে সত্বগুণের উৎপত্তি, রজোগুণে পালন ও বিপক্ষকে তমোগুণে সংহার করেন্। আর পূজোর ত্রুটী হলেই তমোগুণ। দেওয়ানজীর পেট্টী বড় কম নয়?। কম হবেই বা কি করে! তিনটী প্রধান প্রধান দেবতার পেট একত্র কি না?। এজন্য অল্পে ভরেনা। তবে গুণের মধ্যে ভক্ত বৎসল। বড় লোকের কাছে ষোড়ষোপচারে পূজো পান। মধ্যবিধ লোকের নিকট দশোপচারে আর দীনহীন ভক্তের নিকট পঞ্চোপচারে পূজো পেয়েই সন্তুষ্ট হন। পেস্কার, মুহরি, রোবকার নবিস্ প্রভৃতিরাও এক একটী পৃথক পৃথক দেবতা। তাঁরা গণেশ, শিবাদি পঞ্চ-দেবতা, আদিত্যাদি নবগ্রহ ও ইন্দ্রাদি দশদিগ্পালের তুল্য। এঁদের পূজো না কর্লেও নিস্তার নাই। আবার প্রত্যেক দেবতার একএকটী বাহনও আছে। তদ্ভিন্ন আদালতের

পেয়াদারাও এক একটী উপদেবতা। সর্ব্বাগ্রেই তাঁদের পুজো দিতে হয়। না দিলে তাঁরা যজ্ঞ বিঘ্ন ঘটান্।

দেওয়ানজীর বাসায় আসামী, ফোরেদী, এসে "কত্তা আমার প্রতি একটু অনুগ্রহ কর্‌তে হবে, আমার খোরাকী নাই, আজ্ মকদ্দমাটা পেস্ করে দেবেন" বলে খোসামুদী কর্‌চে। দেওয়ান্‌জী পুজো পান্ নাই কিসে তুষ্ট হবেন্। মুখ্‌খানা বাঁকা করে "আমার হাত কি? হাকিম বড় কড়া" প্রভৃতি দক্ষিণার মন্ত্র পড়্‌তে লাগ্‌লেন। অম্নি " তৎ-যথা সম্ভব কাঞ্চন মুল্য " বেরুলো। দেওয়ান্‌জী সেই মুখেই " আজ্ সায়েবকে বলে তোমার মকদ্দামাটা পেস করে দেবো এখনি" প্রভৃতি বাক্যদ্বারা স্বস্তি বল্‌লেন।

মফস্বলের হাকিম গুলি সকল হতে চমৎকার। অনেকেই বুদ্ধির রাক্ষস। দেশের আচার ব্যবহার চুলোয় যাক্ ভাষা জ্ঞানও টন্‌টনে। কেউ কেউ মকদ্দামার সময় চণ্ডীমণ্ডপকে বোলান্। কেউ কেউ লাল সাল ওয়ালাকেও ডিক্রী দ্যান্। পুর্ব্বে হাকিমেরা বিলাত থেকে এসে মাস দুই ফোর্ট উইলিয়ম্ কালেজে থাক্‌তেন্। সেখান থেকে কাজ কর্ম্মে ও বাঙ্‌লা ভাষায় বৃহস্পতি হয়ে মফস্বলে যেতেন্। এখন সে ফোর্টউইলিয়ম কালেজ নাই। সুতরাং হাকিমেরা বিলাত থেকে এসে টাট্‌কা টাট্‌কাই মফস্বলে তসরিফ্ নীয়ে থাকেন্। হাকিম মফস্বলে গিয়ে সাক্ষীগোপালের মত এজলাসে বসে থাকেন্। মাথা মুণ্ড কিছুই বুজ্‌তে পারেন্ না। দেখ্‌লে বোধ হয় ঠিক্ য্যান একটী সঙ্। আমলারা তাঁকে কলা দেখিয়ে

দোচোকো ব্রত কর্‌তে থাকে। হাকিমটী এইরূপ হলেই আমলাদের নেজে হাত দ্যাওয়া যায় না।

মেয়াদ উৎরে যায় বলে অনেক দরখাস্ত পড়্‌চে। উকিল ভায়াদের একাদশ বৃহস্পতি। তাঁরা বায়না ও ফিসের দরুণ অনেক টাকা পাচ্চেন্। যে সকল উকিলকে কেউ জিজ্ঞাসাও কর্‌তোনা, এক্ষণে তাঁদের বার পাওয়া কঠিন্। আজ্ কাল লগন্‌সা লেগেচে বলে কুঁড়ে পাঁটায় কড়ি। অনেকেরই নবাবি বেড়েচে। তিন বছুরে ছেঁড়া জোড়াটীকে পেন্‌সন্ দিয়ে কেউ কেউ নতুন জুতো কিনেচেন্। কিন্তু চাপ্‌কান্ ও পাগ্‌ড়ি আজ্‌ও ধোপার মুখ দেখ্‌তে পেলে না। দুই এক জন বারোমাস বুকের ছাতি দিয়েই কাজ্‌সেরে বেড়িয়েচেন্। এখন আর হাতে ছাতা আঁটে না। এক এক জন ছাতাবদ্দার রাখা হয়েচে। তারায় হেগে দেবে বলে রাত্তিরেও ছাতা ধরিয়ে চলেন্। কোন কোন উকিল সাম্‌নে বছর গায় দেবেন্ বলে শস্তা দরে ওছা শাল কিন্‌চেন্। কিন্তু পূজোর সময় বিক্রী করে দেনা শুদে বাড়ি যেতে হবে। লাভের মধ্যে শাল রাখার দরুন্ বাক্‌সটা পবিত্র হলো।

দলে দলে চাপরাসি পরবি সেধে ব্যাড়াচ্চে। তারা অল্পে তুষ্ট হবার লোক নয়। যিনি খুসী কচ্চেন্, তাঁর কাছে "বান্দা লোক হুজুরকো খাদেম হ্যায়" 'হুজুরকো সোনেকা পাল্‌কী হোগা!' প্রভৃতি লেজ্ ফুলুনে খোসামুদীর ছড়া আউড়িয়ে দিচ্চে। আর যিনি "আজ্‌নয় কাল্" বল্‌চেন্, তাঁকে চোক্ ঘুরিয়ে "হামলোককো

বহুত কাম হ্যায় ” হাম্‌লোক্ হররোজ্ আওনে সেক্তা নেই, আচ্ছা! দেখেঙ্গে ” প্রভৃতি বলে শাসিয়ে যাচ্চে। যাঁকে শাসাচ্চে তিনি ভয় পেয়ে তা-দিগকে খোসামুদি করে ফিরিয়ে এনে এক গুণের জায়গায় দ্বিগুণ দিয়ে হাতে পায়ে ধরে বিদেয় কর্‌চেন্।

আমাদের কালেজে সমার ভেকেশন। কলেজ্ বয় ও মাষ্টারেরা বাড়ি যাবার জন্যে বড়ই ব্যস্ত। সকলেই জুতো ও কাপোড় কিন্‌চেন, বাড়ি যেয়ে বাহার দিয়ে ব্যাড়াবেন্। বাসায় যা করেন্ তা ত গাঁয়ের কেউ দেখ্‌তে এসে না। গাঁয়ের লোকের কাছে কম হবেন্ ক্যান ?। ঘরে ছুঁচোয় তেরাত্তির করুক, আর বাড়ি শুদ্ধ লোক উপোস্ করে মরুক্ সে হিসেবে দরকার কি ?। কিন্তু মাথায় তেড়ি কেটে ফুল বাবু সেজে না ব্যাড়ালেই নয়। কেতাটা দুরস্ত চাই। সেটা ভারি দরকারী জিনিষ। কেউ কেউ ডিয়ার ওয়াইফ্ নিয়ে দুদণ্ড আয়েস্ কর্‌বেন বলে ইংরেজি রকমের টিকেট্ মারা বোতল্ খরিদ কচ্চেন্। বোতলের ভিতর যে কি আছে তা বল্‌তে গেলে ঝগ্‌ড়া বাধে। বেঁধে মার্‌লে অনেক সয়। গো ব্যাচারিরা স্বামির খাতিরে সেই কি কতক গুলো রাঙা জল্ খেয়ে বমি করে মর্‌বে। কেউ কেউ খুজ্‌রো খর্‌চায় নোকসান দেখে ডজন্‌কে ডজন্ নিচ্চেন্। সে সকল মাথাধরার ওষুদ্। তিন্ তিন ঘণ্টা অন্তর এক একবার খেতে হয়। অনেকে বিদ্বান্ কব্‌লাবার জন্য মাথাধরা রুগী হন্। আপন মাথায় পুষ্করণীই কাটো আর পায়খানাই করো

সকলই আপন এক্তার। তাতে কেউ দাবীদার হবে না। কেউ কেউ কলরার ট্রিট্মেন্ট কর্বার জন্য প্রকাশ্য রূপেই ক্যাষ্টিলিয়ান্ ব্রাণ্ডি নিচ্চেন্। তাঁদের আবার বিবিয়ানা গোছে সানায়না। আর কেউ কেউবা লজ্জা সরমের দায়ে ভ্যাঙা পথে যাবার সরঞ্জাম্ গোচাচ্চেন্। তোড়, জোড়, মেরু, জাম্বু, ছুরি, কাঠ সকলি সংগ্রহ হয়েছে। কেবল আবগারি মহল ইজারা কত্তে বাঁকি।

কোন কোন বাবু ওয়াইফ্‌কে বিবি বানাবার্ জন্যে গাউন, কোর্ত্তা ও মোজা কিনে নিলেন্। পরায়ে আপনাদের রিফাইণ্ড টেষ্টের পরিচয় দিবেন। আয়াদের সর্ব্বনাশ! আমাদের পণ্ডিত মশয় আতর, গোলাপ, ফুলোলতেল, পমেটম্, ম্যাকেসার অইল, পানের মসলা, মাথাঘসা, মিসি ও বুটোদার ঢাকাইসাড়ি কিনে নিলেন্। তিনি প্রতিজ্ঞে করেচেন্, এবার বাড়ি গিয়ে ঘুঁটেকুড়ুনে বামণিকে বাবু সাজাবেন্। পণ্ডিত মশয় ইংরেজি স্কুলে পড়ান্ কি না?। কিছু কিছু ইংরেজি চেলে না চল্লে লেকে এককালে যজ্মানে বামুণ বলে অগ্রাহ্য কর্বে, কাজেই তাঁকে নিজের জন্যে কাপোড়ের মধ্যে করে, একখানা সাবান্—আর কিছু বিষ্ণুকীট্—এবং ধূমপানের জন্য কিঞ্চিৎ বিজয়া—নিতে হলো। মাঙ্না পেলে একবোতল পেটের ব্যারামের ওষুদও নিতে পার্তেন।

সমার ভেকেশনের দিন ঘুনিয়ে এলো। কালেজ্ বয়েরা কতক বাড়ি, আর কতক ফ্রেণ্ডদের হাউসে গেলেন্।

সায়েবেরা কলিকাতায় হাওয়া খেতে চল্লেন্। সায়েবদেরই মুলুক। তারা ইচ্ছে কর্‌লে রাত্‌কে দিন আর দিনকে রাত কর্‌তে পারেন। কলিতে সায়েবরাই দেবতা। যদি সায়েবকে তুষ্ট করা যায় তা হলে হাতে হাতে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ চতুর্ব্বর্গের ফল পাওয়া যেতে পারে। সায়েব তুষ্ট হয়ে কত গাধাকে বড় মানুষ করে দিয়েচেন; আর সায়েব সহায় নাই বলে কত বিদ্বান্ লোক ঘাটে গড়াগড়ি পাড়্‌চেন তার সংখ্যাই নাই। অনেক এজুকেটেট্ নেটিব এখন সায়েবদের তুল্য কক্ষ হবার জন্য আস্পর্দ্ধা করেন। কি আমোদ! ও এজুকেটেট নেটিব ভায়ারা! তোমাদিগকে গোটাকতক কথা জিজ্ঞাসা করি, আগে তার উত্তর দাও, তারপর, তোমরা সায়েব হতে বড় কি ছোট তা বল্‌বো এখনি। বল দেখি! মদ খেতে শিখলেই কি সায়েব হয়? না বাঙালি হয়ে ফেণ্ডের কাছে ইংরেজি ভাষায় চিটী লিখ্‌তে পারলেই কি সায়েব হয়? মাতৃভাষা ভালো করে না শিখ্‌লেই কি সায়েব হয়? বক্তৃতা করে মাটি ফাটাতে পার্‌লেই কি সায়েব হয়? গলায় দড়ি! তোমরা কোন গুণে সায়েব হতে চাও তাত বুজ্‌লাম না। তোমরা কি সায়েবদের খালি দোষ গুলি ইমিটেড করেই সায়েব হতে চাও? যদি তা হয় তবে তোমাদের বিষম ভ্রান্তি উপস্থিত হয়েছে। যদি তোমরা সায়েবদের গুণের এক আনাও দখল কত্তে পার, তা হলে হুকুমচাঁদ তোমাদিগকে বড় বলে স্বীকার কত্তেও দুঃখিত হতেন্ না। তোমাদের পৌত্তলিকতা কত্তে খ্রীষ্ট

ধর্ম্ম অতি উত্তম, আর সায়েবদের সঙ্গে কম্পেয়ার কর্‌লে তোমাদিগকে ভূত বলে ঘৃণা হয়, আর সায়েবদিগকে দেবতা বলে ভক্তি কর্‌তে ইচ্ছে যায়।

আমি বাড়ি গেলাম্। চোত্ মাস্‌টা যাবার ব্যালা ছাড়ান্ত শনির মত গোল মাল করে পৃথিবী ছাড়্‌লো। সেই ধাক্কায় দোকানি, পসারি, মহাজন, জমিদার প্রভৃতি সকলেরই খাতা উল্‌টে গ্যালো। যেমন রোদের তাত্ তেম্‌নি ঢাকের বাদ্দি। দেশ ছেড়ে পালালেই প্রাণ বাঁচে। সিমুলের ফল ফেটে সৃষ্টির তুলো উড়্‌তে লাগ্‌লো। আগুণ ভায়া গাঁকে গাঁ খেয়ে খাণ্ডব দাহনের মত মন্দাগ্নির পীড়া হতে আরাম পেলেন্। আজ্ কাল্ নিম্ বেগুন্ ভায়ার বড় আদর। তিনিই বসন্তের ওষুদ্ হয়ে দেশ রক্ষে কচ্চেন্। নইলে বিকসিত পুষ্প ও মলয় পবন এবং কোকিল, ভ্রমর প্রভৃতি বাপকেলে ধন পেয়ে কবি মশয়দের কারদানি লেফিয়ে উঠ্‌তো। আর তাঁদের কলমের চোটে বিরহিনীদের সপিণ্ডীকরণ হয়ে যেতো। চোত্ মাস্ ফুরুলো, সেই সঙ্গে হুকুম চাঁদেরও বাল্যলীলা সমাপ্ত হলো। কেবল গোষ্ঠ ও ননী চুরী বাকি রৈলো। কিছু কিছু বাঁকি থাকাই উচিত। সকল গুলি "সিক্রেট্" পাঠক্‌দিগের কাছে প্রকাশ্ করা যায়্ না। তবে পাঠক্ মহাশয়েরা "গুড্‌বাই"। আপনারা এই খানেই ওয়েট্ করুন্। হুকুম চাঁদ আর এক প্রকার ড্রেস কত্তে সাজ্ ঘরে চল্লেন্। এখনিই আবার দ্যাখা হবে।

চতুর্থ বয়ান।

হুকুমচাঁদ উবাচ। আমি প্রায় চারি মাসের পর বাড়ি এসেছি। আদরের আর সীমা নাই। আহা! বাসার ভাত খেয়ে কি ছেলে মানুষ্ থাক্‌তে পারে? না জানি কত দুঃখুই পেয়েছে?" বলে, মা, আমার গায় হাত বুলুতে বুলুতে নানা রকমের খাবার দিলেন। আমি সহুরে হয়েচি কি না? সুতরাং পাড়াগেঁয়ে গোছের খাবার দ্রব্য আমার মুখে ভালো লাগ্‌বে ক্যান?। আমি তার কিছু কিছু খেলাম্। মা, মাথার দিব্বি দিতে লাগ্‌লেন্ কিন্তু আমি "আর খেতে প্যারিনে বলে উঠ্‌লাম্। মা বল্লেন্ "তাইত! বাছা আমার! না খেতে পেয়ে নাড়ি মরে গিয়েছে"।

মার্ সঙ্গে দুই চার্ কথা বল্‌ছি, এমন্ সময় পাড়ার পাঁচ জন ছেলে এলো। তারা আমার চাল্‌চলন্ দেখে ও কথা বার্ত্তা শুনে তটস্থ হয়েচে। এক জন জিজ্ঞাসা কর্‌লে, "হুকুমচাঁদ! তুমি কখানা বই পোড়েছো?"। আর এক জন্ বল্লে "আমার নামটা ইংরেজি করে দাও দেখি?"। কেউ জিজ্ঞাসা কর্‌লে "ইংরেজির ক, খ টা কি?"। দোলু গোবিন্দ, "ইংরেজিতে জলকে কি বলে? ভাতকে কি বলে?" বলে বড়ই বিরক্ত কর্‌তে লাগ্‌লো। আমি ছেলেদের এইরূপ গোল মাল শুনে সিস্ দিয়ে সাইলেন্ট বল্লেম্। ছেলেরাও আমার ভঙ্গী

রঙ্গী দেখে ভ্যাবা চাকা হয়ে চলে গ্যালো। মাষ্টারেরা যে ক্লাসে গোল হলে সিস্ দ্যান্ ও সাইলেন্ট বলেন্ তার মানে আছে! ছেলেরা চলে গেলো। আপদের শান্তি! আমিও এক খানা বই হাতে করে উপরে গেলাম্।

বাল্য-কাল কি সুখের কাল। তখন কোন ভাব্না নাই, চিন্তে নাই, মনে যা আস্‌চে তাই কর্‌চি। মুখে যা আস্‌চে তাই বল্‌চি। একটা ভারি দোষ কল্লেও লোকে ছেলে মানুষ বলে উড়িয়ে দ্যায়। কেউ কিছু গ্রাহ্যি করে না। ঘরে খাবার আছে কি না সে ভাব্নাও নাই। ভবিষ্যৎ বিষয় বিবেচনা কর্‌বারও দরকার হয় না। কেবল খাও দাও, আমোদ আহ্লাদ করে ব্যাড়াও, তা হলেই সকল হলো।

আমার সেই সুখের কাল্‌টী চলে গিয়েছে দেখে কোথা থেকে কতক গুলি ভাবনা এসে জুট্‌লো। উপরে বিছানায় শুয়ে কেতাবের দিগে চেয়ে আছি বটে, কিন্তু আমার মন আর এক জিনিষ্ পড়্‌চে। কখনও শত্রু নিপাত কর্‌চি, কখন কোম্পানির মুলুক্ কেড়ে নিচ্ছি, কখনও সমুদায় পৃথিবীর রাজা হচ্চি। কখন আলা উদ্দিনের পিদ্দীপ পেয়ে যা যখন ইচ্ছে হচ্চে তাই কর্‌চি, আবার্ পরক্ষণেই নেংটী পোরে সন্ন্যাসী সেজে বনে যাচ্চি। সময়ান্তরে বা হঠাৎ কতগুলি টাকা পেয়ে কোঠা বালাখানা করে এয়ার নিয়ে আমোদ প্রমোদ কর্‌চি। কখনও যখন যা মনে ভাবি তাই সিদ্ধি হবে দেবতার

কাছে এই বর্ পাচ্চি, খানিক বাদেই সে সকল ভাবনা গিয়ে এক জন বড় লোকের মেয়ে বিয়ে করে জামাই বাবু সেজে ব্যাড়াচ্চি! ভাবনার ওর নাই। যত ভাবো ততই হয়। ভাবনাটা খুব্ আমোদের জিনিষও বটে, যতক্ষণ তিনি মনের মধ্যে থাকেন্ ততক্ষণ কোন দুঃখুই নাই। কিন্তু তিনি চলে গেলেই ভারি কষ্ট হয়। এখনও ভাব্না ভায়া আমাকে উড়িয়ে নিয়ে নিমেসের মধ্যে চোদ্দ ভুবন দেখিয়ে আন্‌তে পারেন্। তোমরা কেউ কিছু দেখ্‌তে পাচ্চনা বটে, কিন্তু আমি এই কতক্ষণ ব্রহ্মাণ্ডটা ঘুরে এসে বস্‌লাম্ এখনও হাঁপ জিরেয় নি। পাঠকদিগের কাছে ভাব্নার পরিচয় দিবার আবশ্যক্ নাই। ভাবনাকে সকলেই চেনেন্।

আমি বই খানি হাতে করে এইরূপ আকাশ পাতাল ভাব্‌চি। কিন্তু অন্যে মনে কর্‌চে ছেলেটীর পড়ার প্রতি কি মনোযোগ!। অন্য দিগে মন্ নাই। ক্যামন এক চিত্তে পড়া তোয়ের কর্‌চে। যিনি যা ভাবোনা ক্যান? আমি তার কিছুই কর্‌চিনে। আমি যে পড়া পড়্‌চি, তত দূর যেতে তোমাদের অনেক দেরি।

দিন পাঁচ সাত বাড়ি আছি, এর মধ্যে গ্রামে একটা হুজুক্ উঠ্‌লো। কেউ বলে "কালেজের ছেলেরা সন্ধে আহ্নিক করে না, পেচ্ছাব ফিরে জল ন্যায় না, হেগে ছোঁচায় না, যা পায় তাই খায়, দেবতা দেখ্‌লে পেন্নাম্ করে না; একাচারি হবার লক্ষুণ হয়ে উঠেছে"। ক্রমে ক্রমে দুচার খানা ডাল্ পালাও বেরুতে লাগ্‌লো। ভুজ-

রাম দাস, বধিরচাঁদ, হাউইচরণ বক্সি এই কয় জনে একটা কমিটী কল্লেন্। কালেজের ছেলেদের জাত মারাই এই কমিটীর উদ্দেশ্য। কেছিটী সায়েবের বাঙলায় কালেজের ছেলেরা ঠাকুরদাস বসুর সঙ্গে একত্র আহার করেছে এইটীই মকদ্দমার ইস্যু। আপন বাড়ির লোক যে সেই ভোজে ছিলো তাতে দোষ নাই। তাদের জাত যাবে না। আবার এস্কলারসিপ হোল্ডার না হলে কন্যার বিয়েও দেওয়া হবে না। মেয়ের বিয়ে দিবার সময় কালেজের বড় বড় খ্রীষ্টিয়ান্ ছেলের তল্লাস করা আছে।

সেই কমিটীতে যাদুমণি বল্লেন্ "আমি ফাল্গুন মাসে এককেতা ইষ্টিবর কাগজ কিন্তে কেষ্ট নগর গিয়ে ছিলাম। শুনেছি সায়েব নাকি কালাজের বেবাক্ ছেলেকে ধরে ধরে ভিস্তির জল আর পাঁওরুটী খাইয়ে দিয়েছে। কালাজের ছেলেরাত ইংরেজি পড়েচে ওরা যা করে তাই সাজে। কিন্তু চাটুয্যে খুড়ো দুঃখের কথা বল্‌বো কি? ভবদেব তর্করত্ন কালাজের পণ্ডিত হয়ে অবধি আর সন্ধে আহ্নিক করে না"। খুড়ো মশয় কিছু রোকা থোকা লোক্ ছিলেন্। তিনি বল্লেন্ "তোমরা মিছে কথা কও, পরদার কর, কিন্তু কালেজের ছাত্র ও পণ্ডিত সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয়। তোমরা এত পাপ করেও যদি সন্ধ্যা আহ্নিকের জোরে তরে যেতে পারো তাহলে রাত্ দিন হয় ক্যান?। কথায় বলে, গরু মেরে জুতো দান! বড় বাড়াবাড়ি করোনা, তাহলে অনেকের ঘরের অনেক গুপ্ত কথা ব্যক্ত হয়ে পোড়্‌বে?"। খুড়োমশার এই

সকল কথা শুনে য্যামন্ " জোকের মুখে নুন পড়ে " " কেন্নোর মুখে টোকা পড়ে " সেইরূপ সকলেই না রাম না গঙ্গা। একেকালে চুপ্‌চাপ্। " একে মনসা তাতে ধুনোর গন্ধ"—"একে মেয়ে নাচনী তাতে আবার বাজনী"—খুড়োমশার বল্ পেয়ে আমরা এক গুণের জায়গায় দশ গুণ কর্‌তে আরম্ভ কর্‌লাম্।

এই সময়ে একাদশী নিবাসী একজন ওল্‌ড ফুল্ দেশ বিদেশ আমাদের নিন্দে করে ব্যাড়াতে লাগ্‌লো। তার উপাধি ঘোষাল। ঘোষালের কিঞ্চিৎ বিষয় আছে। বয়সে বুড়োর বাপ। বিদ্যে সাধ্বিতে সাক্ষাৎ মা স্বরস্বতী। পেটে ডুবোরু নামিয়ে দিলেও ক অক্ষর পাওয়ার জো নাই। দুইটী বিবাহ্। এ সওয়ায় বাড়ির কাছে এক ঘর মোসলমান্ আছে। দায় আদায় তাদের উপকার আনুকূল্য করার দরুন্, আলিহোসেনের-মা-মেহের্-লেছা—ঘোষাল বাবুকে ধরম বাপ বলেচে। বাবু অতিশয় ধার্ম্মিক লোক, প্রতিবাসীর দুঃখু দেখ্‌তে পারেন্ না। এজন্যে দিন গেলে এক একবার ধর্ম্ম মেয়েটীর তত্ত্ব তল্লাস করে থাকেন্। বাড়িতে দুর্গোৎসব পূজো হয় না। কিন্তু আর আর কর্ম্মের বাধা নাই। বৎসর অন্তর বিশ পাঁচিশ জন বামণ বলে মাতৃ শ্রাদ্ধ করা হয়। পিতার মৃত্যু তিথিটে জানেন্ না বলে শ্রাদ্ধ হয় না। এ সওয়ায় ব্রাহ্মণ, বৈষ্ণব, অতিথি, অভ্যাগত বাড়িতে গেলেই তৎক্ষণাৎ অর্দ্ধচন্দ্র দিয়ে বিদেয় করা আছে। ঘোষাল মশার পুণ্যের শরীর, যদি কেউ প্রাতঃকালে রাত্তিরবাস

কাপোড় শুদ্ধ তাঁর নাম করে, তবে সে দিন উপবাস কর্‌তে হয়। আর হাঁড়ির কথা কি? বোক্‌নোও ফুটে যায়। ঘোষাল বাবু উপবাসে বিলক্ষণ মজ্‌বুত। (ধেনো মহাজনের উপোস্ লাভ) মাসে দুটো করে নির্জলা একাদশী করা হয়। এ সওয়ায় শিব চতুর্দ্দশী, রামনবমী, জন্মাষ্টমী, মহাষ্টমী প্রভৃতি পর্ব্বদিনেও উপবাস করা আছে। গলায় তুসলী কাঠের মালা, বাড়িতে নিরামিস্ একাহার করা হয়। কিন্তু পরের বাড়ি হলে কি মাগুনা পেলে পাঁঠার কথা দূরে থাকুক্, হাঁস কবুতরও এড়ায় না; কেবল শরীর দুর্ব্বল বলে পেঁয়াজ্ ভাজাটা সদরেই চলে। রাত্রি যোগে ধান্যেশ্বরীর সহিত আলাপ হয়।

ঘোষাল মশয় একবার কেষ্ট নগর মকদ্দমা কর্‌তে গিয়ে প্রায় এক মাস আমাদের বাসায় ছিলেন্। বাড়ি এসে গল্প করা হয় "আমার বাসা খরচের দরুন্ এবার বিস্তর টাকা ব্যয় হয়েচে। চিন্তেনগরের হুকুমচাঁদ কালেজে পড়ে, সে ছোঁড়া একেবারে অধঃপাতে গিয়েচে। জুতো পায় দিয়ে খায়, লঘু গুরু ভেদ নাই, তার ঠাকুর দাদা শুয়েছিলো, সে জুতোশুদ্ধ বুড়োর মাথায় একটা নাথি মেরে ডিঙিয়ে গ্যালো। আমি বল্লাম, হুকুমচাঁদ! ঠাকুর দাদার মাথায় নাথিটে মার্‌লে? পারধূলো নাও। হুকুমচাঁদ হেসে বল্লে, "ছুট্" পা আর মাথায় বেস্ কম্ কি? আমি ছোঁড়ার এই কথাটা শুনে একেকালে অবাক্ হলেম্"।

ঘোষাল মশয় এইরূপ মিছামিছি আমাদের অনেক নিন্দে করে ব্যাড়াতেন্, কিন্তু গ্যালো বছর তাঁর ছেলেটী টৈপেতে ফেলে ছদ্মবেশ ত্যাগ করেচে বলে, এখন আর বড় জো পেয়ে ওঠেন্ না। মনের গুমরে মরমে মরে থাকেন্।

যত লোকে নিন্দে করে আমরা তত তাদিগকে চটাবার জন্যে যে কাজ নাও করি তাও করেচি বলে গল্প মারি। পাঁচ এয়ারে বসে আছি, কাছ দিয়ে একটী ওল্ড-ফুল্ যাচ্ছে, এক জন বলে উট্‌লো ক্যামন্ হে! আজ্ কার্ মুরগীর মাংসটা কি বড় ভালো হয়নি?"। কেউ বল্লে "সে দিন যে পাদ্‌রী সায়েবের বাড়ি খানা হয়েছিলো, তাতে বিষ্ণু চাটুয্যে দুটী কাবাব্ একলাই খেয়ে ফেল্লে। ওল্ড-ফুল এই কথা শুনে সত্য জ্ঞান করে বিষ্ণু বাবুর টুঁটি চেপে ধর্‌লো। বিষ্ণু ভালো মন্দ কিছুই জানেন্ না, প্রথমে দোষ কাটাবার জন্যে আমি খানা খাইনি বলে, দিব্বি, দিব্বান্তর করে ফেল্‌লেন্। কিন্তু গোঁড়ারা তাতেও প্রত্যয় কর্‌লোনা বলে শেষে গোবোর খেয়ে প্রাশ্চিত্তি করে জেতে উট্‌লেন্। এখন্ আর তাঁর সেকেলে ইস্পিরিট নাই। বিষ হারিয়ে ঢোঁড়া সেজে বসেচেন্। আর সভ্য দলে মুখ্ পান্‌না। তবে সেদিগে স্যুট্ মেলেনা বলে মধ্যে মধ্যে দ্যাখা যায়।

এই সময়ে আমাদের গাঁয় একটা বে উপস্থিত। হরিচক্রবর্ত্তী নামে চিন্তা নগরে একটী বামণ ছিলেন্। তিনি বংশজ। টাকা নইলে বিবাহ হয় না। বিত্ত বিভবও

কিছু নাই। কোন স্থানে মাতৃ দায়, কোন স্থানে কন্যাদায় বলে ভিক্ষে করে কিছু টাকা সংগ্রহ করেচেন্। কিন্তু আজ পর্য্যন্তও সকল টাকা জোটেনি।

বিষ্ণুপুরে কালাচাঁদ রায় নামে একটী গোয়ালার বামণ ছিলো। তার স্ত্রী সাতবার গর্ভবতী হয়ে প্রত্যেক বারেই এক্ একটী পুত্র প্রসব করেচে, কিন্তু বামণ তাতে সন্তুষ্ট নয়। তার পর বামণ অনেক শান্তি স্বস্ত্যয়ন করে, সেই পুণ্যে একটী কন্যা হয়। কন্যাটীর বয়স তিন মাস হলেই নীলামে চড়ে। পাঁচ শো, সাতশো, হাজার প্রভৃতি ডাক্ হতে লাগ্‌লো। হরিচক্রবর্ত্তী বারো শো ডাক্‌লো। বারোশো এক, বারোশো দো, বারোশো তেন্, ডাক্ মঞ্জুর হলো। হরিচক্রবর্ত্তী তৎক্ষণাৎ শত করা পঁচিশ টাকার হিসাবে ফি দাখিল কর্‌লে। যদি পোনের দিনের দিন সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বে বাঁকি টাকা দাখিল না করে, তা হলে ফির টাকা সরকারে জব্দ ও মাল পুনরায় নীলাম্ হবে। সেই নীলামে পূর্ব্ব ডাক্ হতে যত টাকা কম্ পড়ে প্রথম ডাকনিয়াকে সেই ক্ষতি পূরণ করে দিতে হবে। চক্কোবর্ত্তি খুড়োর ভারি বিপদ্। ভদ্রাসন্ বাড়ি খানি পর্য্যন্ত বিক্রী করে সকল টাকা সংগ্রহ কত্তে হলো। বিবাহে আর কোন উয্যুগ্ সুয্যুগ্ নাই, একখানা কাঁশি আর দুটো ঢোল্ বরাদ্দ। আমাদের গাঁয়ের খুদী-পিসী বল্লেন্, "সেকি? হরি! দুটো ঢোল্ হলে ত মেয়েরা জল্‌সৈতে যাবে না। আর কিছু কর আর না কর? চার্‌টে ঢোল্ আর দুটো সানাই অবিশ্যিই কর্‌তে

হবে। খুদীপিসীর অনুরোধে হরিখুড়ো তাই স্বীকার কর্লেন্।

পাঠক্দের বুঝি খুদীপিসীর সঙ্গে আলাপ নাই। ইনি আমাদের গ্রামেরই একটী ভদ্রলোকের মেয়ে। আর কেউ নাই। নিজেই বাপের উত্তরাধিকারিণী। পৈতৃক ভিঁটেটায় একটা পিদীপ জ্বালেন্। পিসী আমাদের গ্রাম্য দেবতা। তাড়কা, পূতনা ও সূর্পণখা হতেও রূপসী। ছোট কালে বিধবা হয়েচেন্। গ্রামের লোকে তাঁকে দেখে হাড়ে কাঁপে। তাঁর ঝগ্ড়া শুনে নারদ ভায়া ঢেঁকি, দু-কাটি ও বীণাযন্ত্র ফেলে পালিয়ে পার হয়েচেন্। কুপথ্য করার দরুন্ পাঁচ, সাতবার্ উদরি হয়ে ছিলো। পিসীর তোট্কা টাট্কা ওষুদ ও ছিটে ফোটা তন্ত্রমন্ত্রও জানা আছে। উদরি হলে নিজেই তার চিকিৎসা করে ছিলেন্। রক্ত কম্বলের শিঁকড়, চিতের ডাল্, শ্বেত করবির ছাল দিয়ে একটা ওষুদ প্রস্তুত করে খান্। তাতে করে তাঁর পেটে থেকে কতক গুলো বদ্-রক্ত নির্গত হয়ে উদরি আরাম হয়। যজ্ঞি বাড়িতে পাক শাক করেই পিসীর গুজরান্ চলে। খাওয়া পরার ভাবনা নাই বলে, এর সঙ্গে তার সঙ্গে ঝাগ্ড়া করে ব্যাড়ান্। তিনি মেয়ে মহলের মধ্যস্থ। দিন গেলে এক একবার পাড়ায় পাড়ায় একথা সে কথার আদালত করে ব্যাড়ান আছে। গয়া, কাশী, শ্রীখেত্তর, গঙ্গা সাগর প্রভৃতি ম্যালার সময় সকলের আগে বোচ্কা বেঁড়ো বেঁধে বের হন্। অনেক বার সেই সকল স্থানে যাতায়াত

হয়েচে বলে পথ ঘাটেরও খবর জানা আছে। মনে কল্লে একাও দেশ বিদেশ মেরে আস্‌তে পারেন্। ব্রহ্মার বেটাকেও ভয় নাই। পিসীর আর একটী ভারি গুণ আছে। গ্রামে কারু রোগ্ হলে তার শুশ্রূষা কর্‌তে যাওয়া হয়। তার পর সেই রুগীর শ্রাদ্ধের ভোজের ভাত রেঁধে বাড়ি এসেন্। খুদীপিসীর আগমন হলেই রুগী জানলেন্ যে এবার কার মত ব্রজের ধুলোখ্যালা সাঙ্গ হলো।

খুদীপিসী বের বাড়ি গিয়ে উয্যুগ স্যুয্যুগ্ কত্তে লাগ্‌লেন্। দিন দুই মিছে মিছি চ্যাচা চেঁচি করে গলা ভেঙে ফেল্লেন্। এদিগে হরিচক্কোবত্তি বর সেজে বে কত্তে গেছেন্। আজ্ কনে নিয়ে বাড়ি আসা হবে। খুদী-পিসী জল-সইবার উয্যুগ কত্তে লাগ্‌লেন্। পাড়ার মেয়েরা তোলা কাপোড় গয়না গাঁটা পরে দোলার বিবি সেজে এসে উপস্থিত। কেউ কেউ পরের বাড়ি থেকে গয়না ও তোলা কাপোড় চেয়ে এনে বাহার দিয়েচেন্। তাঁদের বড়ই কষ্ট। তোলা কাপোড়্ খানি যাতে নষ্ট না হয় সেই জন্য সর্ব্বদা সতর্ক। কাপোড় খানিতে একটুক্ ধুলো লাগ্‌লেই মনটা ভয়ে গুরগুর করে। কেউ কেউ "ঐ যে আমাদের কুমুদিনীর রাস-মণ্ডলখানি পরে দাঁড়িয়ে, ঐটী চাটুয্যেদের ছোট বউ" বলে পরিচয় দিচ্চেন্। ছোট বউ লজ্জায় মুখ হেঁট করে রয়েচেন্। কারুর কারুর গয়না গাঁটা ও তোলা কাপোড় নাই, তাঁরা অপ্‌সরীর যাত্রায় পেতনীর সঙ্ সেজে উপস্থিত হয়ে-

চেন। লজ্জায় রাস্তার এক ধার চেপে চলেচেন্। কেউ তাঁর বড় আদর্ অবিক্ষে কর্চে না। আমি ঠিক্ বলে দিতে পারি, আজ্ রাত্তিরে তাঁর স্বামিকে দেশছেড়ে পালাতে হবে। কেউ কেউ নীলাম্বর পরে বাহার দিয়েচেন্। শরীরের সকল অংশই দ্যাখা যাচ্চে। যেন গর আবাদী পতিত জমির উপর মাকড়সায় জাল সাজিয়েচে। আজ্ যাঁর গায় অধিক গয়না তাঁরই ভারি মান্। সকলেই তাঁর সঙ্গে কথা বার্ত্তা কচ্চে। তিনি মেয়ে মহলের সদ্দার হয়ে চলেচেন্। এঁদের ভাব ভঙ্গী দেখে লজ্জা ভায়া মুখ্ তুলতে পার্চেন্ না। দুই একজন পাড়াগেয়ে এয়ার আড়-চোকে আড়্চোকে চেয়ে দেক্চেন্। এরমধ্যে তাঁদের ভগ্নী ও ভাদ্রবধূও আছে। আড় নজর দুই একবার অলিরূপ[illegible]ধরে তাদের মুখপদ্ম হতেও মধুপান কর্চে। তাতে এমন্ দোষই বা কি? নেড়ে ভায়ারাত চাচাতুত বোন্ বে করে থাকে?। সায়েবদেরও এতে দোষ নাই। তবে কি আমরাই চোরের গরু চুরি করেচি?। আমাদেরই বা দোষ হবে ক্যান?।

এদিগে বের ভারি আমোদ। হরিখুড়ো বে কত্তে যাবার পূর্ব্বদিন আগেকার নীলামের পোনের দিন অতীত হয়, সুতরাং আইন্ অনুসারে হরিখুড়োর বায়নার টাকা সরকারে জব্দ ও মেয়ে পুনরায় নীলামে বিক্রী করা গ্যালো। স্যাম নগরের বলরাম ঘোষাল চোদ্দশো টাকা দিয়ে মেয়েটী কিনে নিয়ে গিয়েছে। ও হিন্দু মশয়রা! শুক্র বিক্রয় না তোমাদের শাস্ত্রে নিষেধ!!! তোমরা ত

মুখে ধার্ম্মিক কব্‌লাও। কিন্তু ধর্ম্মজ্ঞান যে টন্‌টনে? তোমরা শাস্ত্র জাননা, অথচ মনে মনে ভারি গুমোর, এই জন্যই হুকুমচাঁদ বড় দুঃখু পান।

আজ্ হরিখুড়ো হাতে সুতো বেঁধে শিশুপাল সেজে বাড়ি এলেন্। গাঁয়ের মধ্যে টি টিক্কার পড়ে গেলো। যেখানে যাও সেই খানেই হরি চক্কোবত্তির বের গল্প। হরিখুড়ো আজ্‌ই ঘটি গামছা নিয়ে টাকা আদায়ের জন্য কেষ্টনগরে পাঁপুড়ে হয়ে নালিশ কত্তে চল্লেন্। মেয়ের বিয়ে দিলে কালাচাঁদ রায় শশুর হতেন্। হরিখুড়ো "কালাচাঁদ শালাকে খোড়ের জল খাওয়াবো। আর শালার মেয়ে বেরকরে বাজারে পেসাকর বানাবো" বলে গাল্ দিতে লাগ্‌লেন। বাড়ি এসে তাঁর রাগ্ দেখে কে? যদি বিষ্ণুপুরে এর এক আনা রাগ্ কত্তেন্, তা হলে পিঠের চাম্‌ড়াতেও টানাতো না। সেখান্ থেকে চুপ্ করে বাড়ি এসে যত কারদানি। অসাক্ষ্যাতে গাল্ দিলে ফল্ কি? যদি মরোদ্দের বেটা মরোদ হও তা হলে দুপা আগিয়ে যেয়ে দেখোনা ক্যান? পিঁড়েয় বসে পেঁড়োর খবর নিতে সকলেই পারে। "বাইরে বেরুলে খ্যাঁকশেয়ালি ঘরে ঢুক্‌লে বাঘ্!"।

সমার বেকেশন ফুরুলো। আমরা ছুটীর পরেও এক-হপ্তা কামাই করে কালেজে গিয়ে হাজির হলেম্। যদি গারজিয়ান্ মিছে মিছি করে এক খানা আর্‌জি না দিতেন্, তা হলে টাকাটেক জরিমানা লাগ্‌তো। এক মিছে আর্‌জিতেই সকল কেয়ালো হয়েছে। সভ্য-

লোকেরা বলেন্ "মিছে কথা বলা বড় পাপ"। একথাটী কোন কাজেরই নয়। যদি একটী মিছে কথা বল্লে টাকা পয়সা বাঁচে তবে তা না বলি কেন? আর আমরা যদি সকল বাঙালী ধম্মপুত্তুর-যুধিষ্ঠির হই, তবে "বাঙালীরা মিথ্যেবাদী" এই পৈতৃক নাম থেকে যে বেদখল হতে হবে!

যত উপর ক্লাসে উঠ্‌তে লাগ্‌লাম, সায়েবিও বাড়্‌তে লাগ্‌লো। ধুতি ছেড়ে পেন্‌টুলন্ পর্‌লাম্। ফ্রেণ্ডের কাছে ইংরেজি চিটী চালাতে লাগ্‌লাম্। যারা ইংরেজি জানেনা তাদিগকে মানুষ বলেই জ্ঞান হয় না। সভা করে জাত্যভিমান ও হিন্দু ইজমের নিন্দা করি, বিধবা বিবাহে মত দেই কিন্তু কাজের বেলা বিপরীত আচরণ। সর্ব্বদা ইংরেজি ও বাঙ্‌লা মিশ্রিত কথা বার্ত্তা কই। কেউ বুজুক্ আর না বুজুক্ আমি তার কি কর্‌বো? আমি অনেক বাঙ্‌লা কথা ভুলে গিয়েছি। দেশের শ্রীবৃদ্ধি সাধন জন্য লম্বালম্বা ইস্পিচ্ দেই। ব্রহ্ম সভায় গিয়ে চোক্ বুঁজে বসে থাকি; আবার হিন্দুদের সঙ্গে গোপনে গোপনে যে বিধবা বিবাহ করেছে তাকে এক ঘরে কর্‌তে পরামর্শ করি। গ্রামে স্কুল না হতে পারে সে চেষ্টাও দেখি।

বাড়ির কর্ত্তারাও বড় কম নন্। তাঁরাও বহুরূপী। তাঁরা হিন্দু বলে অভিমান করেন্ কিন্তু হিন্দুর ধর্ম্মশাস্ত্র কি তা কেউ জানেন না। তাঁরা রামায়ণের ও ভারতের কতক গুলি গল্প শুনে রেখেচেন্, মনে করেন সেই সকলই

বুঝি হিন্দুদের ধর্ম্মশাস্ত্র। না! না! হিন্দুদের ধর্ম্মশাস্ত্র কি তা আমি বলে দিচ্চি। দর্শন আর স্মৃতি হিন্দুদের ধর্ম্মশাস্ত্র। কেমন এখন বুজ্‌লে ত? তোমরা যে ধর্ম্মশাস্ত্র জাননা তাতে বড় দোষ ছিল না। কিন্তু জানি বলে যে অহঙ্কার করে লেজে হাত দিতে দ্যাওনা এইটেই বড় দুঃখু। তোমরা রাত থাকতে প্রাতঃস্নান, ত্রিসন্ধ্যা ও শিবপুজা করে পবিত্র হও। আবার সন্ধ্যের পর পঞ্চ-ম-কার ঘটিত তন্ত্রোক্ত পুজার আয়োজন করে থাকো। যে বাড়ির কর্ত্তারা এরূপ পরম ভাগবত তাদের ছেলে পিলেও সেই রকম্ হয়।

কালেজের দুই একটী কৃত-বিদ্য বিলক্ষণ চালাক। তাঁরা কলির মানুষ। যেখানে যেমন্ সেই খানে তেম্‌নি চলেন্। এরা বর্ণ চোরা আঁব্। কাঁচা পাকা চিনে ওঠা যায় না। বকা ধার্ম্মিকের মত আস্তে আস্তে পা ফেলা আছে। ইয়ং বেঙাল দলের সহিত সদ্‌ভাব রাখার জন্য ব্রহ্ম-সমাজে গিয়ে চোক্ বুঁজে বসে থাকেন্। মনের কথাটা দেবতারাও জান্‌তে পান্‌না, তা মানুষে টের পাবে কি? যে সকল হিন্দুর কার্য্যে পয়সা ব্যয় হয়, এঁরা তারদিগে বড় একটা এগোন্ না। তখন "অবস্থা মন্দ" হয়। এই সকল মহাত্মারা তিল কাঞ্চনী গোছের শ্রাদ্ধ করে দান সাগরের কিল মার্‌তে মজমুত। আবার সন্ধের পর নুকোচুরি খ্যালা করাও আছে। মনে মনে ভাবেন আমরা যা করি, তা কেউ টের পায় না। কিন্তু ধর্ম্মরাজ যে রাস্তায় রাস্তায় ঢোল পিটে ব্যাড়াচ্চেন্, সে খবরটী বুঝি জানা নাই।

"লাল জল প্যাটে ঢুক্‌লেই হ্যাকমত ও কুদ্‌রোত বাড়ে"।

কালেজের ছেলেদের ভারি বিপদ্‌। তাঁরা দোদেনে বান্দা, না পান্‌ ভেস্ত, না পান্‌ দোজোগ্‌। সায়েবি করে সায়েব মহলেও মান্‌ পান্‌না, আবার হিন্দুদলে ঢুক্‌তে ও লজ্জা হয়। ঢুক্‌লেই বা হিন্দুরা নেবে কেন? এঁরা ঈশপ্‌স ফেবলের ময়ূরের পাখাওয়ালা দাঁড়কাকের দশায় পো-ড়েছেন্‌। ত্রিশঙ্কু রাজার মত নাস্বর্গ নামর্ত্ত্য মাঝ্‌খানে বাস্‌ কর্‌চেন্‌। "ঢাল নাই তলোয়ার নাই কার্ত্তিক্‌ সর্দ্দার" কেউ কেউ দুএক পাত ইংরেজি পড়েই "হাম্‌হে দিগর-নেস্ত" মনে করেন্‌। ইংরেজি রকমের মেজাজ্‌ হলে বাঙ্‌লা ধাত্‌ পর্য্যন্ত বিগ্‌ড়িয়ে যায়। বাঙালি খানা পেটে হজম হয় না।

হুকুম্‌চাঁদ আর আবান্তুক কথা বলে পাঠকদিগকে বিরক্ত কর্‌তে চান্‌ না। এক্ষণে পাঠকগণ! অনুগ্রহ করে হুকুমচাঁদের বিবাহের ব্যাপারটা শুনুন্‌।

হুকুমচাঁদ উবাচ।

আমি ফুলের মুখটী বিষ্ণু ঠাকুরের সন্তান। স্বভাব। বিবাহের বয়স হয়েছে। মা ঠাকুরুণের একান্ত ইচ্ছে আমার বিবাহ দিয়ে পুত্রবধূর মুখ দেখে মনিষ্যি জন্ম সার্থক করেন। বের কথা মুখ্‌ দিয়ে বের কর্‌তে না কর্‌তে চারিদিক্‌ থেকে সম্বন্ধ আস্‌তে লাগ্‌লো। বড়্‌ মানুষের ছেলে, পাত্রটী পরম সুন্দর, বেশ লেখাপড়া জানে। কোঠা বাড়ি, মেয়েটী উত্তম থাকিবে। উত্তম রূপে খেতে পারবে। গায়েও দুতোলা পর্‌বে। হাতেও

দশ টাকা পাবে। এজন্য অনেকেই কন্যা দিতে ব্যগ্র ও উমেদোয়ার। মহারাজপুরের শ্যাম চাটুয্যের মেয়েটী পরমাসুন্দরী। তারা সমান ঘর, বংশও ভাল। শ্যাম চাটুয্যে অবসতি, গঙ্গাগোবিন্দ চাটুয্যের সন্তান। ফলে মেলের নিকেশ মানুষ। তাদের সঙ্গে কুটুম্বিতেতেও মুখ আছে। লক্ষ কথার পর সেই মেয়েই পছন্দ ও সম্বন্ধ স্থির হলো। এই পনরই বৈশাখ বিবাহ। লগ্ন পত্র হয়ে গ্যালো। আমি বিবাহের নাম শুনে আহ্লাদে আট্‌খানা হয়ে বেড়াতে লাগ্‌লাম্। সমান বয়েসি ছেলেরা যাদের বে হয়নি তারা আমাকে পরম ভাগ্যবান বলে মনে কর্‌লে, সকলেই আমার আজ্ঞানুবর্ত্তী। ছায়ার ন্যায় আমার পরিচর্য্যা করে ব্যাড়াচ্ছে। যারা বালক কালে আমাকে সর্ব্বদা মার্‌ত; এখন আমার প্রতি তাদের অচলা ভক্তি। সকলেই আমার কাছে যোড় হাত। যখন যাকে যে কর্ম্ম কর্‌তে বলি, সেই তৎক্ষণাৎ বেওজরে সেই কাজ্ করে। যেন হুমোবাদসার পুষ্যিপুত্তুর বা লাট্ ময়্‌রা হয়েছি।

ক্রমেই বিবাহের দিন ঘুনিয়ে আস্‌তে লাগ্‌লো। চাল্, ডাল ও আর আর জিনিষ পত্তর তৈয়ের হতে লাগ্‌লো। ভিন্ন গ্রামের ও স্বগ্রামের আত্মীয় বন্ধুর মেয়ে ছেলেতে বাড়ি পরিপূর্ণ। বাড়ির ভেতর কাজ কর্ম্ম লেগেছে। কোন দিগে খোলা জেলে ভাজা পোড়া হচ্চে। কোন দিগে ঢেঁকির পাড়পড়্‌ছে। স্থানান্তরে সন্দেশের ভিয়ান উঠেছে। কোথাও বা দুই চারিটী

মোর খই বাছ্‌ছে। কোথা বা ডাল বাছা ও চাল ঝাড়ার ধুম লেগেছে, অন্যদিগে সুপুরি কাটা হচ্চে। আবার তার অল্প তফাতে তামাক কেটে মাখ্‌ছে, বিস্তুদিদী পুড়িয়ে দাঁতে দিবার জন্য রাশিকৃত তামাকের বস্তা হতে দুই চারিটী পাতা নিয়ে গেল।

বারবাড়ির দালানে চিনের লাল কাগজে নেমন্তন্নের পত্র লেখা হচ্ছে। ভাণ্ডার ঘরের সাম্‌নে আমদানি ঘি, চিনি, গুড় ময়দা, লবণ, তেল, চাল ডাল, ওজন হচ্চে। এক বেটা কুমোর এক ঝাঁকা হাড়ি এনেছে। চারিদিগে ধুম ধাম গোল মাল, কার কথা কে শোনে। মধ্যে মধ্যে দুই এক জন দৌড়ো দৌড়ি করচে ও এঁড়ে গলায় ইয়ে-কর তা কর বলে হুকুম দিয়ে কত্তাগিরি ফলাচ্চে।

আজ মাসের দশদিন। খুব্‌ড়ো। বাড়ির ভিতর মেয়েদের সকলেরই হাস্য মুখ। সকলেই তোলা কাপড় ও তোলা গয়না পরে সুসজ্জিত হয়েচে। হুলু হুলু ধ্বনি ও শাঁকের বাদ্য দণ্ডে দশবার। ন জন আইয়ো হলুদ কুটে আনলো। পরে বারবেলা উৎরে গেলে আমার সর্ব্বাঙ্গে সেই হলুদ মাখিয়ে দিয়ে স্নান করিয়ে দিলে। আমি স্নান করে নতুন কাপড় পরে চিত্রকরা পিঁড়ীর উপর বসলাম। খানিক ময়দা দুদ্‌দিয়ে মখিয়ে পাঁচটী খুব্‌রুল প্রস্তুত করে তাঁর মাথায় ধান ও দুর্ব্বা পুঁতে একখানা থালায় করে আমার সম্মুখে রাখ্‌লে; হুলু ধ্বনি শঙ্খবাদ্য হলো। আমি সেই খবরুল হতে লাড়ুর নুমনো প্রস্তুত করে দিলাম, কিঞ্চিৎ পরে সে গুলি স্থানান্তর করা

হলো। তার পর আমার সাম্‌নে একথালা পায়েস্ এনে রেখে হুলুধ্বনি দিয়ে শঙ্খবাদ্য করা হলো। বড়বউ বল্লেন্, ঠাকুর পো! আজ কিন্তু আর কিছু খেতে পাবে না। আজ এই পায়েস্ খেয়েই থাক্‌তে হবে। আমি বড় বোর্ কথা শুনে পেটভরে পায়েস খেতে চেষ্টা কর-লাম্ কিন্তু পেরে উঠ্‌লাম না। বের এমনি মোহিনী শক্তি যে ছটাক্ খানেক পায়েস্ খেয়ে সারা দিনরাত্ কাটালাম্, তাতে ক্ষুধামাত্র বোধ হলো না।

বাড়ির সদর দরজায়, বড় রাস্তায় ও নদীর ধারে আর আমাদের বৈঠকখানা-বাড়িতে এই চারি জায়গায় চারিটী নহবৎ হয়েছে। নহবতের উপর আটপোর-কাল নাগরচি ও রসন চৌকি বাজ্‌চে। সন্ধ্যার পর বাই ও ভাঁড়ের মজলিস্। আবার কলকেতা থেকে ইংরেজি বাজাওয়ালা এসেছে। গ্রামের সর্ব্বত্রই বাঁধা রোসনাই।

আমি দিনের বেলা গ্রামের মধ্যে আত্মীয় বন্ধুর বাড়ি বাড়ি খুবড়ো খেয়ে বেড়াই। পাল্‌কি চোড়ে খুব্‌ড়ো খেতে যাই। আগে আগে বাজাওয়ালারা বাজাতে বাজাতে যায়। পাল্‌কির চারিদিগে আসাশোটা ও ছাতা চলে। আহা! সেই সুখের কয়েক দিন আমার কাছে অতি অল্পক্ষণ জ্ঞান হয়েছিল। বল্‌তে কি, বিবাহের দৌলতে আমি কয়েক দিন বেস নবাবি করে নিয়েছি।

আজ্ পনরই বৈশাখ। বেলা দেড়-প্রহরের সময় বর সজ্জা হলো। বে কর্‌তে মহারাজ-পুরে যাবো। যোড়া, পোড়া, কাড়া, টিকারা, জয়ঢাক, ঢোল্, জগঝম্প,

দগর, দামামা, রামশিঙে, সানাই, বাঁশি, বাঁকু, তূরি, ভেরি, ধুধুরি, পনক, বেণু, খমক, খরতাল প্রভৃতি চার পাঁচ শত বাদ্য। বাদ্যের ধমকে কানে তালা লাগ্‌চে ও নিকট মাঠ ছাড়িয়ে চতুর্দ্দিকে সজোরে বাদ্যের প্রতি শব্দ শোনা যাচ্ছে। সৃষ্টির মেয়েরা জুটে হুলু দিয়ে শাঁক বাজিয়ে, আমাকে বরণ করে দিলে। ক্রমে বিবাহের রেসালা বেরুলো।

সন্ধ্যার অল্প পূর্ব্বে মহারাজ-পুর গিয়ে উপস্থিত হলাম্। গোধূলি লগ্নে বিবাহ হয়ে গ্যালো। আর আমাকে কে পায়? আমি বাড়ির ভিতর গিয়ে একেকালে বাসর ঘরে ঢুকলাম্। ভজা দাদা একবারও আমার সঙ্গ ছাড়েনি, সে আমার সঙ্গে বাসর-ঘর তাকাতি গেল বটে কিন্তু খানিক বাদেই তাকে বাসায় যেতে হলো।

আহা! বাসরঘরের সুখের কথা এক মুখে কি বর্ণনা করব। পাঠকদিগের মধ্যে যাঁদের বে হয়নি তাঁরা ভিন্ন আর সকলেই সে আমোদের ভুক্তভোগী। অতএব তাঁদের কাছে সে পরিচয় দেওয়া বৃথা। তবে যারা সে মজা অদ্যাপিও অবগত হন নাই তাদের জন্যই যা বৎকিঞ্চিৎ বল্‌তে হয়।

বাসরঘরে বালিকা বৃদ্ধা যুবতী এই তিন রকমেরই অনেক গুলি মেয়ে যুটেছেন্। তার মধ্যে কার সঙ্গে যে কি সম্পর্ক তা কাল টের পাওয়া যাবে। আজ যিনি সুহোদর শাশুড়ি; তিনিও সালী সালাজ চেয়ে এক কাঠী সরস রকমে তামাসা ফষ্টি কর্‌বেন। আর বরের নাক্

কাণ্ মল্‌তে আর নানাবিধ অশ্লীল ব্যবহার কর্‌তে ক্রুটী করবেন না। সালী সালাজের পরিচয় দেওয়া বাড়ার ভাগ মাত্র।

প্রথমতঃ আমি বাসর ঘরে গিয়ে দেখি কোণের দিগে একটী মিট্ মিটে পিদীপ জ্বলচে। ঘরখানি যোড়া বিছানা। তার মাঝখানে হাত খানেক উঁচু একটা গদির উপর বর কন্যার শয্যা হয়েছে। শয্যাটীর চারদিগে ডালা, কুলো, চালন, আইসরা এবং অষ্টমঙ্গলার ঘট সাজান রয়েছে। আমি ঘরে গেলেই কয়জন মেয়ে আমার হাত ধরে সেই উঁচু বিছানার উপর আমাকে বসালে। তার পর এক মাগীকে কনে সাজিয়ে আমার কাছে শোয়ালে। আমি তার বুড়ুটে চেহারা দেখেই বুঝলাম্ যে সেটী কনে নয়। কিন্তু সে কে তাও চিন্‌তে পারলাম না। মেয়েরা আমার নাক কান মল্‌তে লাগলো। কেউ ঘাড়ের উপর বালিস ফেলে দিলে। কেউ বা হঠাৎ ঠেলা মারলে। আমি কাত হয়ে পড়ে গেলাম দেখে তারা সকলেই হেসে উঠ্‌লো। খানিকক্ষণ এইরূপ মার পিট্ সংক্রান্ত আমোদে আমার চোক্ দিয়ে জল বেরুলো। তার পর, কয়েকটী খুদে খুদে মেয়ে আমায় লেখা পড়ার একজামিন করতে লাগল। একজন জিজ্ঞাসা কর্‌লে মুখুয্যে আচ্ছা বল দেখি, রসময় লিখ্‌তে কি কি অক্ষর লাগে? আমি বল্লাম যে পেট কাটা র আর আড়াইটে বেগুনে চ-তে সাড়ে তিনখানা দাঁড়ি হস্বিকার। এইরূপ বানান শুনে সকলেই হোহো করে হেসে উঠ্‌লো।

ঝাড়া চার দণ্ড এইরূপ আমোদ চল্‌তে লাগ্‌লো। রাত্তিরও বড় বেশী নাই। এমন সময় ঝুমুর ঝুমুর শব্দ করে, সম বয়েসি দুটি সখীর-কাঁধ ধরে আমার আঁধার ঘরের আলো এসে উপস্থিত। আসল কনে এলে, নকলটী উঠে গেলেন্। অভিনব বধূ আমার পানে মুখ তুলে চেয়ে কথা কৈলেন্ না বটে কিন্তু তাঁর সম বয়েসী মেয়েদের সঙ্গে আমার উপর ছক্কা দিয়ে মুখে খই ফুটাতে লাগ্‌লেন্। আমি এক একবার তাঁর পানে আড়চোখে চাইতে লাগ্‌লাম, তিনিও আমার পানে সেইরূপ বঙ্কিম ভাবে চাইতে আরম্ভ কর্‌লেন্। মধ্যে মধ্যে ঈষৎ মধু-মাখা অমৃতমাখা হাস্য। প্রকাশ্যে কোন আলাপই নাই কিন্তু চোখে চোখে নানা প্রকারের কথোপকথন চল্‌তে লাগ্‌লো।

এর মধ্যে রায়েদের বিন্দু এক যোড়া তবলা এনে খ্যামটা বাজাতে লাগ্‌লো। সকলে আমার সালাজকে অনুরোধ কর্‌লে, সালাজ ঠাকরুণ টাকিসুরে—

"গোপীর কুলে থাকা হলো দায়।
ভাসিয়ে প্রেম তরি হরি যাচ্ছে যমুনায়॥
আর বাজিয়ে বাঁশি মধুর হাসি আড়্‌নয়নে চায়।
মাথায় দিয়ে ময়ুর পাখা নারীর মন ভুলায়।"

ধর্‌লেন্, তাই শুনে ওপাড়ার ঘোষালদের বামা—

"যাব সেই প্রেম বাণিজ্যে।
সদাগর মনের মতন নাগর পাবো যে রাজ্যে।
তুলে পাল্, ধরে হাল্ নায়ে পুরে যৌবন ঐশ্বর্য্যে।"

গাইতে আরম্ভ কর্‌লো। হয়ত দুই একটী মেয়ে গানের ঘরে যাত্রাওয়ালার ছোক্‌রার মতন্‌ আড়্‌ঘোম্‌টা টেনে ঘুরে দাঁড়িয়ে অতি মিষ্ট স্বরে "বেস গো বেস" বলে সরে যাচ্ছে। একেত বামাস্বর, তাতে এইরূপ গান, গায়িকারাও পরমাসুন্দরী। আমি গান শুনে মোহিত হয়ে আর একটী গাইতে ফরমাস্‌ কর্‌লাম্‌। আমার সালাজ বল্লে আমরা দুজনে দুটী গাইলাম্‌ এখন তোমার পালা, তুমি একটী গাও। আমি গান জানিনা, গাইতে পারিনে, গলা ভাল নয় বলে ওজর আপত্তি কর্‌তে লাগ্‌লাম্‌। কিন্তু সে কথা কে শোনে। আবার নাক কাণ মলা আরম্ভ হলো। আমি অগত্যা গাইতে সম্মত হলাম্‌। আমার সম্মতি শুনে বিন্দু বল্লে তাইত "ভালো ঘোড়ার এক চাবুক্‌" বলে "সেই গাধা যদি খায় তবে হাঁ-দলিয়ে হাঁ-দলিয়ে খায়" সেইত গাইতে রাজি হলে তবে অত মার্‌-খাবার কি দরকার্‌ ছিল?" না বেহায়ার বুঝি অল্পে সানায় না?" আমি এই কথা গুলো শুনে, একটু হেসে, গাইতে আরম্ভ কর্‌লাম্‌।

কর্‌লি কি বিসথা, একবার্‌ এনে দেখা;
মলাম্‌ মলাম্‌ প্রাণে না হেরিয়ে বাঁকা।
একে কোমল্‌ প্রাণ, তাহে মদন্‌ বাণ,
সবে বলে ছিলি মর্‌বি, মর্‌তে হলো একা।
আমিত জানিনে তোরাই জানালি,
সরল্‌ প্রেমে কেন গরল্‌ মিশালি,

হেরে চিত্র পটে, যমুনার ঘাটে ;
আমি একদিন দেখেছিলাম ঈষদ্ নয়ন বাঁকা ।।
যে হতে শুনালি নামেরি অক্ষর্ ;
সেই দিন হতে আমার্ করলি মনান্তর,
শয়নেতে থাকি, স্বপনেতে দেখি,
উড়ি উড়ি করি বিধি না দেয় পাখা ।।
রসিক্চাঁদ কয় মিলনেরি কালে,
বিসথা চন্দ্র হাতে এনে দিলে,
শুনে বাঁশির গান, ভাঙ্লো মুনির ধ্যান্,
গেল গেল প্রাণ্ আর নাহি গেল রাখা ।।

গান্ শুনে সকলে বাহোবা দিয়ে আবার আমার নাক ও কাণ মল্তে আরম্ভ কর্লে। আমি অনেক বার সহ্য করেছি, বার বার সব কেন? আমিও হাস্তে হাস্তে তার সুদ শুদ্ধ শোধ দিতে লাগ্লাম্। মেয়েরা ছি! মুখুয্যে! তুমি বড় গোঁয়ার। ওমা একি বিট্কেল? ওকি? সর মেনে বলে একটু তফাৎ হতে লাগ্লো। ইতিমধ্যে বিন্দু চুপে চুপে কোণের পিদীপটীর উপর ঝাঁজুর ঢাকা দিলে, ঝাঁজুরের ছিদ্র গুলি দিয়ে সোণার শলার মত কতকগুলি আলোর জ্যোৎ বেরুলো বটে; কিন্তু ঘরটী ঘুরঘুট্টি অন্ধকার হলো। আমি সেই "অন্ধকারে মহা-ঘোরে" হাত বাড়তে লাগ্লাম্। অনেকেই আমার হাতে ঠেক্তে লাগ্লেন্। ওমা! একি? সরে যাও! এমন্ বেহায়া জামাইত দেখিনি। চল্লো আমরা এঘরে থেকে বেরিয়ে যাই। ছি ভাই; এমন্ বাসর ঘরে গেলে

কি জাতমত থাকে, প্রভৃতি আরম্ভ হলো। এদিগে রাত নাই ভোর হয়েছে। তফাতের মুরগির ডাক্ শোনা যেতে লাগ্‌লো। পাখীর রব ও নহবতের রসনচৌকি একত্র হয়ে অতি মিষ্ট লাগ্‌তে লাগ্‌লো। এমন্ সময় ভজা দাদা বাসর ঘরের দরজায় ঘা দিয়ে আমাকে ডাকতে লাগ্‌লো। আমি তাড়াতাড়ি দোর খুলে বেরুলে ভজা-দাদা শীঘ্র বাসায় এসো বলে ব্যস্ত সমস্ত হয়ে বাসার দিগে যেতে লাগ্‌লো। আমি কি হয়েছে, কি হয়েছে, বল্‌তে বল্‌তে তার পেছু পেছু যেয়ে দেখি একখানা ঘর জ্বলচে আর বর যাত্তির সকল বানর সেজে সোর হাঙ্গামা ও দৌড়াদৌড়ি করচে। এই সকল কাণ্ডকারখানা দেখে কিছুই বুঝতে পার্‌লাম না। ভজা দাদাকে পুনরায় জিজ্ঞাসা করাতে সে বল্লে, হুকুমচাঁদ! বাজি পোড়ান হয়ে গেলে আমরা ফলার খেলাম্। তার পর বরযাত্তির সকল বাসায় শুতে এলেন্। শয়ন গৃহ নির্দ্দিষ্ট হলো। ঘর খানির ভিতর একটা টিপ্‌টিপে আলো জ্বলছে। ঘর-ময় সিমুলের তুলো পেড়ে ইস্তিরি করে রেখেচে। দেখ্‌লে বোধ হয় যেন ধোপ ফরাস বিছানা। ঘরের ভিতর একটা খোলা আল্‌মারিতে গোটা কুড়িক্ আল্‌কাতরা পোরা বোতল আছে। একজন লোক হাত যোড়্ করে বর যাত্তিরদের মধ্যে বিজ্ঞ গোছের লোকদিগের কাছে বল্লে, মশয়েরা! এই বোতল গুলিতে পাক তৈল আছে, দেখ্‌বেন্, কেউ যেন নষ্ট না করে। এই কথা বলেই সে লোকটী চলে গেল। লোকটী গেলেই বরযাত্তিররা

সেই টিপটিপে আলোটী নিবিয়ে পাকতেল মাখ্‌তে আরম্ভ করলেন্। আর বাহাদুরি করে বল্‌তে লাগ্‌লেন্, "শালাদিগকে খুব্ ঠকান হলো"। কিন্তু আপনারা যে নাকালের হদ্দ বেহদ্দ হচ্চেন্ তা এখনও কেউ টের পান্‌নি। সেই পাকতেল কতক মাখ্‌লেন্ আর কতক এদিগ্ সেদিগ্ ঢেলে ফেলার দরুন্ বিছানাতে পড়্‌লো, শেষে সকলেই সেই বিছানায় শুয়ে সমস্ত রাত্রি নিদ্রা গেলেন্। প্রাতঃকালে উঠে দেখেন সব বানরের মুখ পোড়া। বিছানার সিমুলের তুলো আর আলকাতরা জড়িয়ে সর্ব্বাঙ্গে লেগেছে। তাতে সকলেই বানর সেজে উঠেছেন্। এমন্ সময় গ্রামের পাঁচ সাত জন ষণ্ডা যুটে বরযাত্তিরদিগকে তাড়া কল্লে। বর যাত্তিরেরাও এই ঘর খানিতে আগুন দিয়ে লঙ্কা পোড়ালেন্। শেষে ঐ ফুলের বাগানটী ভেঙে মধুবন ভঙ্গ করা হয়েচে। এখন অক্ষয় কুমার বধের উদ্যোগ হচ্চে। ভজহরি, আমাকে এই সকল কথা বল্‌চে; এমন্ সময় দারোগা এসে কটক শুদ্ধ বানর গ্রেপ্তার করে নিয়ে গেলেন্, শুনলাম্। তার পর হুজুরেও চালান করা হয়েচে। এই গোলমালের পর শয্যা উত্থান ও কুসণ্ডিকে হয়ে গেল। তার পর দিন বাড়ী এলাম্।

আমি কুলীনের মেয়ে বে করলাম্ কি না? সেই জন্য কোনেটী আম্মার বয়সের কিছু বড়ো হলো। তার বয়স এতই বা কি জেয়াদা, আমার চেয়ে চারি বছরের বড় বইত নয়? বিবাহের ছমাস বাদেই আমার একটী

ছেলে হয়েছিল। এর পূর্ব্বেও বিবাহ হলো বলে, তার পেটে গুল্ম হয়েছিল। সুলক্ষণা কন্যার লক্ষণই এই, আমাদের প্রাতঃস্মরণীয়া কুন্তীরও কুমারী কালে একবার এই রোগ হয়েছিল। তখন দেশের হাওয়া ভাল ছিল বলে গুল্মটি একটি সন্তান উৎপন্ন করে নিঃশেষে আরাম হয়। ছমাসে ছেলে হলো দেখে, আমাদের বাড়ির ও পাড়ার পাঁচজন মেয়ে জুটে ব্রাহ্মণী শর্ম্মাকে জিজ্ঞাসা কর্‌লে, "হ্যালা কনে বউ! তোর ছমাসে ছেলে হলো কি করে লা"?। ব্রাহ্মণী উত্তর দিলেন "কেন তোমাদেরও যা করে হয় আমারও তাই করে হয়েছে ?"। ঘোষালদের ছোট বউ বল্লে "সে কি লা? আমাদের ত দশ মাসে হয়, ছ মাসে ত ছেলে হতে দেখিনি ? ব্রাহ্মণী উত্তর দিলেন্, "আমাদের দেশেত ছ মাসেই ছেলে হয়, এদেশে যে দশমাসে হয় তাত জানিনে? তা না জেনেই আমাদের দেশের মত ছ মাসেই বিয়িয়েছি। এখন্ জান্‌লাম্, এখন অবধি তোমাদের দেশের মত দশ মাসেই হবে"। ফলতঃ ব্রাহ্মণী মিথ্যে কথার লোক লন্। সেই হতে আমাদের দেশের মত তাঁর দশ মাসেই ছেলে হতে লাগ্‌লো। কেবল একবার আমি বাড়ি থেকে কাল-নায় গেলে পর ব্রাহ্মণী বাপের বাড়ি যান্। সেই বার আবার দেশের হাওয়া লাগিয়ে আমাদের বাড়ি এসে ছমাসে একটী কন্যা প্রসব করেছিলেন, কন্যাটীর চেহারা ঠিক্‌ঠাক্ আমার শশুর বাড়ির কৃষাণ বনমালির মত হয়ে-

ছিল। তা না হবে কেন? শাস্ত্রেই লিখেচে “ নরাণাং মাতুল ক্রমঃ ” যেমন বাপ তার তেমনি ছেলে।

পঞ্চম বয়ন্‌।
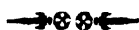
হুকুম চাঁদ উবাচ।

ক্রমে আমার অনেক্‌ গুলি কাচ্চা বাচ্চা হলো। বিষ্ণু—আমার—বলাটা ভালো হচ্চেনা। তাই বা বলি কি করে। স্বতত পরত যেরূপ করেই হোক্‌ না ক্যান? পরিচয় ও বাপ বল্‌তে শম্মারামই আছেন্‌।

মাঠাক্‌রুণ ও খুড়ো মশয়ের পরলোক হয়েচে। বড় বউ বাড়ির গিন্নী। তাঁর স্বভাবটী বড় সরস্‌। আমরা স্ত্রী পুরুষে দুটী ভগ্নীকে নিয়ে পৃথক্‌ হই এই তাঁর একান্ত ইচ্ছে। বড়্‌দাদা তাঁর কথা শোনেন্‌ না বলেই একত্র আছি। না হলে কোন কালে ভিন্ন হতে হতো। বড় বউ দেখ্‌লেন্‌ বড়্‌দাদা তাঁর হুকুম মানেন্‌ না, তখন আর কি করেন্‌, ব্রাহ্মণীর সঙ্গে কোমোর্‌ বেঁধে ঝগ্‌ড়া কর্‌তে লেগে গেলেন্‌। আমি দোকেটে বাজিয়ে নারদ্‌ নারদ্‌ বলে বাধিয়ে দিয়ে তফাতে দাড়াই, দুটো বউ ঝক্‌ড়ার ছড়া মুখস্ত বলে যায়। ভগ্নিরে এই সকল কাণ্ড কারখানা দেখে, পালিয়ে মামার বাড়ি যেয়ে হাঁফ ছাড়েন্‌। ভগ্নি-দের উভয় শঙ্কট্‌। তাঁরা কুলীনের মেয়ে, বে হয়েচে এই মাত্র। কোন কালেই শশুর বাড়ি দ্যাখেন্‌ নি। ভগ্নিপতিদের বের খাতা ছিল। যে যে স্থানে বে করে-চেন্‌ তা খাতাতেই লেখা থাক্‌তো। সুতরাং খাতা দেখে

দেখে শশুর বাড়ি যেতেন্। বড় ভগ্নিটী বিধবা হয়েচেন্ আর ছোট ভগ্নিপতির বিবাহের খাতা গৃহ দাহতে নষ্ট হয়ে গিয়েচে। সুতরাং ছোট ভগ্নিটী স্বামী থাক্‌তেই বিধবা। দুটী ভগ্নিকে চিরকালই আমাদের বাড়ি থাক্‌তে হবে। আমাদের দুই ভাইকেই তাঁদের খুসী রাখা চাই। এক জনের পক্ষ হয়ে অপরের সঙ্গে ঝগ্‌ড়া কল্লে এক ভাই রাগ্ কর্‌বে। এই ভয়ে তারা বউদের ঝগ্‌ড়া দেখ্‌লেই পলায়। না হলে তারা বিলক্ষণ ঝগ্‌ড়া কত্তে জানে। যদি কারুর খাতির না থাক্‌তো, তাহলে বউরো আমার বোনেদের ঝগ্‌ড়ার বাঁধুনি দেখে তাক্ হয়ে যেতেন্। একটী কথাতেই কান্তে কান্তে কম্‌নে যাবেন্ তার দিশে পেতেন্ না। বউরো আঙ্গুল মট্‌কে গালাগালি কর্‌চেন, আমার বোনেদের সঙ্গে হলে হাড়্ ও ঘাড়্ মট্‌কেও এঁটে উঠ্‌তে পার্‌তেন্ না। বউরো যা কটা ঝগ্‌ড়া জানেন্। ঝগ্‌ড়ার গোটা দুই বাঁধা বোল শিখেচেন্ বইতো নয়। এখনো তেরাকিটি শুদ্ধ হয়ে বেরোয় নাই। তা ধ্রুপদ্ পঞ্চম সোয়ারি বাজাবেন্ কি ? আমার বোনেদের লয়্ দুরোস্তো পরোম্ শুদ্ধ ঝগ্‌ড়া শুন্‌লে বউরো তাক্ হয়ে যান্।

আজ্ রাত্তিরে ব্রাহ্মণী শর্ম্মা আমার দফা রফা কর্‌বেন, আজ্ আর রক্ষে নাই। “নিমুক্কদে মিন্‌সে, বাড়ি বসে দাদা রোজ্‌গার করে তাই খান্, সেই জ্বালায় আমরা বাড়ি টিক্‌তে পারিনে, বড়ো আঁটকুড়ি ভালোবাসা খাগী আমাকে কথায় কথায় গঞ্জনা দ্যায়, আমার বাপ্ ভাই কি

অপ্‌রাদ্‌ করেছে যে গুণী হক্‌ না হোক্‌ তাদের মাথা খায়, তারা কি ও সর্ব্বনাশীর খায়? না পরে? পাড়ার হারামজাদীরেও বড় আঁট্‌কুড়ির সঙ্গে যোগ দিয়েচে, তারা বাদিয়ে দিয়ে তামাসা দ্যাখে, আমি আর এমন্‌ শত্তুর পুরির মধ্যে থাক্‌তে পারিনে, তুমি আমাকে বাপের বাড়ি পাঠিয়ে দ্যাও, সুক্‌ চেয়ে সোয়াস্তি ভালো, আমাকে মহারাজ্‌পুর পাটাও, আমার হাড়্‌ জুড়োক্‌, তোমরা ভাই, ভাই-বউ নিয়ে সুক্‌ স্বচ্ছন্দে রাম্‌ রাজ্যির মত রাজত্বি করো, এমন্‌ কপালও কি করে ছিলাম্‌, লোকের সোয়ামি হৎকে কত সুখ্‌ হয়, আমার কপালে কেবল্‌ ঝগ্‌ড়া, চিরকাল্‌ ঝগ্‌ড়া কর্‌তে কর্‌তে হাড়্‌ কালী হয়ে উঠ্‌লো" বলে ব্রাহ্মণী শর্ম্মা কতই গাল্‌ দেবেন্‌ আর কতই মায়া কান্না কাঁদ্‌বেন্‌ তার সংখ্যা করাই যায় না।

আজ্‌ আর বাড়ি থাকা হবে না। দুটো খেয়ে কেষ্টনগর যাই, সেখানে একটা কর্ম্ম কাজের জোগাড়্‌ দেখ্‌তে হবে। এইরূপ বিবেচনা করে বৈকালে কেষ্টনগরে গেলাম্‌। কয়েকদিন আছি এর মধ্যে শুন্‌লাম্‌ কালেকটরিতে একটা মুহুরিগিরি কর্ম্ম খালি আছে। দেওয়ান্‌জীর অনুগ্রহ হলেই সে কর্ম্মটা হতে পারে। দেওয়ানজী কিছু খোসামোদের বশ। কচুরি খাওয়াতে পাল্লেই কর্ম্মটা হয়। কিন্তু আমিত খোসামুদী শিখি নাই। তবে এখন কি করা কর্ত্তব্য। প্রথম প্রথম দুই চার্‌ জন মোক্তারের কাছে খোসামুদী শিখ্‌তে গেলাম্‌, মোক্তারেরা শিখিয়ে দিলেন না। শেষে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের টোল,

ঘটক্ ও ভাটের বাড়ি অনেক স্থানেই গতি বিধি কর্লাম্, কিন্তু কেউ আমাকে খোসামুদী শেখালোনা। শেখাবে ক্যান? যে ব্যক্তি যে পেসা করে গুজরান করে সে কি তা অন্যকে শিখিয়ে সরিক্ বাড়ায়?! আমি ভাবলাম্ থিয়োরেটিক্যাল" খোসামুদী শেখাত হলোই না, এখন্ "প্রাক্‌টিক্যাল" শিখ্‌বার জোগাড় দ্যাখা আবশ্যক। তা সেরেস্তাদার মশার বাসায় গেলেই হতে পারে। সেখানে অনেক গুলি বাহাল খোসামুদে রোজ রোজ খোসামুদী করে থাকে। আমিও দিন কয়েক মদতনবিশী কর্‌লে খোসামুদী করা শিখ্‌তে পার্‌বো। এই বিবেচনা করে সেরেস্তাদার মশার বাসায় গেলাম্।

বাঞ্ছারাম রায় কালেক্টরির সেরেস্তাদার, ইনি জেতে ব্রাহ্মণ, অতিশয় ধর্ম্মনিষ্ঠ। হিন্দু-ধর্ম্মের বিরুদ্ধে যদি কেউ চলে সেরেস্তাদার মশয় তৎক্ষণাৎ তাকে জাতিভ্রষ্ট কর্‌তে চেষ্টা পান। ধর্ম্ম সভার প্রধান "পেট্রিয়ট্" কালেজের ছেলে পিলে দেখ্‌লে খৃষ্টান বলে অশ্রদ্ধা করা আছে, কিন্তু তাঁর নিজের ছেলেটী অল্প দিনের মধ্যেই খৃষ্ট ধর্ম্ম গ্রহণ কর্‌বে। সেরেস্তাদার মশয় বাঙাল দেশী লোক। কথা গুলো কিছু বাঁকা বাঁকা। এমন্ কি? অনেক বুঝে ওঠাও যায় না। প্রতি বর্গের দ্বিতীয় ও চতুর্থ বর্ণ, তিন্‌টে শ, আর ড় ঢ় ও চন্দ্রবিন্দু, শুভঙ্কর এই কয়টী অক্ষর বাঙাল্ দেশী বর্ণ মালার মধ্যে দিতে ভুলে গিয়েছেন্। কথা কবার সময় বাঙাল্‌দের যে এক প্রকার নাকি স্বুর বেরোয় তা লিখে দিবার জো থাক্‌লে কসুর

কর্‌তাম না। পাঠক মশয়রা মাপ কর্‌বেন। সুর লেখার সঙ্কেত টা জানিনে।

খালের পার শম্ভু ঘোষের একটা বাসা আছে, সেরেস্তাদার মশয় মাসিক দশ টাকা ভাড়া দিয়ে সেই বাসাতেই সপরিবারে বাস করেন্। ঘোষজাদের সর্ব্বদা মামলা মোকদ্দামা হয় বলে ভাড়ার টাকাটা গায় গায় সোদ পড়ে। সেরেস্তাদার মশয় মাসে পঞ্চাশ টাকা মোশাহেরা পান্ উপরি রোজ্‌গার করা নেই। বড় বেরেয়া। কেবল্ পেচ্ছাপের ব্যারাম আছে বলে পাঁচ সাত বার এজলাস্ থেকে বাইরে যেতে হয়। আসামী ফোরেদিও সর্ব্বদা বাসায় আসা যাওয়া করে থাকে। মানসের বাড়ি মানুষ গেলে ত তাড়িয়ে দেবার পদ্ধি নাই!!! রেসবৎটা চেয়ে ন্যাওয়া নাই। তবে যদি কেউ কিছু ইচ্ছে করে দ্যায় তা নিলে দোষ কি?

আমি প্রাতঃকালে উঠে সেরেস্তাদার মশয়ের বাসায় গিয়েছি। যেয়ে দেখি আট্‌চালার মধ্যে ফরাস্ বিছানা হয়েচে। মাঝখানে হাত খানেক উঁচু একটী গদির উপর পঞ্জিকের মহাবিষুব সংক্রান্তির চেহারার মত একটী বিগ্রহ বসে আছেন। ইনিই আমাদের সেরেস্তাদার মশয়। ফরাসের উপর অনেক গুলি বাহাল খোসামুদে, কেউ কর্ত্তা, কেউ ধর্ম্ম-অবতার, কেউ হুজুর বলে রাগ রাগিনী ভেঁজে খোসামুদীর খেয়াল ধর্‌চে। নদীটে কাৎ, পুষ্করিণীর পূর্ব্বাদিগের জলটা কিছু উঁচু, মিছরি পানা তিতো জহর প্রভৃতি কথায় সায় পোড়্‌চে। দেওয়ান

জীর চেহারাটী ভারি চমৎকার। মাথায় টীকি, সেই টীকিটির চার্‌দিগে কঁচাতে পাকাতে মিশান কতক গুলি খাটো খাটো চুল আছে। তাতে তেড়িকাটা টা ছাড়েন নি। নাকের নিচে দুটো চাট্টে লোম সেকালে এক যোড়া গোঁপ ছিলো হলপ করে তার সাক্ষি দিচ্চে। হাতে মুদ্রাশঙ্খ ও ওষুদের মাদুলি শুদ্ধ রক্তচন্দন্‌ মাখা একখানা ইষ্টি-কবচ্‌। গলায় সোণা গাঁথা একছড়া ছোট ছোট রুদ্রাক্ষ মালা। "চাদরে মোরোব্বাজ্‌", "তখ্‌তে তাউস্‌", "কোহিনুর জহরৎ" প্রভৃতির গল্প হচ্চে। এক একবার "হাকিম বড় কড়া, আমি কি কর্‌বো" বলে আসামী ফোরেদির কথায় তাল পোড়্‌চে। বাহাল খোসামুদেরা কর্ত্তার শ্রীমুখ বিনির্গত কথা গুলি তদ্‌গত চিত্তে হঁা করে শুনচেন। আসামী ফোরেদীর মধ্যে কেউ কেউ দ্যাওয়ানজীর পূজার জন্য শুক্ল পুস্প দিচ্চে। দেখে বোধ কর্‌লাম্‌, ঠিক য্যান কথকঠাকুর মহাভারতের কথকতা কর্‌চেন শ্রোতারা একমনে এক চিত্তে তাই শুনে টাকা প্যালা দিচ্চে।

আমি যেয়ে ফরাসের এক পাশ ঘিঁসে বস্‌লাম। কিন্তু কে আমার খবর ন্যায়। দেওয়ানজী বাদশা, নবাবের গল্প ছেড়ে রাজা রাজড়ার উপাখ্যান আরম্ভ কর্‌লেন্‌। "বর্দ্ধমানের রাজা নিঃসন্তান, রাণী-ভবানী বড় দাতা, কাশীতে তাঁর নাম ছোট অন্নপূন্না, নল ড্যাঙার রাজা দের এখন আর বড় বিষয় আশায় নাই। সে কালে কেষ্টনগরের রাজারা বড় মান্য ছিলেন। য্যামন বিক্রমা-

দিত্যের নবরত্নের সভা, কেষ্টচন্দ্র রাজারও তেম্নি নবরত্নের সভা ছিল। মুক্তোরাম মুকুয্যে, ভারতচন্দ্র রায় ও গোপাল ভাঁড় প্রভৃতি নবরত্ন। গোপাল ভাঁড় উপস্থিত বক্তা। গোপাল ভাঁড় রাজ সভায় থাক্‌তো বলে রাজাকে কেউ ঠকাতে পারতো না। মুরসুদাবাদের নবাব গোপাল ভাঁড়ের বুদ্ধির কথা শুনে পরীক্ষা করে দেখবার জন্য রাজা কেষ্টচন্দ্র রায়কে লিখে পাঠিয়ে ছিলেন্ যে মুরসুদাবাদে আমার এক পুষ্করণীর বিবাহ হইবে। আপনার অধিকারে যত পুষ্করণী আছে আপনি তাহাদিগকে নেমন্তন্ন করে অব্যাজে মুরসুদাবাদে পাঠাইবেন। রাজা এই পত্র পেয়ে বড়ই ভাবনাযুক্ত হয়ে বসে আছেন, এমন সময় গোপাল ভাঁড় এসে উপস্থিত। গোপাল ভাঁড় রাজাকে জিজ্ঞাসা কর্‌লে মহারাজ! আপনাকে ভাবনাযুক্ত দেখ্‌চি ক্যান? রাজা গোপালকে নবাব বাড়ির চিটীর কথা বল্‌লেন। গোপাল বল্লে মহারাজ! এই জন্যে এত ভাবনা!! আপ্‌নি লিখে দ্যান যে আমি পুষ্করণীদিগকে ডেকে নিমন্তন্ন করাতে তাহারা কহিলেক, আমরা মানুষের নিমন্তন্নে মুরসুদাবাদ যাইবো না। যদি মুরসুদাবাদ হইতে কোন পুষ্করণী আসিয়া আমাদিগকে নিমন্তন্ন করে তাহা হইলে যাইবো।

দেওয়ানজী উপাখ্যান সমাপ্ত করে, বাহাল খোসামুদেদিগকে বল্লেন "দ্যাখ দেখি গোপাল ভাঁড়ের ক্যামন বুদ্ধি?" বাহাল খোসামুদেরা, আজ্ঞে, তা বটেইত, তা বটেইত, বলে গোল মাল করে উঠ্‌লো। দেওয়ানজী

হাঁই তুল্লেন্ খোসামুদেরা তুড়ি দিতে লাগ্‌লো, য্যান মোটা মোটা ফোঁট পড়ে এক পস্‌লা বিষ্টি হয়ে গ্যালো। দেওয়ানজী হাচ্‌লেন খোসামুদেরা জীব জীব বলে সোর করে উঠ্‌লো, দেওয়ানজী তমাক খাবার জন্য কেলেকে ডাক্‌লেন, খোসামুদেরা কেলে কেলে বলে চেঁচিয়ে গলা ভেঙে ফেল্‌লো। খোসামুদেরা দেওয়ানজী উঠ্‌লে ওঠে, যতক্ষণ তিনি বস্‌তে হুকুম না দেন ততক্ষণ সাম্‌নে খাড়া হয়ে থাকে। আমি দেখে শুনে খোসামুদীর "লেসেন" নিয়ে সে দিনকার মত বাসায় গেলাম্।

পর দিন প্রাতঃকালে উঠে দেওয়ানজীর বাসায় নতুন খোসামুদী কত্তে যাওয়া হলো। গিয়ে দেখি কি দেও-য়ানজী সেই উঁচু গদিটীর উপর বসে আছেন। চতুর্দ্দিগে বাহাল খোসামুদেরা খোসামুদীর রাগরাগিনী ভাঁজ্‌চে তখনও কচুরির খেয়াল আরম্ভ হয় নি। আমি কাল খোসামুদীর লেসেন পেয়েছি কি না? আজ্ দেওয়ান-জীর সাম্‌নেই বসলাম্। দেওয়ানজী একটা বাতকর্ম্ম কর্‌লেন। আমি কাল জেনেচি কি না? হাঁচ্‌লে ও হাঁই তুল্লে জীব বল্‌তে ও তুড়ি দিতে হয়, য্যামন্ দেয়ান্‌জী বাতকর্ম্ম করেচেন্, অমনি আমি, "জীব জীব" বলে তুড়ি দিতে লাগ্‌লাম। তাতে করে দেওয়ানজী ও আর আর খোসামুদেরা সকলেই আমার দিগে এক্‌বার চাইলে। তার খানিক্ বাদে দেওয়ান্‌জী বাইরে যাবার জন্য উঠে দাঁড়ালেন্। আমি হাত যোড়্ করে জিজ্ঞাসা কর্‌লাম্ "হুজুর কোথা যাচ্ছেন্"? দেওয়ান্‌জী বল্লেন

পেচ্ছাপ কর্‌তে যাবো”। আমি বল্লাম্ “হুজুর! গোলাম্ এখানে হাজির থাক্‌তে আপ্‌নি কষ্ট পেয়ে পেচ্ছাপ কত্তে যাবেন্? একি হতে পারে? আপনি বস্থন্, আমি পেচ্ছাপ করে আস্‌চি”। এইরূপে পাঁচ সাত দিন পর্য্যন্ত দেওয়ান্‌জীর খোসামুদী কর্‌লাম, কিন্তু আমার প্রতি তাঁর “নেক্ নজর” হলোনা।

কেষ্টনগরে কোন কর্ম্ম কাজ হতে পারে না দেখে কল্‌কাতায় যাওয়া স্থির কর্‌লাম্। শান্তিপুর হতে এক খানা ডিঙি ভাড়া করে কল্‌কাতায় যাবো। পরদিন প্রাতে উঠে পথ দিয়ে ঠিক্ দুপোর ব্যালা শান্তিপুরে পৌঁছিলাম্। হাঁট্‌তে হাঁট্‌তে পা ফুলে গ্যাছে, আজ্ শান্তিপুরেই থাক্‌তে হবে। বেজ্‌পাড়ায় আমার একটী কুটুম্ব ছিলো। তাঁর বাড়ির কথা জিজ্ঞাসা কর্‌লে কেউ বলে দিলে না। শান্তিপুরের নিয়ম এই, বিদেশী লোক্ দেখ্‌লে কেউ কারু বাড়ি দেখিয়ে দ্যায় না, তার কারণ খেতে দিতে হবে। আমি যাকে দুই চোকে দেখ্‌চি তার কাছেই হরি গাঙুলির বাড়ি কোন্ খানে বলে জিজ্ঞাসা কর্‌চি। প্রায় সকলেই জানিনে বলে চলে যাচ্চে। দুই এক্ জন্ “তোমার নিবাস কোথা? কার পুত্তুর? কি নাম? কি জন্য এখানে এসেচো?” প্রভৃতি চোদ্দ পুরুষের খবর নিয়ে বিরক্ত কর্‌চে। এমন্ সময় দেখি হরি গাঙুলি আমাকে দেখে মাথায় গাম্‌চা দিয়ে রাস্তার পাশ কেটে যান্। আমি তাঁকে দেখেই চিন্‌-লাম্। আর কোথা যাবি? তাড়াতাড়ি সাম্‌নে গিয়ে

একটা প্রণাম কল্লাম। তিনি অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত আমাকে চিন্তেই পার্‌লেন্ না। শেষে পরিচয় দিলে অনেক কষ্টে চিন্‌লেন্। ইনি প্রায় প্রতি মাসেই আমাদের বাড়ি যেয়ে থাকেন্। পাঁচ্ সাত দিন থেকে দুই চার্ টাকা সাৎ করে বাড়ি আসা হয়। আস্‌বের ব্যালা আমাদিগকে বলেন্ বাবাজীরে ত সর্ব্বদা কল্‌কেতায় যাও, যাবার সময় আমাদের বাড়ি হয়ে গেলে দোষ কি? আমরা কি দুটো খেতে দিতে পারিনে? এখন্ ডেকে ষাঁড় ঘরে এনেছেন্, ছাড়্‌বো ক্যান? আমি বল্লাম্ মশয়! কল্‌কেতায় যাচ্চি, আজ্ আপনার বাড়ি থাক্‌তে হবে"। এই কথাটা শুনে ব্রাহ্মণের মুখ্‌খানা শুকিয়ে গ্যালো। কি করে? আমাকে বাড়ি নিয়ে যেতে হলো। বাড়ি যেয়ে খানিক চাকরের উপর তম্বি হতে লাগ্‌লো। "বেটাকে মিছেমিছি মাইনে দি, আমি বারণ কর্‌লাম্ যে আজ্ কাপোড়্ ও শন্দেস নিয়ে তত্ব কর্‌তে যাবার দর্‌কার্ নেই। তা না শুনে চলে গ্যাছে। এখন্ কুটুম্বুর্ ছেলেটী এলো। পা ধোবার জল বা কে দ্যায়,? তামাক্ বা কে দ্যায়? আর বাজার করেই বা কে আনে? আমার "খেয়ায় কড়ি দিয়ে ডুবে পার" হয়েচে। যাক্ এবেটাকে আর রাখা হলোনা" এই বলে বাড়ির ভিতর থেকে এক ঘটী জল আর এক ছিলিম তমাক সেজে হুঁকোটা এনে দিলেন্। আমি তমাক খেয়ে পাধুয়ে স্নান করে এলাম্। তার পর আহারের পরিপাটি দ্যাখে কে? চাট্টি ভাত আর্ বারো আনা খোঁসা শুদ্ধ একটু খানি ফরমাসে

কলায়ের ডাল্। কে কত খায়? গাঙুলি মশয় "চাকর বেটা বাড়ি নেই, বাজারে তরকারী ও মাচ্ টাচ্ বড় মেলে না, দুদ, দই দেশে নাই বল্লেও হয়" বলে প্রসিদ্ধ "শান্তি পুরে নকুতো" আরম্ভ কর্লেন্। আমি মনে মনে হেসে আহার করে বাইরে আচাঁতে গেলাম্। একটি গাড়ু; প্রথমে আমি আঁচিয়ে গাঙুলি মশয়কে দিলাম্। গাঙুলি মশয় আঁচাচ্চেন্ এমন্ সময় তাঁর ছোট মেয়েটী তাড়া-তাড়ি এসে খবর দিলে "ওগো বাবা! তোমার গোঁপের দই বিরালে খেয়ে গেছে"।

পাঠক মহাশয়েরা বুঝি "গোঁপের দই" এই শব্দ-টীর অর্থ দেখ্তে অভিধান খুল্‌বেন্? কিন্তু এর অর্থ অভিধানে পাওয়া যাবে না। আমিই বলে দিচ্চি। শান্তি-পুরে লোকে মাসে এক পয়সার দই কেনেন্, ডাল্ ন্যাবড়া দিয়ে ভাত খেয়ে সেই দই একটু খানি নিয়ে গোঁপে লাগান হয়। তার পর গাড়ু নিয়ে বাড়ির ধারের রাস্তার উপর দাঁড়িয়ে ঘন্টা খানেক পর্য্যন্ত হেউ হেউ শব্দে উদ্গার তোলেন্। রাস্তার লোকে ভাবে, বাবু দুদ্ দই দিয়ে আহার করে এলেন্। পাঠকগণ! একেই বলে "গোঁপের দই"। পোড়া কপালে-বিরাল তাই খেয়ে গেছে।

পাঠকগণ! শান্তিপুরের সকল বাড়িতেই যে এইরূপ হয় তা নয়। সেখানে অনেক ধনী ও ভদ্রলোক আছেন্। অনেক বাড়িতে অতিথি সেবার সদাব্রতও আছে। না

থাক্‌বেই বা ক্যান? শাস্ত্রেই লিখেচে "সর্ব্বত্র ত্রিবিধা-লোকা উত্তমা মধ্যমাধমাঃ"।

আচমন করে বাড়ির ভিতর যাওয়া হলো। গাঙুলি মশয় খাসা একখানা রেকাবিতে করে খান্ পাচ ছয় সুপুরি এনে দিলেন। সুপুরি কখানা মুখে দিবার সময় গাঙুলি বল্লেন্ "আজ বাজার থেকে পান আনা হয় নি"। তমাক খাওয়া হলে, গাঙুলি মশয় বল্লেন্ "যদি কল্‌কেতায় যেতে হয় তবে এই ব্যালা ওঠো। নইলে নৌকো পাবেনা"। আমি বল্লেম্ "মশয়! আজ্ কোথা যাচ্চি", কাল্ সকালে যাবার বন্দবস্ত করা যাবে"। গাঙুলি এই-কথা শুনে বল্লেন্ "চাকরটী বাড়িনেই, আমাকেও বৈকালে উলো যেতে হবে, তুমি কি করে এখানে থাক্‌বে?"। আমি এই কথা শুনে আর থাক্‌বার নামও কল্লাম্ না। পুনরায় থাক্‌তে চাইলে লাঠি মেরে তাড়িয়ে দেবে ভেবে ধুতি গামছা নিয়ে গঙ্গার ধারে গেলাম। গঙ্গার ধারে দুই খানা মুদির দোকান। একখানি একটী স্ত্রীলোকের; আর একখানি একটী পুরুষের। স্ত্রীলোকটী চোক্ মুখ ঘুরিয়ে খদ্দের ডাক্‌চে। দুচার্ জন এয়ার গোছের লোক সে দোকানে যাচ্চে। পাঠকগণের রিস্‌ড়ের সামা বামার নামটা মনে আছে কি না?। সেই সঙ্গে শান্তিপুরের শশীর নামটাও খাতায় লিখে রাখ্‌বেন্। আমার পোড়া কপাল কি না? কেষ্টনগরের নরহরি শিরোমণি কল্‌কা-তায় যাচ্ছেন্, গঙ্গার ধারে এসে তাঁর সঙ্গে দ্যাখা হলো। তিনি আমাকে পূর্ব্বে চিন্তেন্, আমিও কল্‌কাতায় যাবো

শুনে বল্লেন্ " তবে বড় ভালো হলো, হুকুমচাঁদ! চলো আমরা এক নৌকো করেই যাবো "। কি করি! বুড়োর হাত ছাড়াতে পার্‌লাম না বলে সেই পুরুষ মুদির দোকানেই যেতে হলো। এ অধঃপেতে বুড়োর সঙ্গে দ্যাখা না হলে আমি শশীর দোকানেই যেতেম্। দোকানে যেয়ে দেখি এক জন অস্থি চর্ম্ম সার লোক বসে আছে, তাঁর আবার কাশির ব্যারাম্। বুকে পাক্‌তেল মাখা, গলায় গোটা পঁচিশেক ওষুদ্ পোরা তামা লোয়ার মাদুলি এবং ন্যাক্‌ড়ার টোপ্‌লা ঝুল্‌চে। সাম্‌নে দাঁড়ি বাট্‌খারা। ঘরে চাল্, ডাল্ চিড়ে, মুড়্‌কি, তেল, পুরোনো ঘি, বাতাসা, গুড়, কাঠ, হুঁকো, কল্‌কে, তমাক্, হাঁড়ি কল্‌সী, যা চাও তাই পাবে, তবে কি জান ?। ওজনে কম ও দামে বাজার থেকে দশগুণ অধিক। আর জিনিষ গুলি এমন্ উত্তম যে মহাপ্রাণী ইচ্ছে করে তা গ্রহণ কর্‌তে চান্ না। দোকানী ভায়ার চেহারা দেখে বোধ কর্‌লাম, য্যান, স্বয়ং বঞ্চনা, মূর্ত্তি পরিগ্রহ করে শান্তিপুরের ঘাটে লোক ঠকাতে লেগেচেন্। আমি আড়াই টাকা দিয়ে একখানা নৌকো ভাড়া করে এলাম্। শিরোমণির জিনিষ এসে পৌঁছোয় নি বলে আজ্ উঠ্‌তে পার্‌লাম না। রাত্রে মুদির ঘরেই চাল, ডাল নিয়ে পাক সাক করে খাওয়া হলো। দাম্ দিবার ব্যালায় আমি বল্লাম জিনিষ পত্র গুলি সব ওজনে কম্। মুদি এইকথা শুনে বল্লে, "আজ্ঞে হাঁ! আমার ব্যবসাই এই, গঙ্গা তীরে বসে বামণ ঠকিয়ে খাই? আমি যত ওজনে কম্ দি, ঈশ্বরই তা জানেন্ "।

দোকানী একথা গুলি যে ভাবেই বলুক না ক্যান? কিন্তু সে যে মিথ্যে কথা কয় না এই শত লাভ। যাঁরা মেয়ে মুদীর দোকানে আছেন্ আজ্ তাঁদেরই সর্ব্ব প্রকারে জিত্।

কাল্‌কেই নৌকো ভাড়া করে রেখেচি কি না? আজ্ শিরোমণির জিনিষ পত্র এসেও পৌঁছিয়েচে। স্নান করে জল খেয়ে নৌকোয় উঠ্‌লাম্। উত্তুরে বাতাস আর ভাঁটার টানে চারটের পূর্ব্বেই কল্‌কাতায় পেঁীছে দিলে। জগন্নাথের ঘাটে উঠে গুড়্ গুড় করে হাটখোলায় গেলাম্। হাটখোলায় রাধাকিশোর পরামাণিকের গদিতে আমাদের একটী কুটুম্বু কর্ম্ম করতেন, তাঁরই নিকট যেতে হলো। সেদিন পথশ্রমে কাতর ছিলাম বলে কোথাও যাওয়া হলোনা। রাত্তিরে আহার করে নিদ্রে গেলাম্।

সকাল ব্যালা উঠ্‌লাম্, আর্ কথনো কল্‌কাতায় আসি নি। চার্‌দিগে গোলমাল। রাস্তা দিয়ে হাজার হাজার লোক ব্যস্ত সমস্ত হয়ে চলেচে। মধ্যে মধ্যে মালাই দই—রিপুকর্ম্ম——পাত্‌কোর ঘটিতোলা শোনা যাচ্চে। আড়তে নাকোদারেরা এসে চেলের দর কর্‌চে। মুটেরা বস্তায় বস্তায় চাল্ আমদানী, রফ্‌তানি কর্‌চে। হাটখোলার প্রসিদ্ধ চাল্‌ঝাড়ু নিরে নিচেয় বসে চাল্ ঝাড়চে। কুঁড়োয় অন্ধকার। গোলমালে কান ঝালা পালা হয়ে যাচ্চে। একজন ফ্রেঞ্চ মার্‌চেন্ট দালাল সঙ্গে করে এসে উপস্থিত। দালালটীর মাথায় পাক্‌ড়ী, গায়ে চাদর, পরনে ধুতি, পায় চটিজুতো। আমাদের নাপিতও

ঠিক বর্জিনুম্ সেই বেশে কামাতে এসেচে। খানিক্ ক্ষণ কে দালাল আর কে নাপিত তা ঠাউরে উঠ্‌তে পার্‌লাম না। শেষে অনেক ক্ষণ বিবেচনা করে দেখ্‌তে পেলাম্ দালালের কানে খাগের কলম আর নাপিতের কানে তুলোনাগান কান দ্যাখা নোয়ার শলা। দালাল খাগের কলম এনে বড় উত্তম করেচেন। যদি পাখার কলম আন্‌তেন তা হলে আমাকে দালাল ও নাপিত চিন্তে আরও খানিক বিলম্ব পড়্‌তো। দালাল, জেনেরল একাডেমির ছাত্র, ভারি অনেষ্ট ম্যান্। মহাজনের সঙ্গে মন করা দুটাকা দর সাব্যস্ত করে, সায়েবকে চার্‌টাকা বুঝিয়ে দিচ্চেন্। সায়েব বাঙ্‌লা জানেন না, দালালের কথায় "বিলিব্" করে চার্ টাকাতেই রাজি হচ্চেন্।

দুপোর্ ব্যালা খেতে বস্‌লাম বটে, কিন্তু নর্‌দামা ও পায়খানার গন্ধে গা ঘিন্ ঘিন্ কর্‌তে নাগলো বলে খেতে পার্‌লাম না। আহারের পরেই সহর দেক্‌তে বেরুলাম্। গাড়ি পাল্কির জ্বালায় রাস্তায় আর পাপাতা যায় না। যে দিগে চাই কেবল দোতালা তেতালা বাড়ি। লোকারণ্য। আমাদের দেশে সায়েবদিগকে ছেলাম্ না কল্লে রক্ষে নাই। এখানে দেখি, হাজার হাজার খোদাবন্দ, মেমের হাত ধরে, গলিঘেঁটে ব্যাড়াচ্চেন্। ছেলাম্ করা চুলোয় যাক্, কেউ জিজ্ঞাসাটাও কর্‌চে না। চীৎপুররোড্, ধূলোয় অন্ধকার। শোবাবাজার, সোণাগাজির গলি, ছাড়িয়ে এসেছি, সাম্‌নে মেচোবাজার—ডাইনে বাঁয় দোতালা তেতালার উপর শত শত কুলীন ব্রাহ্মণের কন্যা

ও ভদ্রের ঘরের বিধবারা অষ্ট-অলঙ্কারে ভূষিত হয়ে নজ্‌রা মার্‌চেন। দোকানদারেরা বাঙাল ঠকিয়ে বউনি কর্‌চে। জুতোর দোকানে দর দামের পর অবনতি হলে, "ক্যা জুতিখানেকা মুক্‌" বলে খদ্দেরের সম্ভ্রম রক্ষে হচ্চে। ছক্কোড়ের কোঁচয়ানেরা দুহাতে ঘোড়া ঠ্যাঙাচ্চে। ঘোড়া গুলো ঠেঁই ভরে দাড়িয়েই মার্‌ খাচ্চে, তবু এক পা এগুবে না। উড়ে বেহারারা "বাবু! পালিকী চাই" বলে সৃষ্টির লোকের খোসামুদী কর্‌চে। দু এক জন জোয়াচোর ও গাঁটকাটা গোলের ভিতর মত্‌লব হাঁসিল করার উদ্‌যোগ্‌ দেখ্‌চে। ঝাঁকার মুটে ও নগ্‌দা মুটেরা দোতালি বোঝা মাথায় করে কুঁৎতে কুঁৎতে দৌড়ে যাচ্চে। আমি এসিয়াটিক্‌ মিউজিয়ম্‌, ফোর্ট উইলিয়ম্‌, ইংরেজ্‌টোলা, চাঁদ পালের ঘাটের জল্‌-তোলা-কল, গবর্ণমেণ্টে হাউস্‌, বড় বাজার, ট্যাক্‌শাল, ময়দার কল্‌ প্রভৃতি দেখে বাসায় এলাম। কল্‌কেতা আজোব সহর। না পাওয়া যায়্‌ এমন্‌ জিনিষ্‌ নাই, না দ্যাখা যায়্‌ এমন্‌ দেশের লোক্‌ নাই। আগে বাড়ি যেতে দ্যাও। চির-কাল এর গল্প ছাড়্‌বো। আসল বিষয়ের সঙ্গে টীকে টিপ্‌নিও দেবো।

আর এক দিন্‌ হেদোর ধারে ব্যাড়াতে গেলাম্‌। সেখান থেকে আস্‌বের ব্যালা সন্ধে হয়ে গ্যালো। বাসায় ফিরে আস্‌চি; এমন্‌ সময় দেখি কি! রাস্তার বাঁ-ধারে একখানা আট্‌চালায় টিপ্‌ টিপ্‌ করে গোটা দুই ল্যাণ্ঠন্‌ জ্বল্‌চে। ঘর্‌টার ভিতর কতকগুলি লোক গোল-

মাল্ কত্তে লেগেচে। কি হচ্চে, তাই দেখ্‌বার জন্য, এক পা দু পায় আট্‌চালার মধ্যে গেলাম্। যেয়ে দেখি কি? যেমন বেদেরা কুহক্ দ্যাখাবার সময় আত্মারাম সরকারকে মা বাপ্ তুলে গাল্ দ্যায়, তেম্‌নি একজন কন্‌বার্ট”, নিউম্যান্, থিয়োডোরপার্‌কার্, টমজ্ পেইন্, রাম্‌মোহন্ রায়্ প্রভৃতির নাম নবিসী করে জায়্ বেজায়্ গালি গালাজ্ দিয়ে হাত্ মুখ্ নেড়ে কাঁদো কাঁদো সুরে জিজাচ্ ক্রাইষ্টের গুণ বর্ণনা কর্‌চেন। মধ্যে মধ্যে “বোল্-ডোটোনে” কালী, দুগ্‌গা, শিব, কেষ্ট, রাম প্রভৃতি দেবতাদের যত দোষ ছিলো তাই ব্যাখ্যা হচ্চে। একজন ব্রাহ্ম তর্ক বিতর্ক করে “কন্‌বার্ট” ভায়াকে নাকে কাঁদিয়ে ছেড়ে দিচ্চেন্।

অনেক্ দিন হলো, একবার কেষ্টনগরের অন্তঃপাতি কাপাস্ ডাঙা অঞ্চলে ভারি খৃষ্টানি হ্যাঙ্গামা উঠেছিলো। ছিষ্টির পাতি নেড়ে “বিবি পাবো, মহাজনকে ফাকি দেবো, চাস্‌বাস্ কর্‌তে হবে না, সায়েবের মত খানা খেতে ও পোসাক্ পর্‌তে পাবো” বলে খৃষ্টান হতে আরম্ভ কর্‌লে। শেষে দেখ্‌লে, সেই লাঙল্ সেই গরু, সেই চাস্। কোথা বা বিবি আর কোথা বা মহাজনের হাতে থেকে বাঁচা। “ঢেঁকির স্বর্গে গেলেও ধান্ ভান্‌তে হয়” দেখে দাড়ি মুচ্‌ড়ে, তোবা বলে, জেতে উঠ্‌তে লাগ্‌লো। সেই অবধি ছোট লোক আর বড় একটা খৃষ্টান্ হয় না। তবে দুই একটা মায়ে মারা বাপে খ্যাদানে স্কুল্ বয়, হয় লবে পড়ে, আর নয়, পেটের দায় “ব্যাপ্‌টা-

ইজ্” হয়ে থাকে। খৃষ্টান্ হয়েই একটা কালো আল্‌পাকার পেণ্টলুন্ ও চাপ্‌কান্ আর একটা বিবর হ্যাট্ খরিদ হয়। আর জোড়া করে সেকেন হ্যাণ্ডের এক খানা টেবিল, এক খানা চেয়ার, একটা হাগ্‌বার টব্ও কেনেন্, কিন্তু হাগ্‌বেন্ যে কি খেয়ে সে হিসেবটার দিগে বড় একটা দিষ্টি নাই। আজ্ শুনলাম্ অমুক স্থানের একটী ব্রাহ্মণের বিধবা মেয়ে খৃষ্টান হয়েচে। তার বয়স্ ষোল বছর। কাল্ শুন্‌লাম্ সেই কন্যাটীর চরিত্র ভালো নয়। ঘরে থাক্‌লে ধরাধরি করে বলে খৃষ্টান্ হয়েচে। খৃষ্টানের মধ্যে বিধবা বিবাহ চলিত আছে বলে তার প্রভু য়ীশুখৃষ্টের প্রতি বিশ্বাস। এই রকমের লোক্ ব্যাপ্‌টাইজ্ করাতেই খৃষ্টধর্ম্ম অধঃপাতে যাচ্চে। পাদ্‌রি সায়েবেরা যদি বিবেচনা করে (যে খৃষ্টান্ হবে আগে তার চরিত্র জেনে) কার্য্য করেন্ তাহলে, বাইবেলের মান সম্ভ্রম বজায় থাকে। খৃষ্টান্‌দের মধ্যে যে সকল্ ভালো ভালো লোক্ আছেন্ তাঁরা য্যান হুকুমচাঁদের এই কথাটা মনে করে রাখেন্। খৃষ্টান মশয়রা খাপা হবেন্ না। আপ্‌নারা জানেন্ না ? যে “ উচিত কথায় আহাম্মক্ ব্যাজার ” হুকুমচাঁদ আপ্‌নাদিগকে এই কথা গুলো মনে করে রাখ্‌তে বলচেন্ ক্যান, তা জানেন্ ? “কাঙালের কথা বাসী হলে মিষ্টি লাগে ”।

এদিগে ব্রাহ্ম ও খৃষ্টানে যে বিচার হতে ছিলো তা সমাপ্ত হলো। আমরাও বাসায় চল্লেম্। ব্রাহ্মটীও আমাদের সঙ্গে সঙ্গে চল্লেন্। পথে আমি তাঁর পরিচয়

নিলাম্। ব্রাহ্ম মশয় ভারি সত্যবাদী; বাপের নাম জিজ্ঞাসা কর্‌লে বল্লেন্ না। তিনি তার "রিজিন্" দিলেন্; "মার নাম্ বলা যেতে পারে, ক্যান না, যে মার গর্ভে হয়েচি তা নিশ্চয় জানা আছে, কিন্তু বাপের নাম বলা বড় কঠিন্ কর্ম্ম। আমি যে কার ঔরসে জন্মেচি, তা মা ভিন্ন আর কেউ জানে না। সুতরাং বাপের নাম্‌টা বল্‌তে পার্‌বো না"।

পাঠকগণ! দেখুন্ ব্রাহ্মদিগের ক্যামন্ তখ্‌টি নিষ্ঠে, এঁরা, পাছে মিথ্যে কথা হয় এই ভয়ে বাপের নাম কত্তেও ক্ষুব্ধ হন। ইঁহাদিগের আচার ব্যবহারও বিশুদ্ধ হয়ে উঠেচে। এঁরা আট্ বছরের মেয়ের বিয়ে দেবেন্, ছেলে হলে তার জাত কর্ম্ম, নাম করণ, অন্নপ্রাশন প্রভৃতি দশবিধ সংস্কার হবে, বাপ্‌মার মৃত্যু তিথিতেও শ্রাদ্ধ করা আছে, কিন্তু ঐ সকল কর্ম্মে পুরোণো মন্ত্র গুলি পড়া হবে না। ব্রহ্ম সভাতেও অবিকল চর্চ্চের ফ্যাসানের নকল বা কাপি হচ্চে। সেখানে আর সেকেলে তব্‌লা, তান্‌পুরো ও সারঙ্ নাই। এখন্ ইংলিস্ "হারমোনিয়ম" বাজে। "ড্যাম্ বেঙ্গালি ডম্ ডম" দূর হয়ে কাণ জুড়িয়েচে। ব্রাহ্মেরা পালি, পরবে নমাসে ছমাসে "ব্যাগার শোদ দেওয়ার মত" ব্রহ্ম সভায় যান্। কারুর কারুর বাড়িতেও দেল্, দোল্, দুর্গোৎসব প্রভৃতি নিত্য নৈমিত্তিক ক্রিয়া কলাপের বাধা নাই। বাড়ির গিন্নীরে সেই ষষ্ঠী, সেই মাকাল্, সেই পঞ্চানন্, সেই মনসা, সেই সকল সেকেলে দেবদেবীর পেছু লেগেই আছেন্। ব্রাহ্মেরাও

তাদিগকে " রিফরম্ " কর্‌বার্ চেষ্টা দেখ্‌চেন্। কেবল্ সোসাইটির ভয়ে কিছু পেরে ওঠেন্ না। তোটক ছন্দে "স্পিচ্ " করে মাটি কাঁপিয়ে দ্যান্। কিন্তু কাজের ব্যালা " বুড়োবাপ্‌টা রয়েচে এজন্য কিছু কিছু হিঁদুর মতে চল্‌তে হয়"।

চিৎপুর রোডে এসে ব্রাহ্মমশয় দক্ষিণ বাহিনী হলেন্। আমরাও উত্তর মুখো হয়ে বাসায় এলাম্। এই রকম করে দিন কয়েক কেবল টোক্‌লা সেধে ব্যাড়াতে লাগ্‌লাম্। মুরুব্বি নাই কাজেই কর্ম্ম কাজ্ হওয়া কঠিন্ হয়ে দাঁড়ালো। হাজার লেখাপড়া জানোনা ক্যান? কিন্তু মুরুব্বি ভিন্ন আজ্ কাল্ চাকরী জোটেনা। হবেই বা কি ছাই! চাকরী হতে চাকুরের সংখ্যা অধিক। কোন খানে একটা দশ পোনের টাকার কর্ম্ম খালি হলেই সই সোপারিস্ ওয়ালা ছাড়াও বি, এ, ও বি, এলের ডিপ্লোমা হোলডার পর্য্যন্ত ক্যাণ্ডিডেট হয়। দিন কতক বই ডিপ্লোমা হোল্‌ডারদিগকে ময়্‌দা ভাঙ্‌তেও দেখ্‌তে পাবো। এখনি হয়েচে কি? এই সবে কলির সন্ধে বইত নয়!!!

চাকরীত হলোই না। আর উমেদারীও কত্তে পারিনে। এখন্ একটা স্বাধীন ব্যবসা অবলম্বন করে গুজ্‌রানের ফিকির দেখ্‌চি। সে স্বাধীন ব্যবসায়টা কি?। প্রথম বাণিজ্য, তাতে নগদ্ টাকা চাই। ধন ভিন্ন বাণিজ্য হয় না। কৃষি কার্য্যও কর্‌তে পারিনে। এত লেখা পড়া শিখে কি শেষকালে লাঙল্ ধর্‌বো?। লোকে চাসা বল্‌বে তাত সহ্য কর্‌তে পারবো না। ওকালতী করতে

হলেও আইন পড়ে পরীক্ষা দিতে হয়। এখন্ বুড়ো-কালে পরীক্ষা দেওয়া বড় কঠিন্। তবে, কি করি? গ্রন্থকার হই। তাই বা হবো কি করে? এখন দেশশুদ্ধ সকলেই গ্রন্থকার; কেউ বা ইংরাজী থেকে, কেউ বা সংস্কৃত থেকে, কেউ বা পারসী থেকে অনুবাদ করে গ্রন্থ লিখ্-চেন্। সকলেই গ্রন্থকার; গ্রন্থ পড়ে কে তার খোঁজ্ নাই। কেউ কেউ বা কবি হয়ে ইংরেজি পদ্য বাঙ্লায় অনুবাদ কর্চেন্। কিন্তু সে গুলি যে শুন্তে ক্যামন্ মিষ্টি তা বলে ওঠা যায় না। দুর্ভাগ্য ক্রমে সেই গুলি বিশ্ব-বিদ্যালয়ের পাঠ্য পুস্তক হচ্চে। আর পণ্ডিত মশয়রা তাই পড়াতে নাকের জলে চোকের জলে ভেসে যাচ্চেন্। কল্কেতার দিগে দুই একজন পণ্ডিত সংস্কৃত কাব্য ও নাটক্ বাঙ্লা ভাষায় অনুবাদ করেচেন্ দেখে, ঢাকাই বাঙাল্ মশয়রাও তাতে হাত দিয়েচেন্। তাঁরা মাঘও ভারবীর বাড়ির কাছেও যেতে পারেন্ না। ক্যান না ঐ দুই কবি বড় শক্ত লোক্। কেবল কালিদাস ও ভব-ভূতিকে নরম পেয়ে তাঁদিগকে নিয়েই টানাটানি কর্-চেন্। কল্কাতার দিগে একজন অমিল পদ্য লিখেচেন্ দেখে, ঢাকাতেও তার কাপি হচ্চে। কিন্তু সে গুলি যে ছাতারের নৃত্য ভিন্ন আর কিছু নয়, সেটা এক জনও বুজ্তে পাচ্চেন্ না।

> "তমাক্ বলে খয়রা মাচ্ উড়ে ব্যাড়ায় গরু;
> লোয়ার মুগুর কেড়ে নোবো গায় দিবি কি?"।

এইরূপ পদ্যই মিষ্টি লাগে। অনেকে গোঁড়ামি

করে এরূপ পদ্যের ভাব ও রসে মোহিত হয়েচেন্, কিন্তু হুকুমচাঁদ্ মাথা মুণ্ডু কিছুই বুজতে পার্লেন্ না। একলা হুকুমচাঁদ ক্যান? প্রায় চোদ্দ আনা লোকেই বুজে উঠ্তে পারে না। প্রতি হপ্তায় প্রায় বিশ পঁচিশ খানা বই বেরুচ্চে। কিন্তু তার মধ্যে অনুবাদ ছাড়া এক খানাও নাই। সেই অনুবাদও আবার রাজা রাজ্ড়ার গল্প ভিন্ন আর কিছুই নয়। বিদ্যেসাগর যে কি এক ধূয়ো-ধরে ছিলেন্—"ইহা অবিকল অনুবাদ্ নহে; কোন স্থান পরিত্যাক্ত, পরিবর্জ্জিত ও পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে,"—যিনি যে গ্রন্থ লিখুন্ না ক্যান? তার বিজ্ঞাপনে এই সমাচারটী দেওয়া হবেই হবে। পুর্ব্ব দেশী কোন কোন গ্রন্থকার আবার গ্রন্থের ব্যবচ্ছেদক স্বর্গ, অধ্যায়, পরি-চ্ছেদ প্রভৃতি শব্দ গুলি পরিত্যাগ পূর্ব্বক সেই সেই স্থলে পটল্, বেগুন্ প্রভৃতি তরকারী সুচক নূতন শব্দ ব্যাবহার কর্চেন্। হুকুমচাঁদ গ্রন্থকার মশয়দের নিকট গলায় বস্ত্র দিয়ে, হাত যোড় করে, প্রার্থনা কর্চেন্, তাঁরা আর কোন ব্যাবসা অবলম্বন করুন্। গরিব বেচারি, বাঙ্লা ভাষাকে আর মিছে মিছি কষ্ট দিলে কি হবে। গবর্ণমেন্ট যদি বই ছাপাবার মাশুল নিতেন্ তা হলে ইন্কম্ ট্যাক্স নিয়ে প্রজার গাল্ কুড়ুতে হতো না। মাশুল্ দিতে হলে আমাদের মতন্ মহামুর্খ লোকেরা আর বই লিখে বাঙ্লা ভাষাকে খানে খারাপ্ কর্তে পার্তো না। গবর্ণমেন্ট এ বিষয়ে শীঘ্র শীঘ্র একটী আইন্ করুন্। নতুবা ব্যাস্, বাল্মীকি, কালিদাস ও

ভবভূতির আর নিস্তার নাই। ঐ সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজ কবিরাও মারা পোড়্‌বেন্। যখন্ "ডাক্‌রে কোখিল্ পঞ্চম স্বরে আমার হানেফ গেছে মারা; ভণে দ্বিজ গোলাম্ কাদের আমি ভেবে হলাম্ সারা" প্রভৃতি কবিতা বাঙ্‌লা ভাষায় অনুবাদ হয়েছে, তখন সাদি ও হাফেজ্ দুনিয়াদারীতে ঝক্ মেরেচেন্।

খবরের কাগজও অল্প হয়্‌নি। কোন খানা পাক্ষিক কোন খানা সাপ্তাহিক আর কোন খানা দৈনিকও আছে। অধিকাংশ কাগজেই হল্‌ওয়েরমল্‌ম এবং এক আদ্‌খানি ছেলে ছোক্‌রার প্রেরিত পত্র ভিন্ন আর কিছুই দেখ্‌তে পাওয়া যায় না। সম্পাদক্ কালে ভদ্রে কারুর বাপমার শ্রাদ্ধের দানসাগর ও ফলারের সম্বন্ধে দুই একটী আর্‌টিকেল্ লেখেন্। আর কোন কোন সম্পাদক বা পরের উচ্ছিষ্ট বিচালি নিয়ে জাগোর কেটে আস্ফালন করেন।

যেমন্ দুই এক জন বুজ্‌রুক্ মূর্খ লোকদিগকে ঠকিয়ে অর্থ গ্রহণ করে, তেমনি কেউ বা কুপ্রথা নিবারণের ছল করে, কেউ বা অন্যান্য রকমের বই লিখে পয়সা কুড়ুচ্চেন্। তাই দেখে কেউ কেউ আবার ম্যাও ধর্‌চেন্। আবার দুই এক জন চালাক্‌দাস ইয়ংবেঙাল্ দলে মান্য হবার জন্য নিজে বই লিখে বা খবরের কাগজে আর্টিকেল্ লিখে আপনার স্ত্রীর নামে ছাপিয়ে দিচ্চেন্। হয় ত স্ত্রীটী ক,খই জানে না। আর বড় জোর্‌ত সেকেলে রকমের "কালো কাক্, ভালো নাক্" প্রভৃতি শিশু-

শিক্ষের বচন গুলি মুখস্ত করে। মিল্ নেই বলে বিদ্যে-সাগরের বর্ণ পরিচয় পড়্‌তে পারে না। ছিষ্টির মুক্‌খু "অথর" হয়ে বাঙ্‌লা ভাষাকে উচ্ছন্ন দিচ্চে। সংস্কৃত ভাষা কোন্ কালে মা ভগবতীর মত গাঁ। গাঁ। ডাক্ ছেড়ে ভারতবর্ষ হতে জর্‌মেনিতে পালিয়ে গিয়েচেন্। এইরূপ গ্রন্থকারের দৌরাত্ম্য আর কিছু দিন থাক্‌লেই বাঙ্‌লা ভাষাকেও এ মুলুক্ ছাড়্‌তে হবে। "যত ছিলো নাড়া বুনে, সব হলো কিত্তুনে, কাস্তে ভেঙে গড়ালো কত্তাল"।

গ্রন্থকার হওয়া হলো না। হলে পরে অনেকের কোপে পোড়্‌তে হবে। অনেকেই "এক্‌বোন্‌মে দোঠো বাগ্" বলে আমার ক্ষতির চেষ্টা পাবেন্। সম্পাদক্ ভায়ারাও দেশ রিফরম্ কর্‌বার জন্য গ্রন্থের উদ্দেশ্য না বুঝে মিছে মিছি কতক্‌গুলো আর্টিকেল্ ঝাড়্‌বেন্। তবে এখন্ কোন্ ব্যবসাটা অবলম্বন করি? রাইটারি বড় মন্দ কর্ম্ম নয়! ওহো! তাওত হলোনা! সোনার বেণে ও ফিরিঙ্গি ভায়ারা ক্যারানি গিরি একচেটে করে ফেলেচেন্। তাঁদের জ্বালায় কোন আফিসের দিগে চাবারও জো নাই। সোণার বেণেদের আচার, ব্যবহার, কথা, বার্ত্তা যদিও হিন্দু হতে অনেক বিভিন্ন তথাপিও তাঁরা বাঙালি। দুটো বলে কয়ে হাতে পায় ধরে তাঁদের দ্বারা যতটুক্ সহায়তা হতে পারে তা য্যান হলো। কিন্তু ফিরিঙ্গি ভায়াদিগকে বশ্ কর্‌বার্ উপায় কি?। এঁদের গুটীকয়েক নাম আছে। সেই নাম কটী এই ট্যাস্, ভোঁস্, ও মেটে। কিন্তু "গাঁয় মানে না আপ্‌নিই মোড়ল, সায়েব বলে পরিচয়টা দ্যাওয়া

আছে। কথায় কথায় আমাদের ব্যালাত বলেন্। কিন্তু চাটিগাঁ যে, এঁদের ব্যালাত তা জ্যান কেউ জানেই না। ড্যাম্ বাঙালি, কালা লোক, প্রভৃতি বলা আছে। আপ্‌নারা য্যান ধপ্‌ধপে সাদা, ইংরেজ্‌দের সাপিণ্ড জ্ঞাতি, মোলে এগার দিন অশৌচ্ হয়। বাড়িতে মেম্ ও সায়েব উভয়েই বাঙ্‌লা ড্রেস্ পরেন। বেরুতে হলেই ইংরেজ। বাইরে যাবার ব্যালা হাতে ও মুখে খানিক চূণ মেখে ফরসা হন্। কিন্তু মাণিক্ কি আঁধারে লুকোবার জিনিষ?

বাঙালিদের সঙ্গে তর্ক বিতর্ক বাঁধলে ট্যাস্ ভায়ারা "রেলওয়ে, ঘড়ি, ইলেক্‌ট্রিক্ টেলিগ্রাফ্ প্রভৃতির নাম করে বলেন্, "দ্যাখো দেখি! আমাদের ব্যাল্যাতের লোকের ক্যামন্ বুদ্ধি? আমরা বুদ্ধি খাটিয়ে ক্যামন্ সকল জিনিষ তোয়ের করেচি?।

এবিষয়ে একটা ভারি মজার গল্প আছে। একটা হাতি রাস্তা দিয়ে যেতোছিলো। রাস্তায় একটা আমের ডাল্ কাত্ হয়ে পোড়ে আছে। মাহুত হাতিটাকে ডাল্ ভেঙে দিতে বল্লে। হাতিও তৎক্ষণাৎ ডাল্‌টা ভেঙে ফেল্লে। একজন পথিক হাতির এই অদ্ভুত শক্তি দেখে বল্লে, "বাপ্! হাতি কি জানোয়ার্!!! মস্ত ডাল্‌টা মট্‌-করে ভেঙে ফেলে গ্যালো", একটা ব্যাঙ্ পথের ধারে একটা ডোবায় ছিলো। সে পথিকের কথা শুনে বল্লে, "তুমি কি আজ্ পর্য্যন্তও এ জান না? আমাদের চার্-পেয়ের স্বধর্ম্মই এই"। পথিক ব্যাঙের এই কথাগুলো

শুনে হাস্‌তে হাস্‌তে চলে গ্যালো। তেম্‌নি ইংরে-জেরা নানা প্রকার কল্‌ তোয়ের করেন্‌। আর্‌ ট্যাঁস্‌ ভায়ারা “আমাদের চারপেয়ের স্বধর্ম্মই এই” বলে লোকের কাছে হ্যাকমোৎ ও বাহাদুরী জানান্‌। বলে “ইঁদুর বড় সাঁতারু তার———খুদের পোরো !!”

কথায় বলে “উভয় শঙ্কট বড় দায়”। ট্যাঁস্‌ ভায়ারা চিরকাল্‌ই সেই উভয় শঙ্কটে পোড়ে আছেন্‌, কোন কালে যে সেই শঙ্কট থেকে পার পাবেন্‌, তারও কোন লক্ষণ দ্যাখা যায় না। তাঁদের সায়েব আনা টুক্‌ও আছে, বাঙালির প্রতিও বড় ঘৃণা। এদিগে কাজের ব্যালা কি সায়েব কি বাঙালি কোন দলেই মিশ্‌তে পারেন্‌ না। তবে এর মধ্যে যাঁদের কিছু গোভাগ্যি আছে তাঁরাই দুই এক্‌টা ক্যারানি গিরি পান্‌। ট্যাঁস্‌ ভায়াদের মধ্যে অনে-কেই পিত্‌লে কাটারি, দেখ্‌তে চক্‌ চকে কিন্তু ধার ও ভার কিছুই নাই।

ট্যাঁসেদের মধ্যে অনেকেই রোমান্‌ ক্যাথলিক্‌। দিনে দুইবার পোসাক্‌ করে চর্চ্চে যাওয়া আছে, চর্চ্চে পুরুষ অপেক্ষা মেয়ের ভাগই অধিক যায়। ক্যাথলিক্‌ প্রিষ্টেরা যাবৎ জীবন বিবাহ কর্‌তে পারেন্‌ না। পরম ধার্ম্মিক, জিতেন্দ্রিয়। সপ্তাহে শিষ্যদের বাড়ি যেয়ে প্রত্যেক শিষ্যকে আলাদা ঘরে নিয়ে পাপ স্বীকার করান হয়। প্রিষ্টেরা বলেন্‌, “স্বর্গের চাবি আমাদের হাতে আছে”। হাতে চাবিকাটি আছে তথাপিও প্রিষ্টেরা স্বর্গে যেতে পারেন্‌ না। তবে তাঁরা চিনির বলদ্‌ ! না হলে পরে

অন্য লোক্‌কে স্বর্গে পাঠান্, আর আপনারা যেতে পারেন্ না ?।

আগাবন্ধন।

হুকুম-চাঁদ উবাচ।

আমি অনেক স্থানে চাকরির উমেদারী কর্‌লাম, কিন্তু কোথায়ও কিছু হলোনা। আর্ কি করি ? কল্‌কেতায় থেকে বাসাখরচ্ করে খাওয়ার দর্‌কার কি ?। "মোল্লার দৌড় মসিদ্ তাকাতি" শেষকালে বাড়ীতেই গেলাম্। বাড়ি যেয়ে এখানে সেখানে কেবল্, কল্‌কেতার গল্পই ঝাড়ি। সত্যি, মিথ্যে দুই চার্‌টে রচনাও হয়।

এক দিন শুয়ে ঘুমিয়ে আছি, এমন্ সময় স্বপন দেখ্‌লাম, " আমি য্যান পৃথিবীর নীলেখ্যালা সেরে নির্ব্বাণ-পুরে গিয়েছি ; সেখানে, খৃষ্টান্, মুসল্‌মান, হিন্দু, নাস্তিক প্রভৃতি সকলেই আসামী ফোরেদীর মত বসে আছেন্। জন কয়েক কোমর্‌বন্দ লোক তা দিগকে পাহারা দিচ্চে। এখনও বিচারক কাছারিতে এসেন্ নাই। কয়েক জন আমলা বস্তা কতক কাগজ পত্র নিয়ে উল্‌টে পাল্‌টে দেক্‌চে। আর মাথা মুণ্ডু কি লিখ্‌চে তা তারাই জানে। গঙে ঠন্-ঠন্-ঠন্ করে দশ্‌টা বেজে গ্যালো। এমন্ সময় দ্যাওয়ান্‌জী এসে উপস্থিত। তিনি আপন আফিসে গিয়ে বস্‌লেন্। কয়েক জন আম্‌লা বোঝা কয়েক পরও-য়ানা এনে দ্যাওয়ান্‌জীর কাছে রাখ্‌লে ; তিনি তাতে

সই কত্তে লাগ্‌লেন্। এদিগে হাকিম্, এক্‌খানা বগিতে চড়ে, হন্ হন্ করে এসে, এজ্‌লাসে বস্‌লেন্। ক্রমে দ্যাওয়ান্, পেস্‌কার্, চোপ্‌দার্, আর্‌দালীতে এজ্‌লাস্ সর্‌গরম্ হয়ে উঠ্‌লো। হাকিম্, দেওয়ান্‌কে বল্লেন্। "সেরেস্‌দার! প্রথমে সদরের জজ্‌দের মোকদ্দামাটা (যাতে ধর্ম্ম বাদী) পেস্ করো। দেওয়ান্ "যে আজ্ঞে! হুজুর!" বলে খাতা উল্‌টে নথিটী বার্ করলেন্। এক-জন পেয়াদা, দুজন জজ্, একজন সরকারী উকিল, এক-জন নীল্‌কর আর কসাই টোলার জুরিদিগকে এনে হাজির কর্‌লে।

হাকিম্, জজদিগকে জিজ্ঞাসা কর্‌লেন্, "এই যে নীলকর রাক্ষস্‌টী তোমাদিগের কাছে দাঁড়িয়ে আছে, এত অনেক মনুষ্য হত্যা ও অনেক দুষ্কর্ম্ম করেচে। এ ব্যক্তি আপনার কৃত কুকর্ম্মের জন্য মনুষ্য কুলে জন্মগ্রহণ করেও জনসমাজে পশু হতে নিকৃষ্ট বলে পরিগণিত হয়েচে। ও যে নর হত্যা ও নানাবিধ কুকর্ম্ম করেছিলো তা সাক্ষী দ্বারা বিলক্ষণ রূপে প্রমাণ হয়েছে। তবে তোম্‌রা যে ওকে বেকসুর খালাস্ দিয়ে ছিলে তার্ কারণ কি? জজেরা হাকিমের এই সকল কথা শুনে বল্লে, "দই ধর্ম্ম অবতার! এতে আমাদের কিছুই কসুর নাই। কসাইটোলার জুরিরাই এ অন্যায় বিচারের মূল?। এই জুরিরে যদি পক্ষপাত না করে এই নীল্‌কর রাক্ষস্‌কে দোষী স্থির কর্‌তো, তাহলে আমরা উচিত সাজা দিতে ছাড়্‌তাম্ না। আম্‌রা এ কথা জানি কসাইটোলার

জুরিরা সাদা রঙ্ দেখ্‌লেই পক্ষপাত করে। সাদা লোকে যদি এদেশীয়দিগকে হত্যা করে কসাইটোলার জুরিদিগের ব্যাবস্থায় তাতে পাপ লেখে না। আর যদি কালো চর্ম্ম যুক্ত (এক্‌সেপ্‌ট ট্যাঁস্) লোকেরা অল্প দোষও করে তাহলে কসাইটোলার জুরিদিগের মুখে খই ফুট্‌তে থাকে। তখন্ তারা গালাগালির "ডিক্‌শোনারী" খুলে যাবতীয় বাঙালিকে, মিথ্যাবাদী, প্রতারক্, অকৃতজ্ঞ, পাজি, হারাম্‌জাদা প্রভৃতি সম্মান ও স্নেহসূচক শব্দে সম্বোধন কর্‌তে থাকে। জজ্‌দিগের মধ্যেও দুই এক জনের এ গুণ ছিলো। কিন্তু তাঁরা কাঠের (১) গুতো খেয়ে এখন্ সোজা হয়েচেন্"।

জজ্‌দিগের এই সকল কথা শুনে হ্যাকিম্ জিজ্ঞাসা কর্‌লেন্ "ক্যামন্ সেরেস্‌দার ?"। জজেরা যে সকল কথা বল্‌চে তা সত্য কি না ?"। দ্যাওয়াম্ কাগজ পত্র দেখে বল্লেন্ "আজ্ঞে হাঁ সকলই সত্য"। জজ পুনরায় বল্লেন, "সেরেস্‌দার ! তবে হুকুম লেখ ! জজেরা যাবৎ জীবন অনুতাপ হ্রদে গমন করুক্। কসাই-টোলার জুরিরে চিরকাল্ পাপ্ অগ্নিতে দগ্ধ হউক্। আর নীলকর রাক্ষস ও উকিল রৌবব নরকে গমন করুক্, এদের অনন্ত কালেও নিষ্কৃতি নাই, এবং নরকের মধ্যে কুকুর দিয়ে খাওয়ান হবে। সেরেস্তাদার "যে আজ্ঞে হুজুর" বলে সমুদায় লিখ্‌লেন্।

তার পর কয়েক জন পরনিন্দে, দলাদলী, ও গর্হিত কর্ম্মকারী লোকদিগের বিচার হলো। সকলেই যাবৎ-

জীবন রৌরব নরকে গেলেন্। তার মধ্যে ভজহরি দাস, বধিরচাঁদ চট্টোপাধ্যায় ও হাউইচরণ বক্‌সী, এবং মহা-বিষুব সংক্রান্তির চেহারার মতন কালেক্‌টরির সেরেস্তা-দার মশয়, এঁরা ভিন্ন দলস্থ লোকের বাড়ির শ্যামা পূজো বন্দ করেছিলেন্। আর অনেক লোককে নিরর্থক গাল্ দিয়ে ছিলেন বলে এঁদিগকে কুম্ভিপাক নরকে যেতে হলো। বাড়ার ভাগ হাউইচরণ বক্‌সী টিক্‌টিকিতে চড়ে বেত খেলেন্।

আমি স্বপনে এই সকল আমোদ্ দেখ্‌চি এমন্ সময় ঘুম্ ভেঙে গ্যালো। হুকুমচাঁদ এই কথা বলে বিরত হলেন্। "কালে বর্ষতি পর্জ্জন্যঃ"। আজ্ এই স্থানে ব্যাসদেব বিশ্রাম লাভ করুন্।

সমাপ্ত।